রাজার জাতি।

Shastric & Historical researches
re ; the KAYASTHAS.

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রীয়
প্রমাণাদি সহ ধারাবাহিক ইতিহাস।

Sri Kumud Nath Dutta
14C, KALI KUMAR BANERJEE LANE
TALA, CALCUTTA-2.

কবিরাজ—
শ্রীরমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা (চক্রবর্ত্তী)
কাব্য বিনোদ—প্রণীত ও সঙ্কলিত

বহরমপুর।

মুখবন্ধ।

কায়স্থ জাতির ইতিহাস অতি পূর্ব্বকাল হইতেই যবন অধিকার পর্য্যন্ত এবং বর্ত্তমানে কায়স্থরা যে সমাজে কি প্রকার সম্মাননীয়, তাহা নানা পুরাতত্ত্ব ও মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র, ঘটক কারিকা ও পুরাণ ইত্যাদি আলোচনা করিয়া এই জাতির সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এই গ্রন্থে সঙ্কলিত করিলাম। যে মনীষীর উপযুক্ত পুত্রের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল তিনি বহুবৎসর ধরিয়া পুরাতত্ত্ব এবং দেশের বিলুপ্ত ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পুস্তকালয়ের সম্পূর্ণ সাহায্য পাইয়াছিলাম বলিয়াই এই বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেই পুস্তকালয় বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া মনে করি, সেই কারণেই স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেনের নাম উল্লেখ করিলাম। তৎপরে অসাধারণ পণ্ডিত পূজনীয় কালিকৃষ্ণ বন্দোপাধায় মহাশয় যে মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকাল কেবল আমি নহি, সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ঋণী রহিল। তৎপর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা তমসাবৃত বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পূজনীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়, সি-আই-ই, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও অসাধারণ পণ্ডিত প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মন প্রভৃতি মহোদয় গণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তৎপর বন্ধুবর মণীন্দ্রলাল বন্দোপাধায় মহাশয়, বি-এল, ও জ্ঞানেন্দ্র মোহন সরকার বর্ম্মন ও অগ্রজতুল্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বাগচি কাব্যতীর্থ ও নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্রের সুযোগ্য পুত্র খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মন

মহাশয়গণের নিকট ও আমিনানাপ্রকারে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কি কারণে 'রাজার জাতি' নাম দিলাম তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন। ইতিহাস ও শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছি, তাহাই বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থ সমাজের নিকট উপস্থিত করিলাম। যে সামাজিক সমস্যা মীমাংসার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার সফলতাই একমাত্র কামনা। যে জাতির মধ্যে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহাই আবার দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলাম; হয়ত সেরূপ আজ দেখিব না, কাল দেখিব না, এ কাল-স্রোত পার না হইলে দেখিব না, কিন্তু একদিন দেখিব এই আশায় রহিলাম। "দেখিব সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমার দক্ষিণে বঙ্গজ-কুল-তিলক প্রতাপ, বামে ব্রাহ্মণ শঙ্কর! তখন দেখিতে পাইব এই কায়স্থ জাতির পুরাবৃত্ত-বাজনা বাজাইয়া কত পুরাবৃত্তকারগণ দেশ মাতাইবেন। তখন মাতৃপূজার কত ধূম পড়িবে, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের লোভে প্রতাপের কাছে আসিয়া জুটিবে। কত দীন দুঃখী প্রতাপের কাছে আসিয়া ভিক্ষা চাহিবে। দেশে এক আনন্দ-স্রোত বহিবে।"

ঠিক ৬১ বৎসর পূর্ব্বে এই কায়স্থ জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুধু এই জাতিকে নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে যিনি ধন্য করিয়াছিলেন, যিনি ভারতের যুগ-প্রবর্ত্তক, যিনি দেশাত্মবোধের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জাতীয় নব জীবনের উদ্বোধনকুম্ভ দেশ-মাতৃকার মন্দির প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ভারতের পবিত্র মন্দিরে দাঁড়াইয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন, 'হে ভারত ভুলিওনা, তোমার জাতির আদর্শ, নারীজাতির আদর্শ, ভুলিওনা তোমার মাতা সাবিত্রী দময়ন্তী, ভুলিওনা তোমার প্রতাপ, ভুলিওনা তোমার ধন [illegible]

অস্তিত্ব, ভারত তোমার সমাজ শিশুশয্যা, ভুলিওনা ভারত তোমার যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারানসী, ভারতের মৃত্তিকা তোমার স্বর্গ।' হে পুরুষসিংহ! তোমার প্রভাবে তোমার জাতি প্রভাবিত হউক ও অনুপ্রাণিত হউক! তুমি বলিয়াছিলে যে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণকে হীন করিতে যাইও না, ব্রাহ্মণ জাতির লোপ করিতে চেষ্টা পাইওনা। ভারতে ব্রাহ্মণই মহত্বের চরম আদর্শ। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতা ভাষ্যে এই ভাবটী এমন চমৎকার প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি বলিতে অক্ষম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন কেবল ব্রাহ্মণগণের মান বৃদ্ধির জন্য, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। সাবধান! এই আদর্শ সিদ্ধ পুরুষগণের লোপ পাইতে দিওনা। ব্রাহ্মণকে নীচু করিয়া তোমরা বড় হইতে পারিবে না। আর এই কারণে ব্রাহ্মণ জাতিকে বলিয়াছিলে, যিনি ভারতের অন্যান্য জাতিকে উদ্ধার করিবেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

যদিও আমরা মন্বাদি ঋষিবৃন্দের অনুপযুক্ত সন্তান তথাপি তাঁহারা আমাদের জন্য যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার একমাত্র ওয়ারিশ ও অধিকারী ব্রাহ্মণ আমরাই। সুতরাং সেই অধিকারের দায়িত্ব লইয়াই বলিতেছি—হে বঙ্গীয় কায়স্থগণ! তোমরা কখনও শূদ্র নহ।

দুঃখের বিষয়, আমার অসুস্থতা নিবন্ধন এবং যে প্রেসে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল তাহা আমার বাসস্থান হইতে দূরবর্ত্তি হেতু আমি যথোচিত-রূপে প্রুফ্ সংশোধন করিতে পারি নাই। আশা করি সহৃদয় পাঠকবৃন্দ আমার এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। শুদ্ধিপত্র দিলেও তাহার কোন সার্থকতা দেখা যায় না তজ্জন্য তাহা হইতে বিরত থাকিলাম। আগামী সংস্করণে ঐ সকল ভ্রম ত্রুটী সংশোধনের চেষ্টা করিব। নিবেদন ইতি—

গ্রন্থকারস্য

বহরমপুর

সন ১৩৩১ সাল, চৈত্র

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণবৎ ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥
প্রবিচার্য্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎক্কচিৎ।
শত্রোরপিগুণাগ্রাহ্যা দোষাস্ত্যজ্যা গুরোরপি॥

কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা—এই প্রশ্নটী আজকাল সমাজে তীব্রভাবে উত্থিত হইয়াছে। এই প্রশ্ন সমাধান জন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্যবিনোদ কবিরাজ মহাশয় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পুস্তকের প্রায় সমস্তই স্থানীয় মুর্শিদা-প্রতিনিধি নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত অংশ আমি পাঠ করিয়াছি এবং তাহার অধিকাংশ সম্বন্ধে আমি অনুকূল মত প্রকাশও করিয়াছি। এই কারণে কাব্যবিনোদ মহাশয় আমাকে তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করায় আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কার্য্যটী অতি গুরুতর এবং ইহাতে মাদৃশ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝি। তথাপি আমি কাব্যবিনোদ মহাশয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। নিজের মত প্রকাশ করিবার অধিকার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও আছে—অবশ্য তাহা গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিচার সুধীজনের হস্তে ন্যস্ত। অধিকন্তু এই প্রবন্ধের শীর্ষ ভাগে লিখিত শ্লোকাংশ "যুক্তি যুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি" আমার আশাস্থল।

উন্নত অবস্থা হইতে অধঃপতন হইলে অধঃপতিত ব্যক্তি স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা আলোচনা করিয়া গৌরবভাজন হইবার ইচ্ছা করেন এবং পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ-স্থাপনের চেষ্টা করেন। ইহা মনুষ্য প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। আমরা হিন্দুগণ—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া জগতের সমক্ষে

আমাদের গৌরব প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরা ব্রাহ্মণগণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মহত্ত্ব স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদিগের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং কায়স্থদিগেরও স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনেচ্ছা অস্বাভাবিক নহে। বঙ্গের কায়স্থজাতি অতি বিশাল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ অসংখ্য ব্যক্তি আছেন যাঁহারা গুণে ও শিক্ষায় ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। এই প্রকার জাতীয় ব্যক্তিগণ শূদ্রত্ব স্খালনের চেষ্টা করিবেন ইহা কদাচ বিচিত্র নহে, এবং স্বাভাবিক ও প্রশংসার্হ। আমাদের ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য এই যে, ঐ প্রকার চেষ্টাকে উপহাস না করিয়া তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা। আমরা ব্রাহ্মণগণ সমাজের শ্রেষ্ঠ। নিম্নস্থ ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ শ্রেষ্ঠের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। নিম্নস্থব্যক্তির পরিপোষণই শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। কিন্তু তাহাতেই আমি বলিতেছি না যে ব্রাহ্মণকে যুক্তির বহির্ভূত হইয়া অধীন ব্যক্তির পরিপোষণ করিতে হইবে। যদি যুক্তিতে কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হন তাহাহইলে তাঁহারা সে পদবী কেন পাইবেন? আর যদি যুক্তিতে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিব কেন? আর অন্ধ-বিশ্বাসের দিন নাই, এক্ষণে যুক্তি ও তর্কের যুগ পূর্ণমাত্রায় প্রবর্ত্তিত। যাহা যুক্তিতে সমর্থন করা যায় না, তাহা কেহ শুনে না—সুতরাং এই ব্যাপারে যুক্তিরই অনুসরণ করিতে হইবে। কাব্যবিনোদ মহাশয়ের পুস্তক পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া বহু শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন ও গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ প্রত্নতত্ত্ব ও কুলগ্রন্থাদি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অবশ্য সুধীগণ-বিবেচ্য। ঐ সকল প্রমাণ এই স্থানে আলোচনা করিতে হইলে আর একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। কাব্যবিনোদ মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার

ব্যতীত আর একটী অতি গুরুতর কথা বলিয়াছেন, যথা—আদিশূর মহারাজার নিকট পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত সমাগত পঞ্চ অনুচরগণ (যাঁহারা বঙ্গীয় অধিকাংশ কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ) কিরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বহু পুরাতন কাল হইতে কায়স্থগণ কিরূপ উচ্চপদ সকল অধিকার করিয়া আসিতেছেন এবং বিদ্যাবত্তা ও গুণবত্তা প্রকাশ করতঃ দেশের কিরূপ সম্মান আকর্ষণ করিতেছেন তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগকে কখনই শূদ্র বলিয়া অনুমান করা যায় না; শূদ্রের এইপ্রকার উচ্চাসন অসম্ভব।

বর্ত্তমান প্রশ্নটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম এই যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত কি না এবং দ্বিতীয় এই যে তাঁহারা ঐ বংশ সম্ভূত প্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা সমাজে ক্ষত্রিয় যোগ্য ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন কি না? আমার বিবেচনায় প্রথমোক্ত বিষয়টী এক প্রকার স্থিরই হইয়াছে। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং কায়স্থদিগের সামাজিক মর্য্যাদা বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত বলিয়া এবং শূদ্র নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। এমন কি বিপক্ষগণও তাহা অনেকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এক্ষণে দ্বিতীয় বিষয়টীতেই যত গোলযোগ। অর্থাৎ তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে চলিবেন কিনা? যাঁহারা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাও তাঁহাদিগকে "ব্রাত্য" অর্থাৎ সংস্কার বিহীনতা বশতঃ শূদ্রত্বপ্রাপ্ত বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহেন। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক! ব্রাত্যত্ব অপনোদনের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ত, শাস্ত্রে আছে। অবশ্য এই বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্রকারগণ একমত নহেন। কাব্যবিনোদ মহাশয় ঐ সমস্ত বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বিবেচনা হয়, যে শাস্ত্রকারগণ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন তাঁহাদের

মত অনুসরণ করিলেই বা দোষ কি? জাত মারা অপেক্ষা জাতি দেওয়াই ভাল। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষতি ত, কাহারও দেখি না; কিন্তু কায়স্থদিগের পরম উপকার, এবং সেই সঙ্গে আমার বিবেচনায় দেশেরও পরম উপকার। কায়স্থরা এক্ষণে শূদ্ররূপে সমাজে অপদস্থভাবে থাকিয়া দেশের যেরূপ উপকার করিতেছেন যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয় পদবীতে উন্নীত হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা উৎসাহিত ও গৌরবান্বিত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর উদ্যমে দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ বোধ হয় না। আরও বক্তব্য এই যে দাল্‌ভ্য পরশুরাম উপাখ্যানটী যদি ক্ষত্রিয়ের অধঃপতনের মূল হয় তাহা হইলে ঐ কলঙ্ক যতশীঘ্র অপনয়ন হয় ততই মঙ্গল। ভার্গব পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার ইচ্ছা কোন যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায়না। অবশ্য এক্ষণে হিন্দু রাজা নাই এবং দ্বিতীয় রঘুনন্দনও নাই কখন হইবেন কিনা তাহা বলা যায় না। সুতরা এক্ষণে সেই ভার ব্রাহ্মণ সমাজের উপরই ন্যস্ত বলিতে হইবে।

গোয়াবাজার,
বহরমপুর
১০ই পৌষ ১৩৩০ সাল।

শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সভাপতি বহরমপুরব্রাহ্মণসভা
সভাপতি বহরমপুর উকিলসভা

তিব্বতের মঠে, বুদ্ধদেব।

Mohila Press, Cal.

রাজার জাতি

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কালক্রমে বঙ্গে, শুধু বঙ্গে বলি কেন, ভারত বলিয়াই বলি, এমন এক অন্ধ তামসিক যুগের আবির্ভাব হইলে, যাহাতে আমাদের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে সনাতন বৈদিকধর্ম্ম ও আচার সমস্ত ম্লান হইয়া গিয়াছিল। শ্রুতি, ইতিহাস, আর্য্যজ্ঞান সমস্তই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ভারত তখন মহা তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট, অন্ধ ও জড়বৎ হইল, সেই সময় মুসলমান বাদ্‌শা সকল দিল্লীর তক্তাউসে বিরাজমান। সেই সমস্ত মুসলমানদিগের অত্যাচারে দেশ উৎসন্নপ্রায়, উদার ব্রাহ্মণ জগতের গুরু ও বন্দ্যনীয়, যাঁহাদের পুণ্যে আর্য্যসমাজ প্রতিপালিত, যাঁহারা জ্ঞানের উন্মীলনকারী, মোক্ষপথের প্রদর্শক, যাঁহাদের উজ্জ্বলপ্রতিভা, সত্ত্ববুদ্ধি, যাঁহাদের যজ্ঞসূত্র দেখিয়া স্বয়ং দেবরাজ ঐরাবত হইতে নামিয়া আসিতেন, যাঁহাদের পদাঘাত চিহ্ন স্বয়ং ভগবান্ সগর্ব্বে বক্ষে ধারণ করিতেন, সেই ব্রাহ্মণের চরম অধঃপতন হইল, চরম অধঃপতন বলি কেন, তাঁহারা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ ও বুদ্ধিবিদ্বেষে আকুলিত, এমন কি দেশাত্মবোধ দেশমধুর অনুভূতি তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিত না, যে বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ কঠোর মূর্ত্তিমান বিগ্রহ, যে ক্ষত্রিয় বিশ্ববিজয়ী মহাবীর, যে বৈশ্য পৃথিবীর ধন একত্র আহরণ করিয়া 'সোণার ভারত' নাম সার্থক করিয়াছিলেন, যে

মহাভাগ শূদ্রগণ সমগ্র জাতিকে প্রাণ ও বলযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতার ন্যায় বন্দনীয় ছিলেন। আর আজ কলির ব্রাহ্মণগণ সামাজিক গুরুলঘু মর্য্যাদা অমর্য্যাদা বিষয়ে জন্মগত অধিকারীরূপে একটা ব্যবস্থা করিয়া সমাজের প্রাণ অপহরণ করিয়াছেন। তাই আজ আমরা পরস্পরের সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে সম্পূর্ণ উদাসীন। এইরূপে আমরা জাতীয় একতা হারাইয়া আজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছি। অহো, কি অধঃপতন! একেবারে উচ্চশৃঙ্গ হইতে গভীর অন্ধকারে। তাইআজ ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত সার ব'লে সমস্ত জাতির চক্ষে এতই নীচ। আজ হোটেল করিতে ব্রাহ্মণ, মাংসের দোকান করিতে ব্রাহ্মণ, মদের দোকান করিতে ব্রাহ্মণ, জুতার দোকান করিতে ব্রাহ্মণ, যত প্রকার ঘৃণিত কাজ করিতে আজ ব্রাহ্মণ অগ্রসর। তাই আজ ব্রাহ্মণ জগতের কাছে প্রভুত্ব হারাইয়া বসিয়া আছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ এতই সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এককোণে পড়িয়া আছে, অন্যের পরিত্যক্ত চারিটী তণ্ডুলকণার জন্য লালায়িত। হে ব্রাহ্মণ, তোমার ধর্ম্ম, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখ, দেশের উন্নতি হোক, চাতুর্ব্বর্ণাত্মকধর্ম্ম স্থাপন কর, দেশে শান্তি সংস্থাপিত হোক। আর যদি তাহা করিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে মহত্ত্বের কঙ্কাল আলোকে আর মুখ দেখাইও না, রসাতলে যাও, পার উঠ, ব্রাহ্মণের প্রতিভা দেখাও আর বঙ্গের জাতীয় চরিত্রে সাম্প্রদায়িক কলহ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে কলঙ্কিত করিও না। আজি বঙ্গে ব্রাহ্মণকায়স্থে, ঘোরতর অপ্রীতি। মনুর সন্তান মানব হইয়া দানবের ন্যায় পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত।

এই যে এত বড় একটা অনার্য্য আম্রুপদেশ, এখানে বৌদ্ধ জৈন এবং অন্যান্য অনেক অহিন্দু ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল অথচ এ দেশে অহিন্দু দেখিতে পাওয়া যাইত না, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। লোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্ম্মের দেশ, এটা কে করিল?

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থে মিলিয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তোলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থে মিলিয়া তাহাই করিয়াছিলেন। বৌদ্ধে ও মুসলমানে প্রাচীন আর্য্যসমাজকে ধ্বংস করিয়া দিলে, সেই সমাজ ধীরে ধীরে গড়িয় তুলিয়াছিলেন কাহারা? ব্রাহ্মণ কায়স্থেই করিয়াছিলেন! তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—দেশ মাতাইতে হইলে মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, তাই কায়স্থ গুণরাজ খাঁর কৃষ্ণমঙ্গল, কাশীরামের মহাভারত বাঙ্গালীকে কত ব করিয়া দিয়া গিয়াছে। আরও যে কত গ্রন্থ বাঙ্গালাতে তর্জমা হইয়া ছিল, তাহা কায়স্থেরা করিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য বাঙ্গালী হিন্দু হউক তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, মুসলমানস্রোত রোধ না করিতে পারিলে দেশের সর্ব্বনাশ। শুধু বহি লিখিয়াই যে তাঁহারা দেশের উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, যদি ব্রাহ্মণ ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপের সর্ব্বনাশ না করিতেন তাহা হইলে আজ কায়স্থজাতির মর্য্যাদা কোন স্থানে স্থান পাইত কে বলিতে পারে? ভবানন্দ ব্রাহ্মণ হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিলেন, আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিলেন তাই রাজপুত কুলাঙ্গার মানসিংহ যে মোগলসম্রাটকে নিজ ভগ্নী অর্পণ করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া চাকৃসিরীতে আগুন লাগাইলেন সেই আগুন অদ্যাপিও নিবিতেছে না, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অদ্যাপিও শেষ হইল না, তাই আজ আমাদের এই সুখের দিন। সেই মহাষড়যন্ত্রের ফলে বিধর্ম্মি গণের হস্তে স্বদেশের রাজলক্ষ্মী ও বিশেষতঃ স্বাধীনতা লক্ষ্মীকে চিরতরে তুলিয়া দিয়া জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। সেই বিভৎস দেশ-দ্রোহিতার ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। ম্লেচ্ছরাজ্য স্থাপন করিয়া তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ লেখনীমাত্র সাহায্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিকে সমূলে উচ্ছেদ করিলেন; আর 'কলাবাদ্যশ্চ অন্তশ্চ' সূত্র বাহির

হইল। বর্ণধর্ম্মপরিপালক ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস হইলেও কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল ইহাই আশ্চর্য্য, ব্রাহ্মণেরা দুই বর্ণের সত্তা দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহাই আজ দেখিতেছেন। ক্ষত্রিয় নিসূদন জামদগ্ন্য একবিংশতিবার মহাযুদ্ধ করিয়াও যে জাতিকে নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই, অহো কলির ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন!

দ্বিতীয় অধ্যায়

অরাজক মুসলমান রাজ্যে লোকে তখন কি করিয়া প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল; তখন আমাদের ধর্ম্মরক্ষক স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণ এই প্রকারে সমগ্র জাতির বর্ণধর্ম্ম ভক্ষণ করিবেন কে জানিত। কোটী কোটী মানবের ন্যায্য অধিকার অপহরণ করিয়া আর্য্য নামের গৌরব চিরকালের মত নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, নানা প্রকারে মন্বাদি স্মৃতির ও শাস্ত্রের অর্থ ও পাঠ বিকৃতি করিয়া কায়স্থজাতিকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছেন ও তাঁহাদের দেবত্বের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া ক্ষত্রিয়ের প্রতি চিরশক্রতা সাধন করিয়াছেন এবং নিজেরা সমাজে জন্মসিদ্ধ ব্রাহ্মণ্য তেজ আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে দেশ-ব্যাপী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন হয়ত তাহাতেই তাঁহাদিগের তেজ ও গৌরব শেষ হইবে; সমাজ গেহ অচিরাৎ ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে; কারণ এই বিদ্বেষবহ্নি তাঁহাদের পার্থিব বস্তুকে না পাইলেই নিশ্চয় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবে, তখন হে ব্রাহ্মণ তুমি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িবে। এখনও সময় আছে— নীচতা, স্বার্থপরতা, জাতীয় বিদ্বেষ দূরীভূত কর। কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় কিনা তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কতদূর তাহা দেখ। যদিও মুসলমানের কৃপায় পর্ব্বত প্রমাণ

পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ন্যায়, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, কল্পসূত্র, উপনিষদ, আশ্বালয়ন, পাতঞ্জল বহু যত্নের সংগৃহীত বহুকাল হইতে অধীত সেই সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষে পরিণত হইয়াছিল।

শোণিত তুল্য প্রিয় গ্রন্থ সকল কতদিন ধরিয়া দগ্ধ হইয়াছিল কে বলিতে পারে? যদিও ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা তাঁহারা পুনরায় প্রচার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাহাতে কি ভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল প্রক্ষিপ্ত ও বিকৃত হইয়াছিল তাহা সুধীজন বিবেচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কায়স্থজাতিকে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানেন, এই কারণে সে দিন স্বর্গীয় উকীল বিনোদ বিহারী বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া কায়স্থের দ্বাদশাহ অশৌচ পালনীয় বলিয়াই ব্যবস্থা দিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ও বক্তা গীষ্পতি চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি বক্তৃতায় বলিতেছেন যে, মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন—কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহার সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ প্রমাণ পান নাই। আমরা বলিতেছি মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় সহ্যাদ্রি খণ্ডের উক্ত সম্পূর্ণ অধ্যায় ও পদ্মপুরাণের চিত্রগুপ্তের কথা পাঠ করিয়া নির্ভীক চিত্তে লিখিয়াছেন যে, উহা কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণত্ব সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। নিখিল বাবু ও চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন যে কায়স্থ স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি এবং নিজেই কায়স্থ তত্ত্বে লিখিতেছেন যে, এই বর্ত্তমান কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন আমরা তাঁহাদের কোন্ কথা গ্রহণ করিতে পারি। এই বর্ত্তমান কায়স্থজাতিকে আমরা কেবলমাত্র চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিব না, আমরা বলিতেছি যে, বর্ত্তমান কায়স্থজাতির সঙ্গে অতি

রাজার জাতি

পূর্ব্বে চন্দ্রবংশোদ্ভব ও সূর্য্যবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় সন্তানেরা আসিয়া বিবাহাদি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি যথা—

সূর্য্যবংশোদ্ভবৌ ক্ষত্রৌ দত্তদাসৌ মহাকৃতী।
চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে সুদর্শনঃ॥

(পঞ্চানন কুলকারিকা)

তাহার পর দেখা যাউক আদিশূর বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ পঞ্চ বিপ্রকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়া গৌড়রাজ্যে বসতি করাইয়াছিলেন। তিনি কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজ্ঞী চন্দ্রমুখীর চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠানার্থ সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। তৎকালে বঙ্গদেশে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক প্রাদুর্ভাবে বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকলাপ আদি একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ অনেক পরিমাণে আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ্ঞী আচারভ্রষ্ট বেদজ্ঞানবিমূঢ় ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে ব্রতোদ্-যাপনের অযোগ্য বিবেচনা করায় তাঁহার অভিলাষ অনুসারে নৃপতি আদিশূর স্বকীয় শ্বশুরালয় কান্যকুব্জ দেশ হইতে বেদজ্ঞ সাগ্নিক পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া রাজ্ঞীর ব্রত সম্পাদন করান। যখন রাজা চন্দ্রকেতুর প্রেরিত ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে রাজা আদিশূরের নিকট আসিলেন, তাঁহাদের সহিত পাঁচজন ক্ষত্রিয় আসিয়া-ছিলেন এবং তাঁহারা আসিয়া আদিশূরের নিকট কিরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গকে জানাইব। বর্ত্তমান কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয় আচার ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল মাত্র। সেই কারণে তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ

কায়স্থকে শূদ্রাচারী করিতে সহজেই সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের কৃতকার্য্যের ফলে কায়স্থকে মর্য্যাদাহীন করিতে গিয়া নিজেরাও এই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন। কায়স্থের লুপ্তগৌরব ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে কায়স্থের মধ্যে ফিরিয়া আইসে হে ব্রাহ্মণগণ, তাহাই কামনা করুন। সহস্র বৎসরের অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মবিগর্হিত অত্যাচারে কায়স্থজাতির প্রাণে একটা দারুণ সংশয় মর্ম্মান্তিক যাতনার উদয় হইয়াছে, আপনারা তাহার শান্তি করুন। ব্রাহ্মণোচিত উদারতা অপক্ষপাতিতার সহিত শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া কায়স্থজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করুন। কায়স্থগণ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশ তাহা আপনারা যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছেন; অথচ তাঁহাদিগকে সমাজে নির্য্যাতিত করিতেছেন, ইহা অতীব নিন্দা ও পরিতাপের কথা। ব্রাহ্মণ-গণের কুলগ্রন্থ হইতেই 'কুলতত্ত্বার্ণব' সর্ব্বানন্দ মিশ্রের নামে যে গ্রন্থখানা পাওয়া গিয়াছে সেই গ্রন্থ প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রবাবুর নিকট আছে আপনারা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারেন। তাহা যথেষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সেই গ্রন্থে লিখিত আছে—

"ক্ষিতীশাদি দ্বিজৈঃ সার্দ্ধমাগতাঃ পঞ্চ রক্ষকাঃ।
মকরন্দো দশরথঃ পুরুষোত্তম এবচ॥
কালিদাসো দাশরথিঃ সর্ব্বে রাজন্যধর্ম্মিনঃ।
তেষাং প্রার্থনয়া ভূমিং দদৌ বাসায় ভূপতিঃ॥'

ক্ষিতীশাদি দ্বিজগণের সঙ্গে পাঁচজন রক্ষক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম মকরন্দ, দশরথ, পুরুষোত্তম, কালিদাস ও দাশরথি। তাঁহারা সকলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা অনুসারে রাজা তাঁহাদিগকে বাস করিবার জন্য ভূমি দিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব তাহার একটী প্রমাণ

পাওয়া গেল। এই সকল প্রমাণের পর বর্ত্তমান কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলা নিতান্ত অন্যায়, ইহাতে শূদ্রাচারে তাহাদিগকে অবমানিত করা হইতেছে। কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি নয় তদ্রূপ ভ্রান্ত সংশয় ধারণা থাকা কাহারও উচিত কি? আর বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি যে চিত্রগুপ্তের সন্তান তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। তাহার পর আমি আপনাদিগকে শব্দকল্পদ্রুম হইতে দেখাইতেছি যে, তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ এই কায়স্থজাতিকে কি প্রকারে শূদ্র করিয়াছেন। যথা—

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়তঃ কৃতিনঃ স্বাগতাঃ ক্বাপি দেশাৎ ?
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে! কিঙ্করাভূসুরণাম্!
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তা।
শ্রুত্বোচুবিপ্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈষাম্ ॥ ১
সুকৃতালিকৃতাম্বর এষ কৃতী, ক্ষিতীদেব পদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিদ্বিজ বন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ ॥ ২
স চ ঘোষ কুলাম্বুজ ভানুরয়ং, প্রতিমেন্দু যশঃ সুরলোকবশঃ।
সততং সুমুখাসুমতিশ্চসুধীঃ, শরদেন্দুপয়োঽম্বুধি কুন্দযশাঃ ॥ ৩
বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিণো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতা গুণার্ণবৈ নিয়তং তেজয়িণঃনো ভবন্তুণঃ ॥ ৪
দশরথে বিদিতোজগতীতলে, দশরথপ্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়া, বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥ ৫
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ,
প্রমত্তসত্বমত্তহঃ শরৎ সুধাংশুবদ্‌যশঃ।

পাওয়া গেল। এই সকল প্রমাণের পর বর্ত্তমান কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলা নিতান্ত অন্যায়, ইহাতে শূদ্রাচারে তাহাদিগকে অবমানিত করা হইতেছে। কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি নয় তদ্রুপ ভ্রান্ত সংশয় ধারণা থাকা কাহারও উচিত কি? আর বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি যে চিত্রগুপ্তের সন্তান তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। তাহার পর আমি আপনাদিগকে শব্দকল্পদ্রুম হইতে দেখাইতেছি যে, তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ এই কায়স্থজাতিকে কি প্রকারে শূদ্র করিয়াছেন। যথা—

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়তঃ কৃতিনঃ স্বাগতাঃ ক্বাপি দেশাৎ?
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে! কিঙ্করাভূসুরণাম্!
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তা।
শ্রুত্বোচুবিপ্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈষাম্ ॥ ১
সুকৃতালিকৃতাম্বর এষ কৃতী, ক্ষিতীদেব পদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিদ্বিজ বন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ ॥ ২
স চ ঘোষ কুলাম্বুজ ভানুরয়ং, প্রতিমেন্দু যশঃ সুরলোকবশঃ।
সততং সুমুখাসুমতিশ্চসুধীঃ, শরদেন্দুপয়োঽম্বুধি কুন্দযশাঃ ॥ ৩
বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিণো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতা গুণার্ণবৈ নিয়তং তেজয়িণঃনো ভবস্তুণঃ ॥ ৪
দশরথে বিদিতোজগতীতলে, দশরথপ্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়া, বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥ ৫
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ,
প্রমত্তসত্বমত্তহঃ শরৎ সুধাংশুবদ্‌যশঃ।

বুদ্ধদেবের তপস্যার পূর্ব্বাবস্থা   চিত্র—১ম

Mohila Press, Cal.

প্রতাপতাপনোত্তপদ্বিশালিযোষিদালিকো,
বিভাতি মিত্রবংশ সিন্ধুকালিদাস চন্দ্রকঃ ॥ ৬
দ্বিজালি পালনার্থ কোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ॥ ৭
অয়ং গুহকুলোদ্ভবোদশরথাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজ মধুব্রতোবিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ ॥
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্যহাস্যং ব্যভুৎ।
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গোযতঃ ॥ ৮
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্য কৃতী,
সুদত্তকুলসম্ভবোনিখিল শাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো,
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয় হীনতো নিষ্কুলম্ ॥ ৯ ॥

১। হে কৃতিগণ! তোমরা কে? তোমাদের নাম কি? তোমরা নির্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? কোন দেশ হইতে আসিতেছ? হে নরপতি! আমরা কোলাঞ্চ দেশ হইতে পাচ জন শূদ্র আসিয়াছি; আমরা ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য। এই কথা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন হে বিপ্রভক্তগণ! পৃথিবীতে তোমরাই ধন্য; এক্ষণে তোমাদের সকল পরিচয় বল? তদ্বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ কহিতে লাগিলেন—হে নরপতি! ইহাদের সমস্ত পরিচয় আছে।

২। পুণ্যকার্য্যকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইঁহারা ব্রাহ্মণচরণসেবী ষতিকল্প, ইনি পুণ্যাত্মা মকরন্দ নামে বিখ্যাত এবং ইনি দ্বিজবর্গের বন্দনীয় ভট্ট নারায়ণে অনুরক্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মধ্যে বন্দ্যোবংশীয় ভট্ট নারায়ণই ইঁহার গুরু।

৩। ঘোষকুলরূপ পদ্মের সূর্য্য, ইনি চন্দ্রসদৃশ, ইঁহার যশে দেবলোক বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ইনি সর্ব্বদা সুখী, সুবুদ্ধি, পণ্ডিত এবং শরচ্চন্দ্র সমুদ্র ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় ইনি যশোরাশিতে ভূষিত।

৪। বসুধাধিপতি সদ্‌গুণের ঈশ্বর, বসুবংশে উৎপন্ন, গুণরাশিতে পৃথিবীতে বিখ্যাত ইঁহাদের জয় হউক।

৫। পৃথিবীতে দশরথ নামে বিখ্যাত ইনি দশরথের ন্যায় খ্যাতি সম্পন্ন, ইনি কুলের অগ্রগণ্য, ইঁহার যশ দ্বারা দশদিক বিজয়ীদিগের জয়কারা এবং ইনি কুলসাগরে সমস্ত ঐশ্বর্য্য দ্বারা জয়শালী হইয়াছেন।

৬। যশস্বীগণের যশোরক্ষক সর্ব্বদা সকলের নিকট আদরনীয়, শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় যশস্বী, ইঁহার প্রতাপরূপ সূর্য্যে শত্রুরমণীগণের তাপদাতা, মিত্রবংশসমুদ্রের চন্দ্ররূপ, ইঁহার নাম কালিদাস, শোভা পাইতেছেন।

৭। ইনি দ্বিজবর্গের রক্ষক, ইনি শ্রীহর্ষের সেবক এবং অন্ধকারে প্রদীপের ন্যায় কুলপদ্মের প্রকাশক।

৮। কুলপদ্মের ভ্রমর এবং বহুপ্রকার পুণ্য পুঞ্জযুক্ত ইনি দশরথ নামধারী, এই মহাপুরুষ গুহকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি সর্ব্বপ্রকার মান ভঙ্গের জন্যই বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছেন। গুহ সম্বন্ধে এই কথা শুনিয়া সভ্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ সকলেই হাস্য করিলেন।

৯। ইঁহার নাম পুরুষোত্তম, ইনি কুলীনের অগ্রগণ্য, ইনি সুদত্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি সর্ব্বশাস্ত্র বিদ্যায় অতি নিপুণ। হে প্রভু! ইনি দ্বিজগণের সহিত আপনার রাজ্য দেখিতে আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রাজা পুরুষোত্তম দত্তকে বিনয়হীনতাপ্রযুক্ত কুলভ্রষ্ট করিলেন।

এই নয়টী শ্লোকের প্রথম শ্লোকে আমরা কি দেখিতে পাইলাম? রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কে, তোমাদের নাম কি? তোমরা কোন দেশ হইতে আসিয়াছ? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন—আমরা পাঁচ জন

শূদ্র, কোলাঞ্চ দেশ হইতে আসিয়াছি। পাঠকবর্গ দেখুন, উত্তর তখনও কিন্তু শেষ হয় নাই। তখনও তাঁহারা তাঁহাদের নাম কি, এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, অথচ রাজা এই সমস্ত উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন। "তোমাদের সকল পরিচয় বল।" আমি পাঠকবর্গকে বলিতেছি, রাজার এইরূপ প্রশ্ন করিবার আদৌ আবশ্যক ছিল না, তাঁহারা তো ক্রমান্বয়ে উত্তর দিয়া আসিতেছেন, দুটী প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্ব্বে দিয়াছেন, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবেন হঠাৎ এ সময়ে আবার প্রশ্ন কেন? ঐরূপ করা শিষ্টতা এবং ভদ্রতা বিরুদ্ধ। ইহা কেমন একটা অসম্বদ্ধভাবের পরিচায়ক। তারপর দেখুন প্রশ্ন করিলেন, যাঁহাদিগকে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে উত্তর করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহাদিগের কথা বন্ধ করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-গণ হঠাৎ উত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন। এই বা কি রকম ভদ্রতা! এমন নয় যে তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ লোক, ডুমকা জেলার চাষা কিম্বা কোল,ভীল লেখাপড়া আদৌ শিক্ষা করেন নাই, সমস্ত ঠিক ঠাক বলিতে পারিবেন না, তাই কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পক্ষে "মোক্তারনামা" গ্রহণ করিলেন? তাঁহাদের পরিচয়ের মধ্যে যে সকল বিশেষণে বিভুষিত করা হইয়াছে তাহা হইতে যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে তাঁহারা যেমন শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয়, বিদ্যাতেও তেমনই পণ্ডিত। বিশেষ দেখুন, পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় দিবার সময় তাঁহাকে "নিখিল শাস্ত্র বিদ্যোত্তমঃ" বলা হইল। ইহা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারিলাম? যে সরস্বতী দেবী ইঁহাকে কি অকৃপা করিয়াছেন? এই প্রকার অবস্থায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি নিখিল শাস্ত্র বলিলে বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি; কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, পাতঞ্জল, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র বুঝায় নাকি? শূদ্রের পক্ষে'ত বেদ বিষ, তাহা হইলে তিনি নিখিলশাস্ত্র বিদ্যা কি করিয়া শিক্ষা করিলেন? কাজে কাজেই আমরা বলিব, ঐ পাঁচজন আদৌ শূদ্র

ছিলেন না। এই সকল প্রমাণ থাকা স্বত্বেও যে শ্লোকের শব্দ বদলাইয়া এই বিরাট কায়স্থ জাতিকে অনার্য্য শূদ্রজাতিতে পরিগণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আজ আমরা কি বলিতে পারি? যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আজ সহস্রবার নিন্দা করিতে দ্বিধা করিব না, এই বিষয়ের জন্যই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট প্রধান অভিযোগ। ঐ শ্লোকগুলিকে যতই পরিবর্ত্তন করা হউক না কেন, উহার মধ্যে যতবারই শূদ্র শব্দ প্রবেশ করান হউক না কেন, যত কাল পর্য্যন্ত ঐ বিশেষণগুলি বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তি দীপশিখার ন্যায় ঐ বিশেষণগুলিতে বর্ত্তমান কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিবে। তাঁহার পর রাজসভায় যাঁহারা পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণগণ মোক্তারনামা গ্রহণ করিলেন। ইহা কতদূর সমীচীন হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাতে কি আপনারা সন্দেহ করিবেন না? তাহার পর আর এক ব্যাপার দেখুন। নবম শ্লোকের প্রথন চরণে "অয়ঞ্চ পুরুষোত্তম" বলিয়া আরম্ভ আর শেষের দুই চরণে আছে "বিলোকিতু মিহাগত দ্বিজবরশ্চ রাজ্যং প্রভো চকার নৃপতিং সহিতং বিনয়হীনতো নিস্কুলম্" এখানে দেখুন ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় দিয়া যাইতেছেন। ইনি পরিচয় দিবার সময় কহিলেন, হে প্রভু এই দত্তপুত্র দ্বিজগণের সহিত আপনার রাজ্য দেখিতে আসিয়াছেন" ইহাতে দত্তপুত্রের কি শিষ্টতা বিরুদ্ধ কার্য্য দেখান হইল তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। আরও পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, দত্তের পক্ষে কথা বলিতেছেন ব্রাহ্মণ, কথা বলিবার দোষ হইল বক্তার অর্থাৎ ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণ যাঁহার কথা বলিলেন, তাঁহারই দোষ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন—ইনি রাজত্ব দেখিতে

আসিয়াছেন, আর দোষ হইয়া গেল হতভাগ্য দত্তপুত্রের। রাজা কাজীর বিচারের ন্যায় তাঁহাকে অকুলীন করিয়া দিলেন। আর দেখুন রাজা ক্ষত্রিয়ই হউন কিম্বা কায়স্থই হউন কিম্বা কোন সংকীর্ণ জাতির মধ্যেই হউন এক্ষণে আমরা আদিশূর কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা বিচার করিব না। এক্ষণে দেখিব, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে 'হে প্রভূ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ প্রকার ত রীতি নহে। এই কারণেই আমি বলি, এই অসঙ্গত বিষয়গুলি দেখিলেই শ্লোকগুলির প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস আইসে। এবং ইহাও সংস্কৃতজ্ঞমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্লোকগুলির মূলতঃ যাহা ছিল তাহা হইতে নিশ্চয়ই বিকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে।

আমরা প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "পঞ্চশূদ্রা" স্থানে "পঞ্চ চৈতে" করিলে এবং চতুর্থ চরণে "শ্রুত্বোচু বিপ্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈষাম্" স্থানে শ্রুত্বোচু ক্ষত্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈবম্" এই প্রকার করিলে ছন্দও বজায় থাকে। এবং শ্লোকগুলির প্রতি যে অসঙ্গত ভাব দেখা যাইতেছে তাহা আদৌ থাকে না। এমন কি শ্লোকের যে ভাব করিয়া দিয়াছে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ঐরূপ করিলে শ্লোকের পাঠ এই প্রকার হয়।

" কে যূয়ং নামঃ কিম্বা কথয়তঃ কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ?
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ চৈতে বয়মপি নৃপতে! কিঙ্করাভূসুরাণাম॥
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তা,
শ্রুত্বোচুঃক্ষত্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈবম্।"

এখন অর্থ শুনুন—হে কৃতিগণ তোমরা কে? তোমাদের নাম কি? তোমরা নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছ? হে

নৃপতি! আমরা পাঁচজন কোলাঞ্চ হইতে আসিয়াছি। আমরা ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য। এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন—হে বিপ্রভক্তগণ! পৃথিবীতে তোমরাই ধন্য, তোমাদের সমস্ত পরিচয় আমাকে বল। এই কথা শুনিয়া ক্ষত্রিয়গণ বলিতে লাগিলেন—হে নরপতি! আমাদের সকল পরিচয় এই। অতঃপর ব্রাহ্মণ রাজাকে 'হে প্রভু' বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় বলিতে লাগিলেন। শূদ্রের পক্ষে রাজাকে 'প্রভু' বলা যুক্তিযুক্ত এবং অশাস্ত্রীয় নহে কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে রাজা যে জাতিই হউক না কেন তাঁহাকে 'হে প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন না। ইহাদ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি শ্লোকগুলি যখন রচনা হইয়াছিল তাহার পরে ক্ষত্রিয়জাতিকে অর্থাৎ বর্ত্তমান কায়স্থজাতির সর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যই জাল বচন রচনা করিয়া এই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিকে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আজ ভগবৎকৃপায় শূদ্রত্ব রূপ প্রেতমূর্ত্তি হইতে বর্ত্তমান কায়স্থজাতি উদ্ধার হইয়া সেই সত্যকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান তাঁহাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছেন—সত্য কখন মিথ্যা হয় না। এই কারণেই ঐ সমস্ত শ্লোকের মধ্য হইতে যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সমস্ত শ্লোকের মধ্যে কায়স্থদিগের যে সকল গুণবাচক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, উক্ত বিশেষণ সকল শূদ্রজাতির কখন হইতে পারে কি? ঐসমস্ত বিশেষণ চিরকাল ক্ষত্রিয় জাতিতেই বিদ্যমান আছে। এই কারণেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান কায়স্থজাতি কোন কালেই শূদ্র ছিলেন না, ইঁহারা যথার্থই ক্ষত্রিয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সে বেশী দিনের কথা নহে, বৈদ্যরাজ রাজবল্লভ বৈদ্যজাতির ব্রাত্যতা খণ্ডন করিবার জন্যই এই মুর্শিদাবাদ সহরেই মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী হইতে বঙ্গের ত কথাই নাই প্রধান প্রধান পণ্ডিত আনয়ন করিয়া সেই সমস্ত পণ্ডিতগণের কৃপায় ও তাঁহাদের ব্যবস্থায় রঘুনন্দন যাঁহাদিগকে 'কলৌ শূদ্রসমাজ্ঞেয়া যথা ক্ষত্র যথা বিশঃ' বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বহু পুরুষ অতীত সাবিত্রী উপনয়ন সংস্কার বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পরেও বর্ত্তমানে বহু বৈদ্য পূর্ব্ব বঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে একমাসকাল অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। এইক্ষণে বৈদ্যজাতি শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত হইয়া গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। যখন বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে সানন্দে দ্বিজোচিত সংস্কারে সংস্কৃত করিতেছেন, তখন বর্ত্তমানে এই বিশিষ্ট কায়স্থ সমাজের প্রতি এ অত্যাচার কেন? বৈদ্যজাতির ন্যায় কায়স্থজাতিও তাঁহাদের ন্যায্য সংস্কার গ্রহণে সম্পূর্ণ অধিকারী। আর ব্রাহ্মণসমাজেরও শূদ্রযাজনাপবাদ স্খালনের জন্য কায়স্থসমাজকে আর্য্যোচিত বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। একদিন যে জাতির এই ভারতে অপ্রতিহত শাসন ছিল, যে জাতি সমস্ত বঙ্গের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন, এমন কি আকবরের সময়েও সমস্ত বঙ্গ যাঁহাদিগের করায়ত্ত ছিল, সেই কায়স্থজাতির গৌরবরবি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছে! আর্য্যকায়স্থজাতির সকলেই যাইতে বসিয়াছে। হে ব্রাহ্মণ! তোমরা নিশ্চেষ্ট হইও না। বিপ্রভক্ত কায়স্থশিষ্যগণের মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, শিষ্যের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হও। ইহা অতি সাধু এবং মহৎ উদ্দেশ্য, ইহা সম্পাদন করা ব্রাহ্মণের কার্য্য তাহাতে সন্দেহ কি?

শ্রীমান্ মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা বৈদ্য- জাতির ব্রাত্যতা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্রিকা দিয়াছিলেন তাহাও (পরিশিষ্টে দেখুন) দেওয়া হইল। আর আজ বর্ত্তমান কায়স্থজাতির সম্বন্ধে বঙ্গের ত কথাই নাই, সমস্ত ভারতের মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিলাম। এতদ্দেশীয় কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়কন্যায় ও ক্ষত্রিয়বীর্য্য হইতে উৎপন্ন বিষ্ণুবসু চিত্রগুপ্তবংশজ ইহারা যথার্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। যাজ্ঞবল্ক কহিলেন, পরশুরাম সহস্রবাহু অর্জ্জুনকে বধ করিবার পরে সেই সময়ে রাজা চন্দ্রসেনের গর্ভবতী মহিষী দালভ্য আশ্রমে আসিয়া প্রাণ ও গর্ভ রক্ষার্থে আশ্রয় লইলেন। পরে ক্ষত্রিয়নিসূদন পরশুরাম দালভ্যমুনির আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইলেন। মুনি তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন দিয়া পূজা করিয়া ষোড়শোপচারে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তর দালভ্যমুনি পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আশ্রমে আপনার আগমনের কারণ কি তাহা বলুন। তাহতে পরশুরাম কহিলেন, রাজা চন্দ্রসেন তাঁহার ক্ষত্রিয়, স্ত্রী গর্ভসমেত আপনার আশ্রমে আসিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে আমায় প্রদান করুন। আমি তাঁহাকে বধ করিয়া নিঃক্ষত্রিয় করিব। আমি পৃথিবী হইতে ক্ষত্রিয় নাম চিরতরে ঘুচাইব। ইহাতে দালভ্যমুনি কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বর দিয়াছি, তোমাকে কিছুতেই দিব না। আমি প্রাণ রক্ষা করিব। ইহাতে পরশুরাম কহিলেন, যাহাতে উভয়ের প্রাণ রক্ষা হয় এবং আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় আপনি তাহার উপায় করুন, এই বলিয়া, কহিলেন, গর্ভস্থ যে সন্তান হইবে, তাহারা ব্রহ্ম-কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইবে, অর্থাৎ আদৌ ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন পরে পরে ব্রাহ্মণ হইতে রক্ষণ, এই কারণেই ব্রহ্মকায়স্থ নাম হইল।

ক্ষত্রিয় নামের পরিবর্ত্তে 'কায়স্থ' নাম হইবেক। ইঁহারা কায়স্থ, উৎপন্ন ক্ষত্রিয় ঔরসে ও ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে; রাজন্যবর্ণ হইবেক। ক্ষত্রিয়ের যে মুখ্যধর্ম্ম যুদ্ধবিদ্যাদি তাহা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া শাস্ত্র-বিদ্যার ব্যবসা করিবেন। ইঁহাদের পিতৃপুরুষ হবির্ভুজ, তস্য বংশজ চিত্রগুপ্তের যে প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম, রাজ্য, আচার কথিত আছে সেই সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদি কায়স্থরা করিবেন। এই কায়স্থরা ধর্ম্মিষ্ঠ, সত্যবাদী, সদাচার ও হরিহর অর্চ্চনায় তৎপর হইবেন এবং নৃযজ্ঞ ও পিতৃদেবপূজক ও অতিথিপূজক হইবেন।

রাম উবাচ।

তবাশ্রমে মহাভাগ! সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি বরমীপ্সিতম্॥

দাল্‌ভ্য উবাচ।

স্ত্রিয়ো গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামহব্রবীদ্দাল্‌ভ্যং যদর্থমিহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তত্ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ-ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃশুভমঃ।
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ব্ভমুত্তমম্॥
নির্জ্জগামাশ্রমাত্তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।

কায়স্থধর্ম্মবিধিনা চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ ॥
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভাগোত্রাস্ততোঽভবন্।
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ ॥
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ ॥"

ইতি স্কন্দপুরাণম্।

বঙ্গদেশ বহুকাল মগধের বৌদ্ধসম্রাটগণের অধীন ছিল। বৌদ্ধগণের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। বর্ত্তমান কায়স্থজাতির মধ্য হইতেই অনেকেই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কারণে অনেকেই বৈদিক আচার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি নিখিল বাবু বলিতেছেন—বৌদ্ধগণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা ইতিহাসের বিরুদ্ধ মত। কারণ তিনি বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তিতে যজ্ঞসূত্র দেখিতে পাইয়াছেন। আমরা বলি খৃষ্টপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব মহা নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। পাঁচশত বৎসর মধ্যে কেহ তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন নাই। মহাযান সম্প্রাদায়ের পর বুদ্ধদেবকে হিন্দুদেবতার আদর্শে কেহ কেহ যজ্ঞোপবীত দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভক্তগণ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে তাঁহার জাতীয়চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে যজ্ঞসূত্রে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে যজ্ঞসূত্রধারণে কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এখনও তিব্বতে যে সকল বৌদ্ধমঠ আছে সেই সকল মঠে ও চিত্রে যে সকল মূর্ত্তি আছে আমরা অধ্যাপক সমাদ্দারের চিত্র হইতে বলিতেছি, বুদ্ধদেবের যজ্ঞসূত্র ছিল না। বুদ্ধদেব যতদিন পর্য্যন্ত সিদ্ধ না হইয়াছিলেন,

ততদিন পর্য্যন্ত তিনি পাথরের বেদীতে বোধিদ্রুমতলে একাকী একাসনে বজ্রাসনে বহুকাল অচল অটল হইয়া ধ্যানে ছিলেন। সেই সময়ে কেহই তাঁহার নিকট ছিল না। কেবলমাত্র মাঝে মাঝে "মার" আসিত। যাহার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয়, সে মাঝে মাঝে আসিয়া বুদ্ধদেবকে বিরক্ত করিত। আর বলিত, "উঠ, চলে যাও, বৃথা চেষ্টা ক'রো না। বুদ্ধ হওয়া কাহারও সাধ্য নাই।" আর সিদ্ধার্থ বলিতেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চযাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল´ভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

অর্থাৎ 'হে মার! আমি জন্ম জন্ম ধ'রে বুদ্ধ হ'তে চেষ্টা করছি, কঠোর তপস্যা করছি,, এবার বুদ্ধ হ'ব, তবে আসন ছেড়ে উঠ্‌ব! ইহাতে আমার শরীরের ত্বক্ অস্থি মাংস থাক্ আর যাক্। এই আমার প্রতিজ্ঞা।' আমরা বলি যাঁহারা বুদ্ধদেবের দুই একটী প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার যজ্ঞোপবীত ছিল ইহাই বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, বুদ্ধদেবের সেই কঠোর তপস্যাকালে যজ্ঞোপবীত নষ্ট হইয়া গেলে, আবার কোন্ ভক্ত তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দিয়া আসিত? না তাঁহার সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত পরিবার অবস্থা ছিল? যিনি বুদ্ধ হইতে চলিয়াছেন, যিনি মারকে বলিতেছেন, 'আমার শরীর যাক্ আর থাক্ আমি এই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিব না,' তিনি তখন যজ্ঞোপবীত রাখিবার বহু উচ্চে উঠিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বুদ্ধদেবের যজ্ঞসূত্র ছিল বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমিও দুইটী প্রতিমূর্ত্তির বিষয়

বলিব। একটী মূর্ত্তি, তাঁহার পূর্ণ যৌবন অবস্থা বোধিতরুমূলে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। আর একটী মূর্ত্তি, তিনি অস্থিপঞ্জরসার হইয়াছেন এবং ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন। এই দুই মূর্ত্তি আমরাও দিলাম! অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার পর আমি রেঙ্গুনের মঠ হইতে দেখাইতেছি যে তথায় যে বুদ্ধমূর্ত্তি আছে তাহাতে যজ্ঞোপবীত নাই উহাও ঠাকুর মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর যাঁহারা যজ্ঞোপবীত ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিবেন—তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত ভাব-গ্রহণে আমরা অক্ষম। আমরা বুদ্ধদেবের সাধনমালায় তাঁহার ২৫৬ রূপ মূর্ত্তি সাধনের কথা আছে দেখিয়াছি, তাঁহার কোন মূর্ত্তিতেই যজ্ঞোপ-বীতের কথা নাই। বিশেষতঃ যে ধর্ম্ম বৈদিক যাগযজ্ঞের সম্পূর্ণ বিরোধী তাঁহারা কেন বৈদিক যাগ-যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিবেন? আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী M, A; P. R. S. (Principal Ripon College) তাঁহার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় মন্দিরে প্রদত্ত "যজ্ঞকথা" নামক বক্তৃতায় বলিয়াছেন;—বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই দ্বিজত্ব পরিচয়ে শূদ্র হইতে এবং অন্যান্য ম্লেচ্ছাদি হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। এই স্বাতন্ত্র্যই দ্বিজাতি-সমাজের সঙ্কীর্ণতা। অন্য সমাজের লোক সহজে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিতে পাইত না। একেবারেই যে পাইত না, ইহা মনে করিতে পারি না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, বহু অনার্য্য এবং বহু ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি সমাজে প্রবেশ করিয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক খাঁটী দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আজি তাঁহারা সেই শূদ্রত্ব স্বীকার জন্য অনুতপ্ত এবং পুনরায় স্বত্ব-লাভের

জন্য ব্যাকুল (যজ্ঞ-কথা ২য় পৃষ্ঠা)। "বৌদ্ধবিপ্লবের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয়েরা ও রাজারা, বৈশ্যেরা, শ্রেষ্ঠীগণ বৈদিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন এবং তাহাতে অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। অনেকে গুরুগৃহে উপনয়নের পর বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়া স্বেচ্ছায় শূদ্রাচার গ্রহণ করিলেন—আগে বলিয়াছি বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অনেকে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য দুঃখিত ও পুনরায় দ্বিজত্ব প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই এই শূদ্রত্বের জন্য দায়ী।" (যজ্ঞকথা ২১ পৃঃ) মৌর্য্য সম্রাট অশোক একজন খাঁটী বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞসূত্র ছিল না। তাঁহার রাজ্য পতনের কারণ ব্রাহ্মণ। সম্রাট অশোক প্রচুর পরিমাণে কায়স্থদিগকে "ধর্ম্ম-মহামাত্র" বলিয়া এক নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগের স্থানে তাঁহাদিগকে অধিষ্ঠিত করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ও মাহাত্ম্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। এই কারণে অশোকের রাজ্য ব্রাহ্মণদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িল। যে ব্রাহ্মণ এত দিন ভূদেব বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন, সম্রাট অশোক তাঁহা-দিগকে মিথ্যা ও অপ্রাকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। এবং কায়স্থেরা "ধর্ম্ম মহামাত্রের" পদ পাওয়াতেই ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষাগ্নিতে অনিল সঞ্চার হইল। যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাবল্যে ব্রাহ্মণ যতই গর্হিত অপরাধ করুক না কেন, তাঁহাদের কখন প্রাণদণ্ড হইত না, তাঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি বিধান করাও অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত, শিখা কর্ত্তন কিম্বা বিত্তসহ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই চূড়ান্ত দণ্ড ছিল, সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করাইবার কোন উপায় ছিল না, যদি কখন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইতেন সেই স্থলে তাঁহাদের উক্তি মাত্র লিখিলেই যথেষ্ট হইত। কোনমতে তাঁহাদিগকে জেরা করা যাইত না, সম্রাট অশোক ব্যবহার

সমতার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে চিরন্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। আজ কিনা ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, অনার্য্য প্রভৃতির সঙ্গে সমান ভাবে শূলারোহণ কারাবাসাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। তাহার পর অশোক জীবদুঃখকাতরতাপ্রযুক্ত জীবহিংসা রহিত করিলেন। বিদ্বেষাগ্নি ধুমাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা ভাবিলেন জীবহিংসা নিবারণ হইলে বৈদিক যাগ যজ্ঞ পণ্ড হইবে। বলিপ্রিয় ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। যতদিন পর্য্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রতাপ অশোক জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা উচ্চ বাচ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৌর্য্যবংশের সর্ব্বনাশ হইল। যে কায়স্থরাজুকগণ মৌর্য্যরাজের সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে শোভাস্বরূপ বিরাজ করিতেন, তাঁহাদেরও অধঃপতন হইল। যে কায়স্থগণ সামান্য নকলনবিশের কেরাণী কার্য্য হইতে রাজাধিকরণের ও রাজসভার সন্ধিবিগ্রহাদির কার্য্য বংশানুক্রমে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারও শেষ হইল। Dr. Buhler বলিয়াছেন—

In note to my german translation of Rock Edict 3rd I have pointed out that Professor Jacobe has found the Jaina Prakrit representative or Rajuk in the kalapasutra where Raju means a writer, a clerk. I have added that Rajuka was an old name of the writer caste which is later called kayastha and that Asoka calls his great administrative officials simply the writers because they were taken from that caste. (Epigraphica Indica vol II Page 254.)

এই জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য যে ভাবে কায়স্থ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে কায়স্থগণের রাজাধিকরণের লেখক অপেক্ষাও আরও বেশী অধিকার ছিল মনে হয়। মিতাক্ষরায় আছে "চাট চারণ দুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ পীড্যমানা প্রজারক্ষেৎ কায়স্থশ্চ বিশেষতঃ।" অর্থাৎ চাট, তস্কর, দুর্বৃত্ত, মহাসাহসিক, বিশেষতঃ কায়স্থদিগের হস্ত হইতে রাজা প্রজা রক্ষা করিবেন। কায়স্থদিগের প্রতি রাজার এত প্রখর দৃষ্টির কারণ কি? অশোকের রাজ্য ধ্বংস হইলে পর বৌদ্ধদ্বেষী ব্রাহ্মণভক্ত এক ব্যক্তি পাটুলীপুত্রনগরে মৌর্য্যসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যেখান হইতে অহিংসাধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল সেই স্থানে এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন। তাহার পর পুষ্যমিত্রের বংশ ধ্বংস হইলে সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসন দখল করিয়া কায়স্থদিগকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন—এই সময়ে কায়স্থজাতির উন্নতির চরম অবস্থা। আর এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণজাতির ঘোরতর বেগে অধঃপতন আরম্ভ হইল। যে ব্রাহ্মণ আগে সমস্ত ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজ যাঁহাদের অঙ্গুলি হেলনে চালিত হইত, রাজ-রাজেশ্বর ভূপাল যাঁহাদের পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃত্য কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যখন শ্রদ্ধার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে পতিত হইলেন, তখন ভারতবর্ষ সেই চূর্ণাবয়ব বিকৃতদেহ ভ্রষ্ট-সৌন্দর্য্য ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

তাহার পর শঙ্করাচার্য্য আসিয়া সেই ভ্রষ্টসৌন্দর্য্য বিকৃতদেহে পূর্ব্বতন স্বাস্থ্যশ্রী ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহুচেষ্টা করিলেন। কিন্তু তন্ত্র প্রভৃতি বহু উপধর্ম্মের ও উপশাস্ত্রের উদ্ভব হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে

যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যোগসিদ্ধি অর্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহারা অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্ব্বাণসাধক বৌদ্ধগণ সেই সমস্ত আপাদমস্তক সুরাসিক্ত আচারহীন শৌচহীন নৈতিক মেরুদণ্ডহীন যাঁহারা, তাঁহাদিগকে গৈরিকপতাকাতল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং তাহার প্রতিযোগী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আপনার বলবৃদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে বাহুপ্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইলেন। ফলে যে হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃতির ভিতর পুরুষকে উপলব্ধি করিয়া ঋকের উপর ঋকের ঝঙ্কার তুলিতেছিলেন, সেই হিন্দুধর্ম্ম তেত্রিশকোটী স্বকপোলকল্পিত দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ এই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ধর্ম্মের গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে, শিল্পের গৌরবে বৌদ্ধগণ যে সুজলা সুফলা বাঙ্গালা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন, কোথা হইতে সহসা ঝটিকার ন্যায় আফগান মুসলমানেরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই ঝটিকায় রাজা, প্রজা—হিন্দু, বৌদ্ধ, বজ্রযান, সহযান সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া রসাতলে দিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে লাভ হইল মোঙ্গোলিয়ার, তিব্বতের, পূর্ব্বউপদ্বীপের ও সিংহলের; তরওয়ালের মুখ হইতে যাঁহারা পলায়ন করিয়া বাঁচিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ সকল দেশে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ ধন্য হইল, তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল দেশের শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৃদ্ধি হইল, যাহা ক্ষতি হইবার এই হতভাগ্য দেশের হইয়া গেল। বৌদ্ধমতগুলি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইলা গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। তারপর মুসলমানেরা বৌদ্ধদের বিহারগুলি ধ্বংস করিয়া মস্‌জিদ্ প্রস্তুত করিতে লাগিল। বহু পরিমাণে বৌদ্ধদিগকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া ফেলিল, যেখানে মুসলমানেরা আসিয়া

বসিল তাহার চতুর্দ্দিকের অধিবাসীদিগকে অনায়াসে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই বাঙ্গালায় এত বেশী মুসলমান।

আর যাঁহারা থাকিলেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুইদল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—ইঁহারা বৈষ্ণব। আর একদল শাক্ত, নাম ব্রহ্মানন্দ, ত্রিপুরানন্দ, গৌরীশঙ্কর আগমবাগীশ। শ্রীচৈতন্য একটা প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। যে সমস্ত কায়স্থেরা বৌদ্ধদিগের চৌর্য্যাপদ সৃষ্টি করিতেন, শ্রীচৈতন্যের সময়েও তাঁহারই অনুকরণে কায়স্থ রাধামোহন দাস ও বৈষ্ণবদাস সাড়ে তিনহাজার কীর্ত্তনের পদ সৃষ্টি করিলেন। ইহা যেমন ভাবের মাধুর্য্যে উজ্জ্বলে মধুর, ভাষার লালিত্যেও তেমনি—সুরের বৈচিত্র্যের ত কথাই নাই। ঐ সকল পদ সমাজের পরম আদরের জিনিষ হইল। ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্ত্তন হয়, স্বর্গ হইতে শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই কারণেই আমরা কায়স্থপদকর্ত্তার পদাবলীর জন্য সম্পূর্ণরূপে ঋণী। কায়স্থ বৌদ্ধ শীলভদ্রের নিকট জুয়াংচুয়াং, (ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি যাঁহার পদতলে বসিয়া বহু শাস্ত্র শিখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শীলভদ্র, একজন বাঙ্গালী কায়স্থ, সমতটের একজন রাজার পুত্র। জুয়াংচুয়াং তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "নানা দেশের নানা লোকের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধযোগ অধ্যয়ন করিয়া সন্দেহ মিটাইতে পারি নাই, কিন্তু গুরু শীলভদ্র সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন। প্রভু শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন, পাণিনি ব্যকরণ তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল, এবং তিনি তাঁহার ছাত্র-

দিগকে তাহা পড়াইতেন, ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ তাহাও তিনি আমাকে পড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ্ পণ্ডিত ভারত-বর্ষে দেখিতে পাই নাই. তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে তিনি প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত বহু গ্রন্থ আজ অতি আদরের বস্তু।"

আমরা সেক্ষপিয়র, মিল্‌টন, মাটসিনি. মার্টিন লুথার, হেন্‌রি দি এইট্‌থ্, ক্যাথারিন্ অব্ এ্যারাগন্, ওয়ার্‌উইক্ দি কিং-মেকার, নেপো-লিয়ন্ বোনাপার্ট—ইঁহাদিগের জীবনী পাঠ করিয়া ধন্য হইয়া থাকি, কিন্তু নিজেদের আদ্যোপান্ত কুলপরিচয় কেহ জানি না বা শুনি না। স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্যাসসিংহও তাঁহার পিতা সমাজপূজ্য লক্ষীধর সিংহ, রাজা লক্ষীবর সিংহ, রাজা সন্তোষ দত্ত, মহাপ্রভুর অদ্বিতীয় পার্শ্বদ বাসুদেব ঘোষ, রঘুনাথ দাস, প্রেমের সন্ন্যাসী নরোত্তম ঠাকুর, রাজা নরপতি ঘোষ, ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলবিধাতা রাজা গণেশ দত্ত খান, দাসবংশের তিলক রামদাস সরস্বতী প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মগণ হইতে আধুনিক্ কর্ম্ম-বীর মহম্মদপুরের সীতারাম রায়, কেদার রায়, চাঁদ রায় সিংহবংশতিলক লালাবাবু, সহস্র সহস্র মহাত্মগণের কুলপরিচয় কয়জনই বা জানেন বা জানিতে চেষ্টা করেন ? কিন্তু কুলগ্রন্থে সমস্তই লিখিত আছে, প্রাতঃস্মরণীয় চন্দ্রদ্বীপের বসুরাজবংশ ইনি বঙ্গজ সমাজপতি ছিলেন। গুহবংশতিলক মহারাজ প্রতাপাদিত্য, যাঁহার নাম মনে পড়িলে চক্ষে জল আসে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়, প্রাণের আবেগে ফুকারিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, হায় ! আমরা এমনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি যে নিজের ঘরের এই গৌরবস্পর্দ্ধী বিরাট বিশাল ইতিহাসের দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই ! তাহার আবশ্যকতাও আর অনুভব করি না ! ইহা অপেক্ষা আর লজ্জার কথা কি আছে ? তাই বলিতেছিলাম, এই সাগরভূধর পরিবেষ্টিত, সহস্র

পর্ব্বতাবয়ব, তরঙ্গায়তদেহ, সহস্রনদীপ্রবাহে বিধৌতমল, শস্যশ্যামল বন-রাজিসঙ্কুল, রত্নগর্ভ উর্ব্বর ভূমি, অনন্ত জীব কোটীর বিচরণস্থল, ত্রিংশ-কোটী মানবের আবাসভূমি এই সোণার ভারতবর্ষ ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দেখিবার বস্তু, কিন্তু দেখিলাম না! কিম্বা দেখিবার চেষ্টাও করিলাম না। আমরা এমনি অপদার্থ, এতই ঘৃণ্য, অতীত-হীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, যেন তেন প্রকারেণ প্রাণধারণ মাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত হিংসাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, স্বার্থপরতার আধার, শৃগালবৎ-চরিত্র বলবানের পদলেহক, দুর্ব্বলের যমস্বরূপ, এই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা। বঙ্গবাসী বঙ্গ কাহাকে বলে জানে না, বোঝে না, ভাবে না, সমগ্র বঙ্গের বিস্ময়কর বিস্তারপূর্ণ ভাব বঙ্গবাসী হৃদয়ে ধারণ করিতে জানে না, সমগ্র বঙ্গ বলিলে কি বুঝায় তাহাও জানে না'—ভারত ত দূরের কথা! জানে একটা কথা মাত্র, ব্যাকরণের একটা সংজ্ঞা মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়।

এই বিরাট আর্য্য কায়স্থ-সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া আমরা বেশ জানিতে পারিয়াছি, ভারত সাম্রাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের সহিত কায়স্থরা চিরকাল প্রতিপক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন, এবং সমাজের উপর চিরকাল সমাজপতিত্ব ও আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। এই গৌড়বঙ্গের যেখানে ধর্ম্মস্থান, বানিজ্যস্থান, পীঠস্থান, সেইস্থানেই কায়স্থের আধি-পত্য। এই বঙ্গভূমির প্রতি গ্রামে গ্রামে কায়স্থের কৃতিত্ব, খ্যাতি, প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠা অদ্যাপিও বিরাজ করিতেছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল-ফজল লিখিয়াছেন,—সুবা বাঙ্গলার চব্বিশটী সরকার, সাতশত সাতাশীটী মহালে বিভক্ত, ইহার রাজস্ব ঊনষাটকোটী চুরাশী লক্ষ তিরানব্বই হাজার উনিশ দাম; ভূস্বামী সকলেই কায়স্থ। তাহাদের

সৈন্যসংখ্যা তেইশ হাজার তিনশত ত্রিশ ও অশ্বারোহী আশীলক্ষ, এগার হাজার, সত্তরটী হস্তী ও চারি হাজার দুইশত ষাটটী কামান এবং এই নদীমাতৃক দেশে চারি হাজার চারিশত নৌকা, সেই নৌকা এক এক-খানা এত বড় যাহা অন্যের ছিল না ; সেই নৌকার গঠন অনেক রকম ছিল, প্রায়ই ছিপ ও ময়ূরপঙ্খী,—সেই নৌকা এক একখানা জাহাজতুল্য, সাত শত লোক সেই নৌকায় যাইত পারিত। বাঙ্গলার কায়স্থরাজ বিজয়সিংহ সেইরূপ নৌকা করিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। সেই নৌকার এক খানি ছবি আজও অজন্তা গুহায় আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল পাল ছিল, ষ্টীম্ এঞ্জিন্ আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু আবশ্যক ছিল—তাহাতে সমস্তই ছিল। হয়ত অনেকে একথা বিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু, সেই ছবিটা আজ যে এখনও বর্ত্তমান তাহা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। সেই ছবিটা বড় অল্প দিনের নয়, প্রায় চৌদ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে, তখন লোকে বলিত বিজয় এইরূপ নৌকায় লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। 'দশকুমার চরিত' একখানি পুরাতন গ্রন্থ। উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, ইহা খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত হইয়াছিল, এবং কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন—খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল; উহাতে তাম্রলিপ্ত-নগরের বিবরণ আছে। ঐ তাম্রলিপ্তনগর হইতে ঐ সকল নৌকা বঙ্গসাগরে যাইত। ফাইয়ান্ ঐ রকম নৌকায় চীনে গিয়াছিলেন। ড্রসিল্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, মগধ হইতে বৌদ্ধরা ঐ প্রকার নৌকায় উঠিয়া ব্রহ্মদেশ দখল করিয়াছিলেন। চাঁদরায় কেদার রায়, মহারাজ প্রতাপ সকলেই এইপ্রকার নৌকা লইয়া জলযুদ্ধ করিতেন।

"The Suba of Bengal consists of twenty four Sarkar and seven hundred eighty seven mahals. The revenue is fifty nine crores eighty four lacs and

fiity nine thousand three hundred nineteen dams in money, the Zeminders were all Kayasthas. The troops number twenty three thousand three hundred and thirty cavalry and eighty thousand eleven hundred fifty infantry and eleven hundred seventy elephants and four thousand four hundred boats.

Aine-i-Akbary, translated by Col H. S. Garat, Vol II pp. 126

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা যখন স্বকীয় শ্বশুরালয় হইতে পলায়ন করেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিই—

"চতুষষ্ঠিদণ্ডযুতা নৌরানীতা মহামতিঃ।
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈরভিরক্ষিতা ॥
তস্যা আরোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্যনালিকায়ুধম্।
তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালিকধ্বনিভির্দ্দদৌ ॥"

অর্থাৎ চতুষষ্টিদণ্ডযুক্তা নালিক, কামান সমূহে সুসজ্জিতা সৈনিকবৃন্দের দ্বারা অভিরক্ষিতা এইরূপ "নৌ-সাধন" এ আরোহণ করিয়া বারংবার রামচন্দ্র নালিকার ধ্বনি করিতে করিতে নিজ গমনবার্ত্তা জানাইয়া চলিয়া গেলেন ॥

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জাহাজ-ঘাটার বর্ণনা কুলকারিকায় যে প্রকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পড়িলে চক্ষে জল আসে।

আর্য্যসমাজে যেমন ব্রাহ্মণ একমাত্র আচার্য্য তেমন কায়স্থ-সমাজের কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ উভয়েই হইতেন। যতকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া দেশসেবা করিতেন, ততদিন এই

বিরাট আর্য্য কায়স্থসমাজের আর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। ততদিন কায়স্থরা কেহই কুলধর্ম্ম ও সদাচার পরিত্যাগ করেন নাই, ততদিন তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিভা ভাস্করের ন্যায় জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু যেদিন হইতে ব্রাহ্মণ-সমাজের স্বার্থপরতা ও নীচত্বের উদ্ভব হইল, সেইদিন হইতে এই বিশাল কায়স্থ-সমাজের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তন করিয়া ভীষণ কলঙ্ক আরোপ পূর্ব্বক অনার্য্যোচিত শূদ্রত্বরূপ কালকূট বিষ সুসভ্য আর্য্য কায়স্থজাতিকে কলঙ্কিত করিয়া দিল। আর্য্যজাতি চিরকাল বংশানুক্রমে কুলপরিচয় রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, আমরা রামায়ণে তাহার পরিচয় পাই। কুলপুরোহিত বশিষ্টদেব রাজর্ষি জনকের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের আদ্যন্ত কীর্ত্তন করিলে, কৃতাঞ্জলিপুটে রাজর্ষি জনক কন্যাদানকালে তাঁহার আদ্যন্ত কুলকীর্ত্তন করিলেন—

> এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
> শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥
> প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
> বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে॥"

সেই সময় হইতেই আর্য্যেরা বিবাহ-সভায় কুলপুরোহিত কর্ত্তৃক কন্যাপক্ষের ও বরপক্ষের কুলপরিচয় মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ইহা জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। যাঁহারা আভিজাত্যে হীন, যাঁহারা বর্ণসঙ্কর, যাঁহারা অজ্ঞাতকুলশীল, তাঁহাদের কুলগৌরব রক্ষা হইত না। তাঁহারা সমাজে অবজ্ঞাত হইতেন। যাঁহাদের কুলাচার্য্য ছিল না, তাঁহারা আর্য্যসমাজের বহির্ভূত শূদ্র, অনার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যে চারিশ্রেণী ও

তাঁহাদের মধ্যে বহু শাখা ও বিভিন্ন থাক্ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের কুলপরিচয় দিবার জন্য বহু কুলগ্রন্থ আজও বর্ত্তমান। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই অনার্য্য আনুপদেশে যখন আসিলেন, আসিয়া তাঁহারা আর্য্যোচিত আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। কারণ তাঁহাদিগের আর্য্যশোণিতে ইতরশোণিত প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের জাতিগত, বর্ণগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া কিম্বা হারাইয়া যায়—এই কারণেই তাঁহারা চিরকাল নিজের মতন; যাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত কেবলমাত্র যৌন সম্বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন। সহসা কাহারও সহিত তাঁহারা যৌন সম্বন্ধ করিতেন না। একজাতি, একবর্ণ-ধর্ম্ম, একপ্রকার আচার একপ্রকার রীতি নীতি যাঁহাদের ছিল, তাঁহাদের সহিত তাঁহারা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। সনাতন পদ্ধতি ও আদি গৌরব বিধর্ম্মীর সংস্রবে তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যপ্রদেশে কায়স্থগণ রাজপ্রতিনিধিত্ব, ধর্ম্মনৈতিক বিচারকর্ত্তা, মহাসান্ধিবিগ্রহিকপদে ও যুদ্ধ বিষয়ের মন্ত্রী, লেখক, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সমস্তই কায়স্থজাতি নিযুক্ত হইতেন।

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥"

(শুক্রনীতি ২।৪।২০)

It is a noticeable fact that the Sandhivigrahi or minister of peaee and war and the secretary were all kayasthas or men of the writer caste. This not only occurs in the Kataka-plates but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India."

(Indian Antiquary, vol. 5, page 57,)

অতিপূর্ব্বে কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে আয় ব্যয় লেখকের পদ পাইতেন,--তাঁহাদিগকে 'দিবির' বলিত। পরমভাগবত মহারাজ জয়নাথ দিবির কায়স্থগণকে ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে, দিবির কায়স্থের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে দেবমন্দিরের সংস্কার, নিত্যনৈমিত্তিক পূজা, বলি, চরু, অতিথিসেবা চালাইবেন।

রামেশ্বরো দ্বিজবরস্তথা দামোদরো দ্বিজঃ ॥
অষ্টাদশৈতে বিপ্রাশ্চ পদিনো শডঢলো দ্বিজঃ ॥
পাদোনপদিকৌ রত্নতিহুণকৌ সুরাচ্চর্কৌ।
দ্বাবর্দ্ধপদিনাবেষ বিপ্রাণাং সংগ্রহ কৃতঃ ॥
দদৌ দেবপদানাঞ্চ মধ্যাদর্দ্ধ পদং নৃপঃ।
বিধায় শাশ্বতং লৌহভট কায়স্থসুরয়ে ॥

(Indian Antiquary, Vol. 15. Page, 40.)

অর্থাৎ দ্বিজবর রামেশ্বর দামোদর শডঢল প্রভৃতি আঠারজনকে একপাদ করিয়া, দেবপূজক রত্ন ও তিহুণকে একপাদের সিকি কম ও দেবোত্তরের মধ্য হইতে লৌহভট নামক কায়স্থপণ্ডিতকে অর্দ্ধপাদ দিলাম।

"বিদিত মস্তু যথৈষ গ্রামো মযা চন্দ্রার্কসমকালিকঃ শাশ্বতনেয়-সর্ব্ববাঢ়-দিবির-তৎপুত্র-ভাগবতগঙ্গ-তৎপুত্র-রঙ্কবোট-অজাগরদাসানাং স্বপুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে ভগবৎপাদেভ্যঃ দেবগ্রহারোৎসৃষ্টঃ এভিশ্চাত্র প্রতিষ্ঠাপিতক ভগবৎপাদানাং পুত্র-প্রপৌত্রতৎপুত্রাদিক্রমেণ খণ্ডকুট্ট প্রতিসংস্কারেণ বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তানাদ্যানুষ্ঠানেন চ স্বপুণ্যাভিবৃদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা।"

(Dr. Fleet Corpus III. page 2,)

কুলপঞ্জিকায় দেখিতে পাই,— কান্যকুব্জ হইতে যে ঋষিকল্প পঞ্চ-ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূরের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই কথা যখন মহারাজ 'ডাকের' মুখে শুনিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন। কারণ সেই সমস্ত 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা' উগ্রতপা মহাজ্ঞানী সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ চর্ম্মপাদুকা ধারণপূর্ব্বক তাম্বুলচর্ব্বণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা হইল এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন। রাজা ডাককে কহিলেন, অবসর মত সময়ে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই কথা মহর্ষিপঞ্চক শ্রবণান্তে উপেক্ষা ভরে তাঁহাদের প্রভাব দেখাইলেন। অগ্নি-তুল্য ব্রাহ্মণগণ তৎক্ষণাৎ রাজা আদিশূরকে ধ্বংস করিতে পারিতেন, কিন্তু পরমকারুণিক মহাপুরুষগণ রাজার প্রতি কিছুমাত্র ক্রোধান্বিত না হইয়া সেই সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ রাজার শুভকল্পে অর্ঘ্যবারি একটী চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই কাষ্ঠ সরস, পল্লবিত ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারকাহিনী যখন রাজান্তঃ-পুরে প্রবেশ করিল, তখন রাজা গললগ্নী-কৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে, ভক্তিভাবে, গদগদ হইয়া বহির্ভবনে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের চরণধারণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত নিজকৃত মহা অপরাধের জন্য অশ্রু ত্যাগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদার ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব-বর্ণের গুরু মহারাজকে আশ্বস্ত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর আজ কিনা কলির ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্রের বলে প্রত্যেক ধমনীতে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া মহাগৌরব করিয়া থাকেন, আর "অন্তরপ্রভব" জাতিকে কেহ বা Potential ব্রাহ্মণ, কেহ বা "স্থিতপ্রজ্ঞ" বলিয়া দেশবাসীর নিকট নীচ চাটুকার সাব্যস্ত হইতেছেন; অন্যান্য জাতি তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঘৃণায় শুষ্ক প্রণামটী পর্য্যন্ত করিতেছে না। আর

আজ ব্রাহ্মণগণ মধুভাণ্ডের লোভে সঙ্কীর্ণজাতির নিকট শূদ্রোচিত ভাব দেখাইতেও কুন্ঠিত হইতেছেন না। তাহারা মধুভাণ্ড অতি কঠিন শক্তিসম্পন্ন সূত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পিপীলিকা সকল সেই মধুভাণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনবরত ঘুরিতেছে, কিন্তু মধুর স্বাদ পাইতেছে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শুঙ্গবংশ ও কাণ্ববংশের আমলে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ জাতির পূর্ব্বসম্মান চ্যুত করিয়া রাজপুরুষগণের বিদ্বেষভাজন করিয়া ছিলেন। তাহার পর শকপ্রভাব বিস্তৃত হইলে কায়স্থগণ তাহাদের পিতৃপুরুষের সম্মান উদ্ধার করিয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণ প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্যই শকসেনরা অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি শকসেনদের বংশধরগণ কায়স্থ-সমাজের একটী প্রধান শ্রেণীরূপে পরিচিত হইতেছেন, সেই সময়ে শকসেন-গণকে ক্ষত্রপ কায়স্থ বলিত।

(Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XI pp 409) (Vincent Smith Early History of India Second Edition page 107, 108, 109 and 197)

ক্ষত্রপ কায়স্থগণ প্রভুত্ব লাভ করিয়া গঙ্গা যমুনার দুইধারে এমন কি পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত বহুকাল স্বাধীন নৃপতিরূপে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা চৈত্রগুপ্ত ও চান্দ্রসেনী কায়স্থগণের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

(Dr. Bhanderkor's Deccan History Second Edition page 86)

এই সময়ে নাগার্জ্জুন মহাজান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই নাগার্জ্জুন কায়স্থ-সমাজের নাগরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের সময়ে আয়ুর্ব্বেদের চরম উন্নতি, তাঁহার কৃত অনেক গ্রন্থাদি

আজ অতি আদরের বস্তু। তাঁহার প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষে মহাযান ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞাদিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যে আচার লইয়া ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিষ্ঠা তাহা লুপ্ত হইবে বলিয়া চিন্তাকুল হইলেন। উত্তরভারতে যতদিন নাগরাজবংশ প্রবল ছিল, ততদিন বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ মস্তক উত্তোলন করিতে পারেন নাই। কাণ্ববংশ ও শুঙ্গবংশ গৃহবিবাদের জন্য ধ্বংস হইলে পর অন্ধ্ররাজের লোলুপ দৃষ্টি পাটুলিপুত্রের উপর নিপতিত হইল, ঠিক সেই সময়েই পশ্চিম সীমান্ত হইতে শকবংশ ধীরে ধীরে মথুরা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন এবং কাণ্বরাজকে বিনাশ করিয়া পথে অন্ধ্র-রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া মথুরায় পুনরায় ফিরিয়া গেলেন এবং অন্ধ্ররাজ পাটুলিপুত্রনগর অধিকার করিলেন। এই সময়ে যশোমিত্র, অশ্বঘোষ প্রভৃতি বহু বৌদ্ধাচার্য্য মিলিত হইয়া প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি উদ্ধার করিয়া ত্রিপিটকের বিস্তৃত টীকা সঙ্কলন করিলেন এবং সম্রাট্ কণিষ্ক বহু চিরস্থায়ী কীর্ত্তি করিলেন।

(Vincent A. Smith Early History of India Second Ed. page 197) (Journal of the Royal Asiatic Society 1912 page 686-687)

এই পরাক্রমশালী বৌদ্ধসম্রাট্ ক্ষত্রপ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হই-তেন। ইনি অসংখ্য যুদ্ধে শত্রু দমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া শকসেনদিগের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই কনিষ্করাজের মৃত্যু হইলে পর উজ্জয়িনী ও সৌরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ "পত্তন প্রভু" বলিয়া পরিচিত হইলেন। (মালব) ও মধ্যপ্রদেশে এই শকসেনবংশ বহুকাল পর্য্যন্ত শাসন কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া-ছিলেন। ইঁহারা ক্ষত্রপ কায়স্থ বলিয়া কুলগ্রন্থে পরিচিত। যথা—

"বন্দ্যঘট্ট দেবকুলং দেবানাং কুলমুত্তমম্।
শৃণ্বন্তি হি লোকাঃ সর্ব্বে ভট্টেন বিবৃতং যথা॥ ১
কর্ণ সৈন্যাঃ এতে দেবাঃ খ্যাতিবন্তো মহীতলে।
শাণ্ডিল্যগোত্র মে তেষাং জগতাং পরিবেদিতম্। ২
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতবন্তো মগধেষু।
ক্ষত্রপঃ কায়স্থাঃ দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ। ৩
প্রবাদ শ্রূয়তে তেষু ব্রহ্মাবর্ত্তে দেবভূমৌ।
পবিত্র হৃদয়কুলেষু সর্ব্বে তে নিবসন্তি স্ম॥ ৪
দেববংশ গুণাবলীং যন্ময়া পরিকীর্ত্তিতং।
শ্রোতব্যং কৌতূহলেন সর্ব্বে হি মানবৈস্তথা॥ ৫
আসীদ্রাজা দাতাকর্ণঃ খ্যাতিবাংশ্চ মহীতলে।
কর্ণসেন নামধেয়ঃ কর্ণপুরস্য ভূপতিঃ॥ ৬
ক্ষত্রপঃ কায়স্থোরাজা মহাসুরো মহাবলী।
কর্ণঃস্বর্ণরাজ্য স্থাত্বং উক্তঞ্চ ভারতে যথা॥ ৭
কর্ণভাগীরথীসন্ধিঃ নয়নরঞ্জনশ্চহি।
যত্র কর্ণপুরং রাজা নির্ম্মমে বহুকৌশলৈঃ॥ ৮
বিচিত্রং হি কর্ণপুরং স্বর্ণেন নির্ম্মিতং যথা।
অতোঽস্মাহং ভাষায়াঞ্চ বর্ণনায়াঃ পরাঙ্মুখঃ॥ ৯
সৌধমালা সমাকীর্ণং ধনজন পরিপূর্ণং।
যত্নেন রক্ষিতং সৈন্যৈঃ দুর্ভেদ্যং তৎপুরং সদা॥ ১০
তৎপুরবাসিনঃ সর্ব্বে আনন্দে চ সদা মগ্না।
কর্ণসেন প্রভাবেন রাজ্যঞ্চ নির্বৈরং তথা॥ ১১

দেবাংশেন কর্ণপতেঃ কুমারো জাতবানসৌ।
বৃষকেতুরিতি নাম্না প্রসিদ্ধশ্চ হি ভারতে ॥ ১২
অনুজ্ঞয়া দেবাঃ সর্ব্বে কর্ণপুরে সমবেতাঃ।
পর্য্যায়ক্রমেণ রাজা দেবাংশ্চ বিভক্তবান্॥ ১৩
শাণ্ডিল্যা মৌদ্গল্যাশ্চেতি বাৎস্যাঃ পরাশরস্তথা।
ভরদ্বাজো ঘৃতকৌশিকঃ আলম্যানাশ্চ গোত্রকাঃ ॥ ১৪
কর্ণস্বর্ণসমাজেষু গোত্রোহি কুলপদ্ধতিঃ।
শাণ্ডিল্যঃ দেবাশ্চ সর্ব্বে ভবস্তু কুলনায়কাঃ ॥ ১৫
কর্ণস্বর্ণসমাজেতু জনৈস্তু পরিবর্দ্ধিতঃ
দীর্ঘকালং পরিব্যাপ্য সর্ব্বেতে ববসুস্তত্র ॥ ১৬
রণপরায়নাঃ দেবা গোত্রশ্চ বহুভিন্নকাঃ।
স্থাপয়ামাস যত্নেন রাজ্যকা নঙ্গবঙ্গয়োঃ ॥ ১৭

অর্থাৎ দেব উপাধিযুক্ত যতগুলি বংশ আছে, তাহার মধ্যে বন্দভট্ট নামক গ্রামবাসী দেববংশই শ্রেষ্ঠ। ভট্টকর্ত্তৃক বিবৃত তাঁহাদের বংশ-বিবরণ সকলে ঐরূপ শুনিয়াছেন। সেই দেববংশ এ জগতে খ্যাতিমান্ কর্ণসেন বা কর্ণ সৈন্যবংশীয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা শাণ্ডিল গোত্র, তাঁহা-দের পূর্ব্বপুরুষগণ হরিদ্বার হইতে মগধে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়কুলসম্ভব দ্বিজ ও ক্ষত্রপ কায়স্থ। ঐরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা দেবভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের পবিত্র হ্রদকূলে বাস করিতেন, সেই দেব বংশের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছি সকলে শ্রবণ করুন। মহীতলে দাতাকর্ণ সম খ্যাতিবান্ কর্ণসেন নামে কর্ণপুরের রাজা ছিলেন, তিনি কায়স্থ ক্ষত্রপ রাজা মহাসুর, মহাবলী, ও কর্ণস্বর্ণরাজ্য স্থাপয়িতা বলিয়া

কথিত, সেই নয়নরঞ্জন কর্ণরাজ্য ভাগীরথীর সন্ধির স্থলে বহু কৌশলে কর্ণপুর নির্ম্মাণ করেন। এই কর্ণপুর অতি বিচিত্র, যেন স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত, ভাষায় আমি তাহার পরিচয় দিতে অক্ষম; সেই নগরীর সৌধ-মালায় সমাকীর্ণ ধনজন পরিপূর্ণ, যত্নে সৈন্যগণ দ্বারা সুরক্ষিত, সেই গ্রামের অধিবাসীগণ সর্ব্বদাই আনন্দে আছেন। কর্ণসেনের প্রভাবে রাজ্যে কোন শত্রুই নাই। সেই কর্ণরাজের এক কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি ভারতে বৃষকেতু নামে বিখ্যাত। রাজার অনুজ্ঞায় সমস্ত দেব উপাধিধারী কায়স্থগণ এই সুবর্ণময় কর্ণপুরে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলম্যান্ এই সপ্তগোত্রে বিভক্ত। ইঁহারা সকলেই এই কানসোনা সমাজের দেব বলিয়া পরিচিত, ইহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য দেববগণই কুল-নায়ক হইয়াছিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত সকলেই সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধতৎপর নানাগোত্রে বিভক্ত দেবগণ অঙ্গবঙ্গের মধ্যে বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান সদর বহরমপুর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরে রাঙ্গামাটী নামে যে প্রাচীন গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব এই স্থান দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"রাঙ্গামাটী পূর্ব্বকালে কানসোনাপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল, গৌড়পতি কর্ণসেন এই নগর নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বহুতর প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে এখনও লোকে কর্ণসেনের রাজবাড়ী দেখাইয়া থাকে। রাজবাটীর ধ্বংসাবশের নিদর্শন এখনও তিনদিকে বিরাজমান। অপরদিক নদীগর্ভে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সু-প্রাচীন তোরণ ও তাহার পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ বুরুজ বিদ্যমান

ছিল। অল্পদিন হইল ভাগীরথী সমস্তই গ্রাস করিয়াছেন।"

(Journal of the Asiatic Society of Bengal 1853 page 3)

"মুসলমান আমলেও এই কানসোনা রাঙ্গামাটীর গৌরব কিছু ছিল। তথাকার জমিদার নদীয়ারাজের সমান সম্মান পাইতেন।"

Rangamati formed one of the ten Fauzdaris into which Bengal was divided under the Mussulman rule. Its Hindu Zeminder was a considerable person and on the occasion of the great Punyah at Matijhil in 1767 received a Khilat worth Rs. 7278 or as much as the Zaminder of Nadia. (Mr, Long's essay on the banks of the Bhagirati)

সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর নিজ পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"কায়স্থানাংকুলে দেববংশস্যোদ্ভব হেতুকঃ ;
মুর্শিদাবাদনগরাসন্নে স্বজনপালকঃ
কর্ণস্বর্ণনামধেয়ঃ সমাজেবাসকারকঃ।"

মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণস্বর্ণ গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। এই কর্ণস্বর্ণ সমাজের দেববংশ অদ্যাপি বঙ্গের সর্ব্বত্র কানসোনার দেব বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় এমন উচ্চ স্থান নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই স্থানে একটী বৃহৎ রেশমকুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড সাহেব এখানকার সুন্দর দৃশ্য ও ঢেউখেলান জমি দেখিয়া আপনার প্রিয় জন্মভূমি ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

(Hunter's Statistical Account of Bengal ix, page 93)

চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং আসিয়া চারি ক্রোশ ব্যাপী এই কর্ণ-সুবর্ণ রাজধানী রাঙ্গামাটীর অদূরে অশোক নির্ম্মিত কতকগুলি স্তূপ দেখিয়া গিয়াছেন এবং তেরটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও দুই হাজারের অধিক বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করিতেন। কানসোনা হইতে গয়সাবাদ পর্য্যন্ত ৮ ক্রোশ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার মধ্যে সুবৃহৎ রাজধানী ছিল তাহা সহজেই ধারণা হইবে। আজ, কালের ভীষণ স্রোতে ভাগীরথীর প্রবল তরঙ্গে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র রাঙ্গামাটীর রক্তময় ইষ্টকস্তূপ প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা করিতেছে॥

(Vide Hunter's Bengal, 9 page 92)

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির 'বৃহৎ সংহিতায়' বর্ত্তমান বঙ্গদেশকে পৌণ্ড্র, সমতট, বর্দ্ধমান, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, উপবঙ্গ এই কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আবার খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্‌ এদেশে আসিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত এই কয়েকখণ্ড দেখিয়া গিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটগণের ধ্বংস হইলে পর, এই ক্ষত্রপ কায়স্থ কর্ণদেববংশ পূর্ব্বপুরুষের প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া পরাক্রান্ত স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কর্ণসেনের পর গোপচন্দ্র দেব ও সমাচার দেব মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া গঙ্গা হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সমাচার-দেবের পরেই মহারাজ শশাঙ্কদেব রাজ্য গ্রহণ করেন। চীন পরি-ব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন—মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব মালবরাজ নিজ কুটুম্ব রাজ্যবর্দ্ধনকে শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয় তাঁহাকে হত্যা করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন এই শোচ-নীয় পরিণাম শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত শোকাকুলচিত্তে বহু সৈন্য লইয় গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন। কর্ণসুবর্ণের অধিপতি মহারাজাধিরাজ

শশাঙ্কদেব ব্রাহ্মণদিগের সাহায্য লইয়া ও বৌদ্ধবিদ্বেষের নিদর্শন দেখাইয়া কান্যকুব্জ অভিমুখে ধাবিত হইলেন, পথিমধ্যে হর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জের অধিপতি হইলেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন। শশাঙ্কদেব একজন গোঁড়া শৈব ছিলেন। তিনি মগধের বিশাল বৌদ্ধ-কীর্ত্তি সকল বিলুপ্ত করিলেন এবং বৌদ্ধ পীঠস্থান কুশীনগর হইতে বৌদ্ধশ্রমণদিগকে বিতাড়িত করিলেন। যে ধর্ম্মনিষ্ঠ অশোক পাটুলিপুত্র-নগরে বসিয়া বুদ্ধদেবের পদচিহ্নযুক্ত উজ্জ্বল পাষাণখণ্ড পূজা করিতেন, যে ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধগণ সেই পাষাণখণ্ডকে উপাস্য দেবতা বলিয়া চিরদিন উপাসনা করিয়া আসিয়াছিলেন, কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্ক ব্রাহ্মণদিগের আদেশে সেই বুদ্ধদেবের পদচিহ্নযুক্ত পাষাণখণ্ড গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন।

(Watter's Hiun Siyang Vol IJ page 92)

ভগবান বুদ্ধদেব, গয়ায় যে বোধিদ্রুমূলে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের আদেশে সেই যোধিদ্রুমের মূল পর্য্যন্ত তুলিয়া পোড়াইয়া দিলেন। সেই স্থানে ১৬০ ফিট উচ্চ একটী বৃহৎ বুদ্ধ-মন্দির ছিল তাহা হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি দূরে ফেলিয়া দিয়া নিজ আরাধ্য শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন।

(Watter's 2nd page 115)

এই সময়ে তিনি পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাম্বোজ, উত্তরে ভূখাড়, দরদ, স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি বহু স্থান জয় করিয়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। রাজতরঙ্গিনীতে দেখিতে পাই—কাশ্মীররাজ্যে তাঁহার স্বজাতিগণ উচ্চ রাজকীয় কর্ম্মবিভাগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহা প্রতিহার পীড়া (Office of High Chamberlain) মহা সন্ধিবিগ্রহ (Chief minister of foreign affairs),

মহাশ্বশালা (Chief master of the horse), মহাভাণ্ডারগার (High keeper of the Treasury), মহাসাধনভাগ (Supreme Executive Officer) এই সমস্ত কার্য্য কায়স্থেরা করিতেন। আর এই সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষই শৈবময় হইয়া পড়িয়াছিল। দুর্দ্দান্ত প্রতাপের সহিত এই বিরাট ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ক্ষত্রপ কায়স্থ মহারাজ শশাঙ্কদেব কালগ্রাসে পতিত হইলেন। (Vide Hunter's Bengal 19 page 143)

সপ্তম অধ্যায়।

অতি প্রাচীনকালে বর্ণভেদ ছিল না। উহা পরবর্ত্তী যুগে মনুষ্যকর্ত্তৃক সমাজের শ্রেণীবিভাগ মাত্র। পূর্ব্বযুগে কার্য্যবিচারও আদৌ ছিল না। এক পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার ব্যবসাগ্রহণ করিতেন।

"একবর্ণম্ ইদং পূর্ব্বম্ বিশ্বম্ আসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়া বিশেষণ চাতুর্ব্বণ্যম্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মণাঃ বর্ণতাং গতম্ ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৮৮ অধ্যায়)

আরও আছে, "চাতুর্ব্বণ্যংময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" গীতা। উক্তি দ্বারা একবর্ণ হইতে চারিবর্ণ ক্রমান্বয়ে পরিস্ফুট হইয়াছে বুঝা যায়। আরও আছে,—

"আদৌ সত্যযুগারম্ভে মানবাঃ দীর্ঘজীবিনঃ।
সবলাঃ সরলাচারাঃ আরণ্যাঃ সত্যভাষিণঃ ॥
স্বতন্ত্রা অনভিজ্ঞাশ্চ পশুধর্ম্মেন ধার্ম্মিকাঃ।
দণ্ডাস্ত্রাঃহস্তশস্ত্রাঃ বা নির্ভয়াঃ প্রিয়সাহসাঃ ॥

ভুঞ্জানাঃ ফলমূলানি মৃগান্ চ বিবিধান্ তথা।
স্বেচ্ছায়া রমমানাশ্চ চরন্তি স্ম বনাৎ বনম্॥
নাসীৎ ভাষাসু পৌষ্কল্যং ন বেদশ্চ ন চাক্ষরম্।
নাশন্ নগরপল্ল্যাদ্যাঃ ন বা বাসগৃহাদয়ঃ॥
বনেষু বৃক্ষশাখায়াং গিরীণাং কন্দরেষু চ।
যাপয়ন্তি স্ম পিতরো গণৈঃ সার্দ্ধং যথাসুখম্॥
নগ্নাঃ বল্কলিনো বাপি ভক্ষ্যান্বেষণ তৎপরাঃ।
ঋচ্ছন্ত্যেতে যতোঽরাস্তেম্লচ্ছাঃ শূদ্রসমাশ্রিতাঃ॥
এবং বর্ষসহস্রেষু গতেস্বীশ্বরশক্তিতঃ।
শক্তিঃ আবিরভূৎ তেষাং বৃদ্ধিঃ কুয্যুপযোগিনী॥
অরাৎ আর্যঃ সমুদ্ভূতঃ সভ্যো বৈশ্যসমস্তদা।
বর্ষাণি যাপয়ামাস সাগান্যাস্ত্রবিভূষণৈঃ।
খাদ্যঞ্চ কৃষিসম্ভুতং বভূবাস্য প্রধানতঃ॥
বল্কং বস্ত্রং তথা বাসং তৃণপত্রময়ং তদা।
ক্রমাৎ মিথো বিরোধানাং বিপদাং চোপ শান্তয়ে॥
বলবুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠস্যাসীৎ কর্তৃত্বকারণম্।
সর্বৈবরেবাবিরোধেন ক্ষতস্ত্রাণায় যাচিতঃ।
ক্ষত্র এবাভবৎ রাজা হার্য্যাৎ আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

(কোশাস্তপুরাণ)

আরও আছে,—ব্রহ্ম বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্। তৎ একম্ সৎ ন ব্যভবৎ। (বৃহদারণ্যক)

১১৭৬ খৃষ্টপূর্ব্বে মনুর আবির্ভাব। মনুতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর জাতি, পৌণ্ড্রকাদি ম্লেচ্ছজাতি, আবৃতাদি সর্ব্বসমেত ৬০টী জাতির কথা লিখিত আছে। কিন্তু কায়স্থ বলিয়া কোন জাতির উল্লেখ নাই। আর্য্যজাতি নিজ সম্প্রদায় বৃদ্ধির জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন। এই বিরাট্ আর্য্য কায়স্থ অতি মহৎ জাতি। যাঁহাদের অংশমাত্র বঙ্গীয় কায়স্থগণ। এই ভারতের অনাদিকাল হইতে ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হইয়া বাস করিতেছেন, কেবলমাত্র হতভাগ্য বঙ্গদেশে এই কায়স্থগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আমাদের আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? এই সুসভ্য আর্য্যজাতিকে হিংসাদ্বেষবশতঃ কেহ শূদ্র কেহ aboriginal tribes অথবা কোল ভিলগণের মধ্যে, কেহ বা অন্ত্যজ, কেহ বা বর্ণসঙ্কর, কেহ বা পঞ্চমবর্ণ, কেহ বা মৌলিকজাতি বলিয়া চরম অজ্ঞতার পরিচয় ও গালি দিতেছেন। বৃষ্ণিবংশ বহুকাল ব্রাত্যছিলেন বলিয়া কি শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছিলেন? এই কায়স্থজাতির মধ্যে উপনয়ন না থাকায়, অধুনা আর্য্যশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করার জন্যই তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই আজ ঘোরতর রকমের পতন হইয়াছে। কালের প্রভাবে এখন সেই জাতির উন্নতি অনিবার্য্য। হয় আজ মহান্ শক্তিবলে ব্রাহ্মণের পরেই তাঁহারা স্থান গ্রহণ করিবেন, এবং সেই স্থান গ্রহণ করিতে হইলে সংস্কার একান্ত আবশ্যক। হয় সংস্কার না হয় সংহার; হয় উন্নতি না হয় একেবারে চিরকালের মত শূদ্রত্বে বিলীন হইবেন।

রঘুনন্দন এই বঙ্গদেশে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে বলিয়া চলিয়া গেলেন। জন্মভূমিকে ম্লেচ্ছের দেশ বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। যথা—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ব্যবস্থানাং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশঃ বিজ্ঞেয়া আর্য্যাবর্ত্তস্তদন্তরম্॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

আরও আছে,—

'কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ
স জ্ঞেয় যাজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপর॥'

(মনু ২।২৩)।

অর্থাৎ যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাই যজ্ঞীয় দেশ। অন্য দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে। মনুতে অসি-জীবি ক্ষত্রিয় ও মসীজীবি ক্ষত্রিয়ের আদৌ উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু যজুর্ব্বেদে আছে,—

"যে পথাংপথি রক্ষয় ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ।"

অর্থাৎ ঐলবৃৎ মসীজীবী ও অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ সমস্ত দেশে রক্ষকস্বরূপ বিরাজমান।

"অসিনা রক্ষিতং রাজ্যং মস্যাদিস্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌখ্যাতৌময়াকিল॥

(যজুর্ব্বেদীয় বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ড)

অর্থাৎ অসি দ্বারা রাজ্য রক্ষিত হয়, মসী দ্বারা স্থাপিত করা যায়। উভয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণদিগের জন্য এবং রাজ্যের কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার জন্য অনেক যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় লেখক, গণক, সন্ধিবিগ্রহক (Minister of peace and war) ও মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এই বিরাট আর্য্য

কায়স্থজাতি সমাজে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস, শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছি। আমরা বিষ্ণুসংহিতায় কায়স্থের উল্লেখ পাই। এই সংহিতা ১১০০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। তাহাতে আছে,—

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসক্ষিকং সসাক্ষিকম্, অসাক্ষিকঞ্চ, রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।" ইত্যাদি—

(বিষ্ণুসংহিতা ৭।২)

অর্থাৎ লেখ্য দলিল তিন প্রকার, রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক, অসাক্ষিক। রাজসভায় রাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত যে সমস্ত দলিল ও সভার অধ্যক্ষ ও প্রাড়বিবাকের হস্তচিহ্নিত দলিলেই রাজসাক্ষিক দলিল বলা যাইবে।

"কায়স্থৈ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ। অর্থাৎ রাজসম্বন্ধ জন্য কায়স্থগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী।

(শূলপাণিকৃত যাজ্ঞবল্ক্যটীকা)

কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানা বিশেষতো রক্ষেৎ।
তেষাং রাজবল্লভতয়া অতি মায়াবীত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাশ্চ।"

অর্থাৎ কায়স্থগণ গণক ও লেখক তাহাদিগের দ্বারা রাজা প্রপীড়িত প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন, কারণ রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া তাঁহারা মায়াবী ও দুর্নিবার।

(মিতাক্ষরা)

"শুচীন্ প্রজ্ঞাশ্চধর্ম্মজ্ঞান
বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।

লেখকানপি কায়স্থান্
লেখ্যকৃত্ত হিতৈষিণঃ।"

(বৃহৎ পরাশরসংহিতা ২০।২০)

অর্থাৎ রাজা শুচি, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরান্বিত ব্রাহ্মণকে এবং সকলের হিতৈষী কায়স্থকে লেখক নিযুক্ত করিবেন।

"রাজগ্রহারশাসনান্যেক কায়স্থহস্তলিখিতান্যেব প্রমাণীভবন্তি।"

(মনু অষ্টম অধ্যায় ভাষ্যে মেধাতিথি)

অর্থাৎ রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির দলিল কায়স্থ লিখিলেই যথেষ্ট প্রমাণ হইল।

মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্র সমালোকীহ্যেষঃ সাধুঃ স লেখকঃ॥"

(গরুড় পুরাণ)

অর্থাৎ মেধাবী, বাক্পটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্ব-শাস্ত্র বিশারদ্ ব্যক্তিকে লেখক কহে।

পাঠকবর্গ দেখুন, লেখক কোন্ জাতীয় হইতে হইত।

পুরোধা চ প্রতিনিধিঃ প্রধান সচীবস্তথা।
মন্ত্রী চ প্রাড়্বিবাকশ্চপণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ॥
অমাত্যদূত ইত্যেতা রাজ্ঞপ্রকৃতয়ো দশঃ।
দশ প্রোক্তা পুরোধাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্ব এব তে॥
অভাবে ক্ষত্রিয়া যোজ্যাস্তদভাবে তথোরুজাঃ।
নৈব শূদ্রস্তু সংযোজ্যঃ গুণবন্তোঽপি পার্থিবঃ।''

(শুক্রনীতি, ২য় অধ্যায়)

অর্থাৎ পুরোহিত, প্রতিনিধি, প্রধান সচীব, মন্ত্রী, প্রাড়্বিবাক্ পণ্ডিত, সুমন্ত্র, অমাত্য ও দূত এই দশজন রাজার প্রকৃতি। ইঁহারা ব্রাহ্মণ হইবেন। অভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্য, কিন্তু শূদ্র গুণবান্ হইলেও তাহাকে নিযুক্ত করিবেন না।

কিন্তু পাঠকবর্গ দেখুন, প্রাড়্বিপাক্ ও মন্ত্রীকার্য্যে কাহারা নিযুক্ত হইত? কায়স্থ হইত না কি? তাহারা শূদ্র হইলে কি প্রকারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিতেন? কিন্তু তাহা হইলে কায়স্থ কি শূদ্র না দ্বিজাতি?

"শ্রুত্যধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তের্গণকো দ্বিজাতি, তৎসহচর্য্যাল্লেখকোঽপি দ্বিজাতি।"

(মিতাক্ষরা)

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রুতি বা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা গণক দ্বিজাতি এবং এই গণকের সহকারী যে লেখক তিনিও দ্বিজাতি।

মসীজীবী ক্ষত্রপ কায়স্থরা বাহুবলে, ধর্ম্মবলে, ভারতের নানাস্থানে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস লেখক কহ্লন পণ্ডিত রাজতরঙ্গিনীতে লিখিয়াছেন, "৫২৭ শকে অর্থাৎ ৬০৫ খৃষ্টাব্দে অশ্বঘোযবংশীয় কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধন প্রজ্ঞাদিত্য নামে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং গোনন্দবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা বালাদিত্য তাঁহার একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে দুর্লভবর্দ্ধনের সহিত বিবাহ দিলেন। এই প্রজ্ঞাদিত্য হইতে ক্রমান্বয়ে ১৬জন কায়স্থ স্বাধীন নৃপতি ২৬১ বৎসরকাল শেষ নৃপতি উৎপলপীড় পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নৃপতি জয়াদিত্য যিনি মহাবীর ছিলেন, যিনি গৌড়েশ্বর জয়ন্তশূর বা আদিশূরের একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই জয়াদিত্য সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

তিনি পাণিনিসূত্রের 'কাশিকা' নাম্নী বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহা-রাজ আদিশূরকে আজ কি না অনেকে "অন্তরপ্রভব" জাতি বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। বর্ত্তমানে, যে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ যঁাহার কৃপায় উজ্জ্বল ও মহিমান্বয় হইয়া সমস্ত জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, যাঁহার মহাপুণ্যানুষ্ঠানে বাঙ্গালী এতবড় গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, সেই শূরবংশীয় মহাপুরুষদিগকে ও সেনরাজদিগকে অভাববশতঃ হতভাগ্য দেশ (যাঁহাদিগের বর্ণ নাই) আজ সেই জাতির মধ্যে ফেলিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না, সেই মহাপুরুষ এক সময়ে এই বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। পুণ্যশ্লোক মহাত্মা রাজাধিরাজ আদিশূর ক্ষত্রপ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজ যাঁহার কৃপায় আমরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম আছি, তাহাদের আজ আমরা জাতিও বর্ণ জানি না, এই কারণে যাহা তাহা বলিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে না। সমস্তই কলির মাহাত্ম্য !

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রভু কায়স্থগণ মহারাষ্ট্র প্রদেশের কোঙ্কণস্থ প্রভৃতি নানাস্থানে মহাসামন্ত, শাসনকর্ত্তা ইত্যাদি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবশেষে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিষের প্রভুকায়স্থগণের "চিন্তামণি" নামক গ্রন্থে আছে, মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয় সময়ে পুরন্দরদুর্গ রক্ষার নিমিত্ত কায়স্থ, মুরারাজি, আরবাজি প্রভু, বালাজি আবজি ঘোলকর, শিবাজীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ মহারাষ্ট্র ইতিহাসে প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। এই সময়ে মহারাষ্ট্র প্রদেশের কায়স্থগণের সহিত কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিরাট দলাদলি হয়। কারণ কায়স্থগণের প্রভাব ও প্রভুত্ব দর্শন করিয়া কোঙ্কণস্থবিষয়ী ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে নির্য্যাতিত

করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে হইবে কি, অখাদ্যভোজী আচার ব্যবহারে অতি জঘন্য বলিয়া মহাত্মা ছত্রপাত শিবাজী তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন। এই কারণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে অনেক কুৎসা বর্ণিত আছে। আর কায়স্থরা তাঁহাদিগকে ক্রিয়াকাণ্ডহীন অপদার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন সময়ে আহ্বান করিতেন না। কিছুদিন পরে শিবাজীর প্রাচীন চিট্‌নিস্ (অর্থাৎ Chief Secretary) কায়স্থ প্রভুর পুত্র বাল্যাজী আব্‌জীর উপনয়ন সংস্কার নিকটবর্ত্তী হইলে ব্রাহ্মণ মৌরপন্থ কূটনীতি অবলম্বন করিয়া প্রচার করিলেন যে কলিতে ক্ষত্রিয় নাই। কাজে কাজেই চিট্‌নিস্‌এর পুত্র ক্ষত্রোচিত সংস্কার গ্রহণ করিতে আদৌ পারেন না। আর যাইবে কোথায়? অমনি সকলেই "একযোগে" মৌরপন্থের পথ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পরমভাগবৎ ধার্ম্মিক চূড়ামণি ভারতবর্ষের উজ্জলরত্ন, ভারতবাসীর মুক্তিপথের দেবতা সেই মহাবীর শিবাজী কূটনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত অপদার্থ, স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া আর্য্য হিন্দুর পবিত্রক্ষেত্র সৌন্দর্য্যময়ী বারানসীক্ষেত্র হইতে প্রধান পণ্ডিত মহাত্মা বিশ্বেশ্বর ভট্টকে (গাগা ভট্টকে) অতি সমারোহের সহিত পুণায় লইয়া আসিলেন। শিবাজীও বহুকাল মুসলমানের কৃপায় ও অবস্থাহীনতায় তাঁহার উর্দ্ধতন বহুপুরুষ কেহই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন না। সেই কারণেই মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর ভট্ট—শাস্ত্রীয় যুক্তিবলে মহারাষ্ট্র কেশরীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া সেই অগ্নিবেদহীন কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন করিয়া ছত্রপতি শিবাজীকে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের সংস্কৃত করিয়া তৎপর আবজীকে সংস্কৃত করিলেন। আর ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রকারে

দেহপোষণৈক দেহাত্মবাদী ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে সহজে কায়স্থরা পরিত্রান পান এই কারণে সমস্ত আর্য্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া "কায়স্থপ্রদীপ" বা কায়স্থধর্ম্মনিরূপণ নামক এক বিরাট্ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গেলেন, এবং কায়স্থ জাতির সংস্কারগুলি যাহাতে সুসম্পন্ন হয় এই কারণে তিনি "কায়স্থপদ্ধতি" রচনা করিয়া দিলেন। তাই আজ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সমস্ত কায়স্থ জাতি সেই পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত হইয়া আসিতেছেন। তাই আজ আমরা বলি, মা দশপ্রহরণধারিণী অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনী, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনী, ওমা নগাঙ্কশোভিনী ভারতজগদ্ধাত্রী অসংখ্যসন্তানপালিনী, মা, বারীন্দ্র বালিকে! এই হতভাগ্য গৌড়বঙ্গের কায়স্থসমাজে একবার ছত্রপতি শিবাজীকে পাঠাও, ও শিবাজী একবার এই মৃতসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, বহু শতাব্দী যাবৎ এই ধর্ম্মহীন দাসসুলভ ঈর্ষাপরায়ণ স্বজাতির ও অন্যান্যজাতির পদভরে নিষ্পীড়িত প্রাণ তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ কর, আর একবার ছত্রপতি তুমি বল, "আমি আসিয়াছি, আমি কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম।"

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

রাজার জাতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

এই গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একের কথা বলিতে হইলে অপরের কথা অপরিহার্য্য। মহাবীর ক্ষত্রপ কায়স্থকুল-চূড়ামণি আদিশূর কহিলেন,—

"অহং ক্ষত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাৎ ব্রতযজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম!
কুত্র কুত্র স্থিতাঃ বিপ্রাঃ বেদপারগসাগ্নিকাঃ॥"

(গৌড়েব্রাহ্মণ ধৃত কুলপঞ্জিকা)

বিপ্র উবাচ—

"কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাসাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥"

(বংশীবদন ঘটক রাঢ়ীয় কুলকারিকা)

ধ্রুবানন্দ মিশ্র কুলকারিকায় কহিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থপঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলাঞ্চ সঙ্গকাৎ॥"

মন্ত্র্যুবাচ—

"বঙ্গদেশে ন বিপ্রোঽস্তি বেদজ্ঞঃ যজ্ঞকারিণঃ।
পরাশরালিকাঃ সন্তি কথং যজ্ঞো ভবিষ্যতি॥"

যজ্ঞ করিবার জন্য রাজাধিরাজ আদিশূর পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ-জন ক্ষত্রিয় আনিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ আদিশূর জয়ন্ত হইতে

পরে ভূশূর, ক্ষিতীশূর, অবনীশূর, ধরণীশূর, ধরাশূর, অম্বুশূর, যামিনী-শূর, রণশূর, বরেন্দ্রশূর, প্রদ্যুম্নশূর ও লক্ষ্মীশূর, এবং মুসলমান আক্রমণকালে ভুলুয়ার অধিপতি কায়স্থ বিশ্বম্ভশূরের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ও লক্ষ্মীশূরের পুত্র। মুসলমান ভয়ে স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে গমন করেন। প্রত্যাগমন কালে ভীষণ ঝটিকায় পথভ্রষ্ট হইয়া যান। তৎপর নোয়াখালী জেলায় উপস্থিত হইয়া দেবী বারাহীর আদেশে স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠীত করেন। তাঁহার বংশধরগণ—পূর্ণবেগে দীর্ঘকাল ভুলুয়ারাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণমাণিক্য বিশ্বম্ভশূরের বংশধর। তিনি ও অঞ্চলে কায়স্থসমাজের সমাজপতি ছিলেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ চিরকাল ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন। উক্ত শূরবংশের রাজগণ স্বাধীন ক্ষত্রিয় নৃপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কেহবা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে, কেহবা রাঢ়ে, কেহবা সিংহেশ্বরে, কেহবা গড়-মন্দারণে, ৭১৪ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে যে সকল শূরবংশ বিদ্যমান আছে, তাঁহারা রাজা লক্ষ্মীশূরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীরামপুর, দত্তপাড়া, বসুপাড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদিগের কায়স্থ আত্মীয় স্বজনের বাস আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রদ্যুম্নশূরের নাম লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—

"প্রদ্যম্ননগরাদ্‌নামো সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতোয় মুপাগতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে।
দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণদেশে॥"

(রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব)

প্রদ্যুম্ননগরের দক্ষিণ হইতে ও সরস্বতী নদীর উত্তরে গঙ্গাজল আসিয়া দক্ষিণপ্রয়াগ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে স্নান করিলে প্রয়াগতুল্য স্নান হয়। বর্ত্তমানে চাকদহ গ্রাম পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ননগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। চাকদহের চারিদিকে ঋগ্বেদী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। সেই স্থান অদ্যাপি "ঋকপুর" নামে বিদ্যমান। চাকদহের প্রাচীন স্মৃতি এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে প্রদ্যুম্ননগরের মৃত্তিকা লইয়াই অনেকে দুর্গাপ্রতিমার কাঠাম প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়বীরগণ, ব্রাহ্মণের যজ্ঞকালে সশস্ত্র উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞের হবি রক্ষা করিতেন। যজ্ঞরক্ষার জন্য ত্রেতায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট হইতে মহাবীর রামচন্দ্রকে চাহিয়া লইয়াছিলেন। যজ্ঞকালে হবি রক্ষা যজ্ঞের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধবিপ্লবের পর এই কার্য্য কায়স্থের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই জন্য কান্যকুব্জাধিপতি ব্রাহ্মণগণের দেহ ও আদিশূরের যজ্ঞের হবি রক্ষার্থ পঞ্চজন কায়স্থবীরকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। যজ্ঞ-কার্য্যে কায়স্থের উপস্থিতি বিধিসিদ্ধ ছিল এবং তৎকারণেই কায়স্থপঞ্চক এদেশে আসিয়াছিলেন। সেই পঞ্চবীর ক্ষত্রপ কায়স্থ যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া মহারাজাধিরাজ আদিশূরের যজ্ঞাঙ্গ পালন করিয়া-ছিলেন। ফিরিঙ্গীজাতির অভ্যুদয়কালে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে বৈদিক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অগ্নিহোত্র মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ নবদ্বীপাধিপঃ সুধীঃ ॥"

(ক্ষিতীশবংশাবলী)

তৎকালে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করায়, কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়াসনে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। হিন্দুর যজ্ঞে কায়স্থের এতটা অধিকার থাকিলেও তাঁহারা সর্ব্ববর্ণের গুরু ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। মৌদ্গল্যগোত্র পুরুষোত্তম দত্ত দাস বলিয়া পরিচয় দেন নাই। এজন্য মহারাজ তাঁহাকে "নিষ্কুল" করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দত্তের পৌত্র মহারাজ বল্লালের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি কহিয়াছিলেন,—

"দত্ত কারো ভৃত্য নয় শোন মহাশয়।
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়।"

এই কথা শুনিয়া রাজা নারায়ণকে কৌলীন্য দিলেন না কিন্তু নারায়ণ মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, বল্লালের রাজকীয়কার্য্যে তিনি প্রধান মহাসান্ধিবিগ্রাহিক পদ প্রাপ্ত হন। নারায়ণ মহাশক্তিধর পুরুষ ছিলেন, মহারাজ বল্লাল তাঁহার মর্য্যাদা অন্য উপায়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর জয়ন্ত যে পত্র কান্যকুব্জাধিপতিকে লিখিয়াছিলেন তাহা এই,—

"সুকৃত সুকৃত সংহাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষাঃ,
লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ॥
সুজিতসুগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্তু॥"

(মিশ্রকারিকা)

অর্থাৎ কীর্ত্তিবান্, সুকৃত, যজ্ঞের বিঘ্নকারিগণের নিহন্তা ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই প্রকার বেদজ্ঞ দ্বিজকুলবরজাত ব্যক্তিকে মহারাজ

আদিশূর বঙ্গরাজ্যে প্রার্থনা করেন। আরও আছে—

"যজ্ঞার্থে যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ নরাধিপ।
নোচেৎ দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥"

অর্থাৎ কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রকেতু বীরসিংহের নিকট বলিয়াছিল, "মহারাজ রাজাধিরাজ আদিশূর যজ্ঞার্থে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন ক্ষত্রিয়কে চাহিতেছেন। যদি না দেন তবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।"

আমরা বলি বঙ্গদেশ তখন শূদ্রপূর্ণ। বৌদ্ধবিপ্লবে সমস্ত দেশ প্লাবিত। তখন শূদ্রবাস বঙ্গদেশে, শূদ্র আনিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। শূদ্র-কথা একেবারে মিথ্যা এবং অবিশ্বাস্য।

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায ভূপতিঃ।
অঙ্গীকারং তদা কৃত্বা লিখনং প্রদদৌ নৃপঃ॥"

(মিশ্রকারিকা)

মহারাজ চন্দ্রকেতু বীরসিংহ দ্বিজাতিবর্গকে পাঠাইব বলিয়া অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন।

বঙ্গেশ্বরো মহারাজ পুত্রেষ্টিং সমন্বুষ্ঠিতঃ।
তদর্থেঃ প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥

(শালিবাহন)

অর্থাৎ বঙ্গেশ্বরের যজ্ঞের জন্য দশজন দ্বিজ প্রেরিত হইয়াছিল। এই শ্লোকটা অতি প্রাচীন মযুভট্ট নামক কুলজী গ্রন্থে আছে, ধ্রুবানন্দ এবং অন্যান্য গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণ রায়ের সভাসদ্ ছিলেন। এই রাজা প্রেমনারায়ণ, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্রের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র।

আজকাল অনেকেই শব্দ-কল্পদ্রুমের ও দেবীবরের নামে যে সকল

বচন তুলিয়া যাহার মূলে কিছুই নাই এবং যাহা ভ্রান্ত তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিয়াছেন। তাহার কারণ আর আমরা কিছুই মনে করি না, কেবলমাত্র তৎকালে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণের উপবীত আন্দোলন সেই সময়ে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ সমাজে অনেকগুলি দল হইয়াছিল। প্রত্যেক দল, কে বড় কে ছোট বলিয়া মহা হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল। শোভাবাজারের রাজাদের দল, ছাতুবাবুর দল, হাটখোলার দত্তদের দল, নরাইলের জমিদারদের দল, এই প্রকার বহু ক্ষুদ্র দল ছিল। সেই সময়ে রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করিয়া শোভাবাজারের সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট গেলেন, তখন রাজাবাহাদুর আঁদুলের রাজাকে সামাজিক উচ্চ স্থান দিতে অস্বীকার করায় সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। তাহারই কারণে "শব্দ-কল্প-দ্রুমে" কায়স্থের শূদ্রত্ব ঘোষিত হইল। অসাধারণ পণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শোভাবাজারের রাজা বাহাদুরের প্রিয়দৌহিত্র পণ্ডিতকুলচূড়ামণি আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাস্তবিক শোভাবাজারের রাজাবাহাদুর নিজেকে কখন শূদ্র বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গ্রন্থ স্বত্ব আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে দিয়া যান। তিনি শব্দ-কল্প-দ্রুমের নূতন সংস্করণে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর, কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও ৺বরদাকান্ত মিত্রবর্ম্মা বাহাদুর উভয়েই যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়োচিত বৈদিক সংস্কার গ্রহণ করিয়ারাজাবাহাদুরের প্রবল ইচ্ছা পালন করিয়াছেন। শোভাবাজারের রাজ পরিবারবর্গের সেই অবধি শূদ্রনাম চিরতরে ঘুচাইয়াছেন। এইক্ষণে দেববংশকে কাহারও শূদ্র বলিবার আর অধিকার নাই এবং কুমার

উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সেই শ্রাদ্ধসভায় নরাইল, হাটখোলা ও পাথুরিয়াঘাটার প্রত্যেক দলপতি ও প্রধান প্রধান বঙ্গদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া দেববংশকে পবিত্র ও ধন্য করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ যিনি "বসুধৈব কুটুম্বকম্" মনে করিতেন, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষরা ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য বর্ণের ছাত্র লওয়া যাইতে পারে কি না সেই সম্বন্ধে এক রিপোর্ট চান। তদুত্তরে মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর ১৮৫১ ইংরেজীর ২০শে মার্চ্চ তারিখেই বা ১২৫৭ সালের ৭ই চৈত্র তারিখে রিপোর্ট পাঠান। তাহাতে লেখা আছে, "বৈদ্য যখন পড়িতে পারে, বিশেষতঃ যখন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা এবং হিন্দুস্কুলের ছাত্র অমৃতলাল মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পারিতেছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পারিবে না কেন? বিশেষতঃ কায়স্থ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি।" (বিদ্যাসাগর ২২৫ পৃঃ)

অপর হাটখোলার দত্ত মহাশয়রা রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরের "কায়স্থ বয়ান" নামক গ্রন্থের সাহায্যে ১২১৩ সালে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। বল্লালের তান্ত্রিকতা মোহজালে ও রাজকীয় মায়ায় বঙ্গসমাজে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ হইয়াছিল। তৎকারণেই ব্রাহ্মণ ব্যতীত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন সকলকে শূদ্রাচারী বলিয়া গিয়াছেন। তাই আজ সুসভ্য আর্য্য কায়স্থজাতি হতভাগ্য বঙ্গদেশে শূদ্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া বিপদাপন্ন হইয়াছেন এবং শূদ্র বলিয়া সর্ব্বত্র অভিহিত হইতেছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের মত বঙ্গের অসাধারণ পণ্ডিত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি মহাশয় শব্দ-কল্পদ্রুমের প্রক্ষিপ্ত জাল বচন সকল দূরীভূত করিয়া নিজের সুপ্রসিদ্ধ বাচস্পত্যাভিধানে

পুরাণ প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যে সমস্ত কায়স্থ বল্লালের কৌলিন্যমর্য্যাদায় মোহাবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহারা নিজেকে শূদ্রাপবাদটা বেশী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারা সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে নিজেকে দাস বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, বরং গৌরবের বিষয় মনে করেন কিন্তু স্মার্থ রঘুনন্দন বসুঘোষকে শূদ্রশ্রেণীতে ফেলিলেও তাঁহার 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে' মিত্র ও দত্তের স্থলে উপাধিতে দাস ব্যবহার করেন নাই। যথা—

"শিবদত্ত প্রপৌত্রী, ব্রহ্মদত্ত পৌত্রী, বিষ্ণুদত্ত পুত্রী, যজ্ঞদত্তা কন্যা, শিবমিত্র প্রপৌত্রায়, রামমিত্র পৌত্রায়, বিষ্ণুমিত্র পুত্রায়, রুদ্রমিত্রায় তুভ্যং সম্প্রদদেইতি।"

আবার আজকাল কেহ কেহ চৈতন্যচরিতামৃতের জন্য ও কায়স্থকে শূদ্র বলিতেছেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৈদ্য টীকাকার ভরতমল্লিক, দুর্জ্জয়দাস প্রভৃতি নিজেকেও যখন শূদ্র বলিয়াছেন। তখন ইহা আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের বিনয় ও দৈন্য প্রকাশ। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটককার তাঁহার গ্রন্থে কেশব বসুকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে প্রমানিত হইতেছে, সে সময়ে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। মহাত্মা হরিহোড়ের কথা অনেকে অবগত আছেন। এই বংশ চিরকাল উপবীত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণবসমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও বহুশিষ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদিগকে "প্রভু কায়স্থ" বলিয়া থাকে। কায়স্থদের ৭২ ঘরের মধ্যে চিরকাল এই বংশের উপবীত রক্ষা করায় কায়স্থজাতির পক্ষে শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন হয় না। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, মহাপ্রভুর সময়ে এই কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতেন, তাহাই লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, কায়স্থের

বর্ণ নাই। উহারা শূদ্র, অপর কেহবা একটা নূতন জীব বলিয়া বলিতেছেন, "ওহে বাপু! শূদ্র নাম শুনিয়া তোমরা বিচলিত হও কেন? প্রাচীন আর্যগৌরব যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন শূদ্রও সমাজে স্থান পাইয়া উন্নতির পথ দেখাইয়াছিল।" ইহার উত্তরের আমরা বলি "ওহে বাপু! বেদসংহিতায় শূদ্রের স্থান নাই। তাহাদিগকে আর্য্যেরা অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। বিশেষতঃ শূদ্রাতে দ্বিজের আত্মা জন্মগ্রহণ করিত না। দ্বিজ চিরকাল দ্বিজার সঙ্গেই বিবাহাদি করিয়া আসিয়াছেন। যে স্থানে তাহার বিপর্য্যয় হইয়াছে, সেই স্থানেই বর্ণসঙ্কর উদ্ভব হইয়াছে। বৈদিক আর্য্য এবং শূদ্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি, মৈত্রী উপনিষদে,—"অযাজ্যযাজকাঃ শূদ্রশিষ্যাঃ।"

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণের শূদ্র শিষ্য তাঁহারা অযাজ্যযাজী। শূদ্রগণের প্রতি আর্য্যগণের কঠোর দৃষ্টি ছিল। চিরকাল তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

> শূদ্রাস্তু কারয়েৎ দাস্যং কৃতমকৃতমেব বা।
> দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥"

অর্থাৎ শূদ্র কৃত বা অকৃত হউক ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবার জন্যই ব্রহ্মা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ জাতির প্রতি মনু যে প্রকার আইন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আজ ইংরেজও আমাদিগকে তাহাই করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "আমরা একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, আর ওহে ভারতবাসি! তোমরা অনার্য্য শূদ্র" আজ আমরা সর্ব্বত্র অপমানিত, ঘৃণিত হইয়া আছি, কারণ তাঁহারা বলিতেছেন, আমরা ধর্ম্মপ্রচারক, এই কারণে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করি ও যুদ্ধ করি বলিয়া অসিজীবী ক্ষত্রিয় এবং ইণ্ডিয়া

হাউসে বসিয়া কলম পেশি বলিয়া মসীজীব ক্ষত্রিয়, আর কৃষি তোমরাই কর। তোমরা উৎপন্ন করিলে আমরা জাহাজ ভরিয়া লইয়া যাই, সুতরাং বাণিজ্য করি, গোপালন উপলক্ষে তোমাদের গোবংশ নিঃশেষ করিয়াছি, সুতরাং আমরা ত্রিবর্ণ, তোমরা শূদ্র। আমাদিগের মাতা ভগিনী Native Females বলিয়া অভিহিত, "তাঁহাদিগের" সমস্তই European ladies only— বলিয়া কি বিজাতীয় দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। আমরা বলি, এমন একদিন আসিবে, তাহাতে যে ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বলিয়া যাঁহারা গৌরব করিতেছেন তাঁহাদিগেরও শেষ হইবে। আবার কিছুদিন হইল আর একদল উত্থিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কায়স্থ জাতির উৎপত্তি অতি বিশুদ্ধ, বৃত্তি ভাল, চালচলন অতি উত্তম, সুতরাং এই বিশুদ্ধ কায়স্থজাতি এই গৌড়বঙ্গের সমাজে উচ্চ স্থান পাইবে তাহাতে আর অন্যায় কি? কারণ দেখা যাইতেছে, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয় বদান্যতা, শিষ্টাচার, সৎসঙ্গ ইত্যাদি গুণে কায়স্থরা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি হইতে হীন নহে, ইহাও সত্য। অপর কায়স্থরা বংশানুক্রমে রাজ্যভোগ ও রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন ভূস্বামী ইঁহারাই ছিলেন, দেব ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা, পূজা, মাতৃ পিতৃভক্তি, অতিথিসেবা এই সমস্ত কার্য্যে তৎপর। কোন জাতিই এই জাতিকে অতিক্রম করিতে পারেনি। এই কারণে ব্রাহ্মণের পরে কায়স্থের স্থান দিতে আদৌ অন্যায় নহে। বিশেষতঃ এই জাতি মৌলিক জাতি। তাহার উত্তরে আমরা বলি, আর্য্যদের ধর্ম্মগ্রন্থে চাতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত কোন মৌলিক জাতির উল্লেখ নাই, এবং এই চাতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত যে সমস্ত বর্ণসঙ্করের উল্লেখ আছে, তাহাদের ধর্ম্ম শূদ্রধর্ম্ম পাইবে বলিয়া মনু বলিয়াছেন যথা—

"স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানান্তু স্বধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥"

(মনু, দশম অধ্যায়)

অর্থাৎ দ্বিজাতি ব্যতীত অপধ্বংসজ সকলেই শূদ্রের সমান ধর্ম্মী হইবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বলিয়াছেন—

"শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরণ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করা।"

মহাভারতে আছে—

"চতুর্ণামেব বর্ণনামাগমঃ পুরুষর্ষভঃ।
অতোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতা॥"

(শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষ, ১ | ৯ | ৬)

অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই বর্ণসঙ্কর। তবে কায়স্থকে তাঁহারা বর্ণসঙ্কর না বলিয়া ধর্ম্মসঙ্কর বলিতেছেন। কারণ আর্য্যেরা ধর্ম্মসঙ্করতা স্বীকার করেননি। বর্ণমাত্র চারিটী, পঞ্চমবর্ণ কোথায়ও নাই, তবে একবর্ণ মধ্যে বহুজাতি আছে। কিন্তু সেই সমস্ত জাতি সেই বর্ণের অন্তর্গত। কারণ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবসা গ্রহণ করায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। যথা,—ব্রাহ্মণের মধ্যে দ্রাবিড়, কনৌজিয়া, বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বৈদিক, অগ্রদানী, তীর্থযাজী, দেবল, গণক, বাভন্, ইত্যাদি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তেমনি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে রাজপুত, চান্দ্রসেনী, ব্রহ্মক্ষত্রিয়, ক্ষত্রপকায়স্থ, সূর্য্যধ্বজ, গৌর মাথুর, প্রভৃতি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"চন্দ্রাদিত্য মনুনাঞ্চ প্রসবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্যা ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥"

অর্থাৎ চন্দ্র, আদিত্য, ও চতুর্দ্দশ মনুর সন্তান সন্ততিগণ ক্ষত্রিয়। আর ব্রহ্মার বাহুদেশ হইতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে,—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রানা নৃপসত্তম।
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখাশ্চ সমুদ্গতাঃ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। রাজপুতনার ইতিহাসে আমরা আরও কতকগুলো ক্ষত্রিয়ের পরিচয় পাই, যথা—প্রমার, গিহ্লোট; ইঁহারা অগ্নিকুলজাত ক্ষত্রিয়। এই প্রকার ক্ষত্রিয় আবার যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন হিন্দুদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল তৎকারণে কান্যকুব্জাধিপতি "বৌদ্ধবিধ্বংসহেতবে" কতকগুলো যজ্ঞকুণ্ড হইতে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন যথা—পরিহর, চালুক্য ও চৌহান। বঙ্গদেশের পালরাজত্বে ইঁহারাই সনাতন বৈদিকধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদিশূরের মৃত্যু হইলে পর তৎপুত্র ভূশূর, এই গৌড়বঙ্গের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। কায়স্থক্ষত্রপ পালরাজ গোপাল দেবের পুত্র ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রাঢ়দেশে পলায়ন করিলেন, এবং তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। Col Garret's Ain I Akvari, vol 2nd page 145) ভূশূর তাঁহার মহাবীর পিতা জয়ন্তশূর বা আদিশূরের ন্যায়

বীর পুরুষ ছিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণে পরম ভক্তি ছিল। তাঁহার কর্ত্তৃক এই ব্রাহ্মণ সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, যথা: রাঢ়ী ও বারেন্দ্র। যাঁহারা গৌড়রাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন; যাঁহারা রাঢ়দেশে বাস করিতেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইলেন। ভূশূরের রাজধানী বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে "সাতশইকা" বলিয়া যে পরগণা আছে তাহা কাটোয়ার কিছু দূরে মন্তেশ্বর বলিয়া থানার সন্নিকট "শূরনগর" বলিয়া খ্যাত ছিল। ভূশূর নিজ রাজ্যে ব্রাহ্মণের মান মর্য্যাদা যথেষ্ট রক্ষা করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে পর তৎপুত্র ক্ষিতিশূর পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্টপরিমাণে ভক্তি ও সম্মান দেখাইতেন, এবং তিনি ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমা সকলের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষিতিশূর এতদূর ব্রাহ্মণভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন যে রাঢ়দেশে আজও ব্রাহ্মণপ্রভাব বিদ্যমান আছে। ক্ষিতিশূরের মৃত্যু হইলে পর অবনীশূর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তিনি অত্যন্ত তান্ত্রিক ছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ কায়স্থরা প্রচুর পরিমাণে তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে পর তৎপুত্র আদিত্যশূর রাজ্যগ্রহণ করেন, ঐ সময়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ সকল পুনরায় এই গৌড়বঙ্গে আসিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগকে মহারাজ যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে যে সকল কায়স্থরা বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পাইয়া রাঢ়াধিপ আদিত্যশূর আপনাকে ধন্য, ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চাননকুলকারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"নর্ম্মদায়াস্তীরে পুরীং কর্ণালীতি মনোহরম্।
মহৈশ্বর্য্যময়ং সৌরং বিশ্বকর্ম্মেণ নির্ম্মিতং॥

তথা শ্রীকর্ণ সস্ত্রীকমভৎ তৎপুরীশ্বরঃ ।
তৎসুতেন পুরীং দত্ত্বা ধর্ম্মরাজপুরং যযৌ ॥
তদ্বংশজো বসুমতী সিংহাখ্যশ্চ নরেশ্বরঃ ।
তদ্বংশজাঃ ক্রমেনৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ ॥
অযোধ্যাবসতিঃ কেচিৎ কান্যকুব্জ সমাগতা ।
রাণাভূপালপুত্রশ্চ রাণা গোপাল সংজ্ঞকঃ ॥
তস্যাত্মজোঽনাদিবরসিংহঃ খ্যাতো মহাবলী ।
ধার্ম্মিক সত্যবাদী চ জিতেন্দ্রিয়ঃ সদাশয়ঃ ॥
মহাধনুর্দ্ধরো বীরঃ কুলশ্রেষ্ঠ কুলাধিপঃ ।
রাজকার্য্য পরিজ্ঞাতা সর্ব্বকার্য্য বিশারদঃ ॥”

অর্থাৎ নর্ম্মদার তীরে মনোহর কর্ণালী নামে একটী সুন্দর গ্রাম আছে, এই গ্রাম বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত মহৈশ্বর্য্যময় ও সূর্য্যোপাসক কায়স্থ সকল বিদ্যমান। সস্ত্রীক কর্ণ এই পুরের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজ পুত্রকে এই পুরী দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহারই বংশে বসুমতী সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে ভারতের নানা স্থানে গিয়া বাস করেন, কেহবা অযোধ্যবাসী কেহবা কান্যকুব্জে গমন করেন। তন্মধ্যে রাণা ভূপালের পুত্র রাণা গোপাল ও তৎপুত্র রাণা অনাদিবর সিংহ। তিনি ধার্ম্মিক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদাশয়, মহাধনুর্দ্ধর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ, কুলাধিপ ও রাজকার্য্য পরিচালনায় বিশারদ ছিলেন। এই সিংহবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ রাণা উপাধি পাইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগকে “ কায়স্থ অবতার” বলিত। সেই সূর্য্যঘোষ-বংশধরগণ গৌড়বঙ্গে আসিয়াছিলেন। (পঞ্চাননকারিকা)

বঙ্গজ কায়স্থের পরিচয়ে নিম্নপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়।

রাঢ়ে চ স্থাপিতং পূর্ব্ব পশ্চাৎ বঙ্গেবিশেষতঃ।
চন্দ্রদীপঃ শিরঃ স্থানং যথা কুলীনমণ্ডলম্ ॥
বসুবংশেষু মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপুষণৌ।
ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজো মহাকৃতিঃ ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে অশ্বপতি স্তথা।
দত্তে নারায়শ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ ॥
নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দস্তু নাথকঃ।
চন্দ্রশেখর দাসস্তু সেনে গঙ্গাধর স্তথা ॥
দামোদরঃ করখ্যাতো দামস্তুষাপতি স্তথা।
পালিতে জনসঙ্গ স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ ॥
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহা বংশেষু কৃষ্ণকঃ ॥
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈবঃ ধরেতু ব্যাসসঙ্গকঃ।
প্রভাকরস্তু নন্দীস্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ।
অধিপপতি রিতিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
সোমেবংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকর স্তথা।
নারায়ণে সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে ॥
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারি বিষ্ণুসঙ্গকঃ।
আঢ্যে ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনেচ উষাপতিঃ ॥
বঙ্গজাঃ ইতি নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা ॥

(মিশ্রকারিকা)

কায়স্থ প্রথমে রাঢ়দেশে বাস করেন, তৎপর পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বঙ্গজ নামে এক শ্রেণীর কায়স্থ হইলেন। যাঁহারা রাঢ়দেশে থাকিলেন তাঁহারা দক্ষিণারাঢ়ী ও উত্তরারাঢ়ী বলিয়া খ্যাত হইলেন। মহারাজাধিরাজ বল্লালের সময় যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের নাম বসুবংশে লক্ষ্মণ ও পূষণ, ঘোষবংশের চতুর্ভুজ, গুহবংশের দশরথ, মিত্রবংশে অশ্বপতি, দত্তবংশে নারায়ণ, নাগবংশে বীর দশরথ, নাথবংশে মহানন্দ, দাসবংশে চন্দ্রশেখর, সেনবংশে সামন্ত গঙ্গাধর, করবংশে দামোদর দামবংশে উষাপতি, পালিতবংশে জয়, চন্দ্রবংশে নারায়ণ, পালবংশে আব, রাহাবংশে কৃষ্ণ, ভদ্রবংশে দিগম্বর, ধরবংশে ব্যাস, নন্দীবংশে প্রভাকর, দেববংশে কেশব, কুণ্ডবংশে অধিপতি, সোমবংশে বংশধর, সিংহবংশে রত্নাকর রক্ষিতবংশে নারায়ণ, অঙ্কুরবংশে বেদগর্ভ, বিষ্ণুবংশে দৈত্যারি, আঢ্যবংশে ত্রিলোচন, এবং নন্দনবংশে উষাপতি ইঁহারা রাঢ় হইতে ক্রমাক্রমে পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিলেন, তাই বল্লাল বঙ্গজ বলিয়া সম্মানিত করিলেন এবং ইঁহাদিগকে রাজাপুর রাজরাট, সপ্তপুর, সপ্তগ্রাম দান করিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এইসমস্ত ক্ষত্রপকায়স্থগণ ধনজনে পরিপূর্ণ হইয়া এই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে নিরুপদ্রবে সপরিবারে মহাসুখে আত্মীয়স্বজন লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, তাই মিশ্রকারিকায় এই প্রকার লিখিত আছে—

সমৃদ্ধৈতানি গ্রামানি সপ্তবিংশ নিঃহৃষ্টধীঃ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্যঃ আদিত্যশূরো নৃপোত্তমঃ॥
এতেষাঞ্চ সূতাঃ সর্ব্বে পুনর্দ্দেশান্তরং গতাঃ।
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ॥
উগ্দদক্ষিণরাঢ়ৌচ বঙ্গ বারেন্দ্রকৌ তথা।

ইতি চতস্রঃ সজ্ঞাস্য্যস্তত্তদ্দেশ নিবাসনাৎ ॥
স্থানভেদাচ্চ তে সর্ব্বে আচারস্তরতং গতাঃ ।
যেষু স্থানেষু যদধর্ম্ম কুলাচারস্য যাদৃশঃ ॥
(মিশ্রকারিকা)

অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ আদিত্যশূর পরমানন্দে এই সকল ক্ষত্রপ-কায়স্থগণকে ২৭খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই সকল কায়স্থগণ ক্রমে ক্রমে দেশ দেশান্তরে বিভক্ত হইয়া উত্তর দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ ও বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত হইলেন। স্থানের গুণে তাঁহাদের আচার ব্যবহার বিভিন্ন হইয়াছিল। পৌরাণিকযুগে চিত্রগুপ্তের দ্বাদশধারা বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যথা—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিচোৎকলাঃ ।
পঞ্চগৌড়া সমাখ্যাতাঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদাঃ ॥
চিত্রদেবস্য শ্রেণী চ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতাঃ ॥
কালিঞ্জরং গুজ্জরাটং নন্দী গ্রামক দ্রাবিড়ম্ ॥
কান্যকুব্জং অযোধ্যায়াং ক্রমেণ মথুরাং গতাঃ ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেনৈব দক্ষিণরাঢ় মেবচ ॥
ওড্রেচ কামরূপে চ গৌড়েবারেন্দ্রদেশকে।
এতেযাঞ্চ সূতা যে বৈ তেহপি তদ্দেশসঙ্গকাঃ ॥

অর্থাৎ সারস্বৎ, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, উৎকলখণ্ড ইহাদিগকে পঞ্চগৌড় বলিত। এই দেশবাসী কায়স্থরা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইহাঁদিগের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত দেবের বংশাবলীরা ক্রমান্বয়ে একদেশ হইতে অন্যদেশে গমন করিয়া কালিঞ্জর, গুজরাট, নন্দীগ্রাম,

দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ ও অযোধ্যা, মথুরা, রাঢ়, বঙ্গ, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ও উত্তররাঢ়, কামরূপ, গৌড় এবং বারেন্দ্রভূমিতে গমন করিয়া ঐ সব দেশের নাম অনুসারে খ্যাত হইলেন। বঙ্গে বারেন্দ্র কায়স্থগণ মহারাজ বল্লালসেনের সময় এই গৌড়বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কাশ্যপ গোত্রীয় ভৃগুনন্দী চাকরী উপলক্ষে কোলাঞ্চ হইতে নন্দীগ্রাম আবার নন্দীগ্রাম হইতে অন্যান্যস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিত্যশূরের রাজধানী বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার নশীপুরের দেড়মাইল উত্তরপূর্ব্বে ভাগীরথীতটে যে প্রাচীন গ্রাম "সিংঙ্গা" নামে খ্যাত আছে, সেই সিঙ্গার চার মাইল দক্ষিণে "শূরপুর" বলিয়া খ্যাত ছিল। কিন্তু প্রাচীন কীর্ত্তি সকল ভাগীরথীর তরঙ্গে ও মুসলমানের কৃপায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি সেই স্থানে "রমনা"দিঘি বলিয়া যে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে তাহা তাঁহারই পৌত্র রাজা অনুশূর কাটাইয়াছিলেন, আর পঞ্চানন কারিকায় লিখিত আছে, আদিত্যশূর সোমঘোষকে সাতাইশ শতখানি গ্রাম দান করিয়া সামন্তরাজ করিয়াছলেন। সেই আদিত্যশূরের রাজধানীকে সিংহপুর গড় বলিত। আদিত্যশূরের মৃত্যুর পর ধরাশূর রাজ্যলাভ করেন, তাঁহার সময়ে রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে সচ্ছোত্রিয় ও কুলাচল বলিয়া দুইটী অংশে বিভক্ত করেন, ধরাশূর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন না। এই সময়ে গৌড়াধিপ নারায়ণ পাল আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। তাহাতে ধরাশূর ও তৎপুত্র অনুশূর উত্তররাঢ় ত্যাগ করিয়া দক্ষিণরাঢ়ে প্রস্থান করিলেন এবং সেই স্থানে গিয়া পালবংশের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাধীন সামন্তরাজ বলিয়া খ্যাত হইলেন। এই সময় পাঁচথুপি হইতে ঘোষবংশ, ফতেসিংহে সিংহবংশ বীরভূমে মিত্রবংশ দক্ষিণখণ্ডে শাণ্ডিল্য ঘোষবংশ ও কুসুম্বা অঞ্চলে কাশ্যপবংশ ও দত্তবাটী

অঞ্চলে দত্তবংশ ও সিংহপুর অঞ্চলে পালরাজবংশ স্বাধীন নৃপতি ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ধরাশূরের মৃত্যু হইলে পর অনুশূর দক্ষিণরাঢ়ে "গড়মান্দারণে" কিছুদিন অধিরাজরূপে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ আইন আকবরীতে এই অনুশূরকে পালবংশদিগের সামন্তরাজ বলিয়া গিয়াছেন। অনুশূরের মৃত্যু হইলে পর যামিনীশূর রাঢ় আক্রমণ করিয়া ভূরিশ্রেষ্টিপতিনগরে অথবা ভূরশুটনগরে যশোবর্ম্মার পুত্র ধঙ্গদেবকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে মহাসামন্ত ক্ষত্রপ কায়স্থগণ গৌরবের পাত্র ছিলেন। Epigraphia Indica Vol. 1st page 148) রাজা যামিনীশূর নিজ স্বজাতি ক্ষত্রপকায়স্থদিগকে ভারতের সর্ব্বত্র রাজ-সভায় সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি সহস্র সহস্র মন্দির পুনঃ সংস্কার করাইয়াছিলেন! যামিনীশূরের মৃত্যু হইলে পর রণশূর দিগ্বিজয় উপলক্ষে গৌড় আক্রমণ করেন, এবং বিপুল রণকুশল ক্ষত্রপকায়স্থসৈন্যের দ্বারা ধর্ম্মপালকে বিতাড়িত করিয়া তৎপ্রদেশ দখল করিয়াছিলেন। (Dr. Hulzsch's Solli Indian inscription Vol 1st page 98) সেই সময়ে দিগ্বিজয়ী মহাবীর, ক্ষত্রপকায়স্থদিগকে সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় বলিয়া উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যপতি কায়স্থরাজ রাজেন্দ্র চোল তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে রণশূরের বারেন্দ্রভূমি জয় করিবার ইচ্ছা হয়। তিনি বারেন্দ্রভূমে গিয়া প্রথম মহীপালকে নিহত করিয়া বারেন্দ্রভূমি জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রণশূরের এক পুত্র বরেন্দ্রশূর জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর আমরা প্রদ্যুম্নশূরের নাম পাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রদ্যুম্নশূর প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে বহু শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নশূরের মৃত্যু হইলে পর হুগলি জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীকুণ্ড গ্রামে নিজ রাজধানী স্থাপন

করেন, এই সময়ে সেনবংশীয় বিজয়সেন বিজয়রাজ বলিয়া খ্যাত হইয়া সমস্ত গৌড়বঙ্গের অধিকারী হইলেন। লক্ষ্মীশূর কর্ত্তৃক শূরবংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া গেল। এক্ষণে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ-শূরবংশ বিদ্যমান।

আদিশূরের দৌহিত্রবংশে বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।

গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীং স্তানেনেন প্রতিদিনরণভাজা
যে জিতা বা হতা বা।
ইহজগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বঃপুরুষ ইতি সুধাংশৌ
কেবলং রাজশব্দঃ॥
সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যা বিজেতুস্তুলাং কিং
রামেন বদাম পাণ্ডবচমুনাথেন পার্থেন-বা।
হেতোঃ খড়গলতাবতংসিতভুজামাত্রস্য যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটি পিনদ্ধবসুধা চক্রৈকরাজংফলম্॥
একৈকেন গুণেন যৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্বন্ত্য পরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুতিথৈর্দ্ধীমান্ জবানদ্বিষো
বৃত্তস্থান পুষচ্চক্কার রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ॥
দত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বী পুরীকুর্ব্বতা
বীরাস্থগ্নিপিলাঞ্চিতোঽসিরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতী ভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিং।

বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি ১৬।১৯ শ্লোক।

অর্থাৎ আদিশূরের দৌহিত্রবংশে বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। সামন্তসেন ও হেমন্তসেন হইতে প্রভাব ও খ্যাতি আরম্ভ হয়, কিন্তু বিজয়সেন হইতেই গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়; এই বিজয়সেনের মত রণ-পরায়ণ বুদ্ধিমান সেনবংশে স্বাধীন ক্ষত্রপকায়স্থ নৃপতি আর জন্মান নাই। কায়স্থ কবি উমাপতিধর লিখিয়াছেন—রণস্থলে বিজয়সেন বহুস্বাধীন নৃপতিকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছেন। এই নৃপতি কেবলমাত্র মহারাজ বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন, অসংখ্য কপীন্দ্রপতি রাম ও পাণ্ডব চমূনাথের সহিত তুলনা করিতে পারি। ইনি খড়্গের দ্বারা ও ভুজের দ্বারা সমুদ্র বেষ্টিত পৃথিবীকে এক রাজ্য করিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি এক এক ক্ষমতায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইনি কোন ক্ষমতার দ্বারাতে সংহার করিতেন, কোনটার দ্বারা রক্ষা করিতেন, কোনটার দ্বারা সৃষ্টি করিতেন। ইনি বহুগুণে বিভূষিত হইয়া শত্রু দমন করিয়াছিলেন ও আশ্রিতগণকে পালন ও প্রজা স্থাপন করিয়া স্বয়ং দেব বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি নিজ অধিকৃত ভূমির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া প্রতিপক্ষ শত্রুদিগকে দিব্যভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই কারণেই তিনি বসুমতী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং শত্রুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়া-ছিল।

তাঁহার কৃত সেই স্বর্ণময়ী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাঙ্গাভরণ ভূষিতা ব্রাহ্মণ কায়স্থের আদি বঙ্গজননী আজ সর্ব্ববিষয়ে অন্ধকারসমাপন্না কালিমাময়ী, আজ সমস্তই হৃতসর্ব্বস্ব। এই বঙ্গের আদি ব্রাহ্মণ কায়স্থের শিক্ষা দীক্ষা আজ মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইহাঁদের সেই অপরূপ স্বর্গীয় প্রেম, শান্তি চিরতরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাই আজ সহস্র সহস্র লেলীহান অগ্নিশিখা মহাভৈরবদের অট্টহাস্য মহাকালের মত ভীষণ আবেগে হুঙ্কার দিয়া সমাজকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে। যে ব্রাহ্মণ

কায়স্থের পবিত্রদেশে বহু সাধনায়, বহু তপস্তায় ধূর্জ্জটীর মস্তক দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া মহাপুণ্যময়ী করিয়াছে, যে যমুনাকে দেখিয়া একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত তালে তালে নৃত্য করিতেন, সে ! গঙ্গা যমুনা আর দেখিতে পাই না তাই কবি প্রাণের আবেগ গাহিয়াছেন "যমুনা এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী" যে গয়ার গদাধরের পদচিহ্নে পিণ্ড দিয়া কত ব্রাহ্মণ কায়স্থ পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিয়া আসিতেছেন, যে দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব মুক্তিপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশে মহাপ্রভূ চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মস্থল ছিল, যে দেশ বেদবিধিপালনকারী বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ কায়স্থের আদি জন্মভূমি মহাক্ষেত্র, কত কালের কত সাধনার অপূর্ব্ব কর্ম্মস্থল, তাহা আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে। যে দেশ এত পবিত্র এত গৌরবান্বিত, যাহার উর্দ্ধে সুনীল মুক্ত গগন, সূর্য্যদেব উঠিলে প্রভাতের আলোকেও মেঘমালা বিরাজ করে, তৎপর আবার সন্ধ্যারাণী আসিয়া অরুণফাগ ছড়াইয়া দিয়া কোথায় মিশিয়া যায় কেন, কে জানে ? তারপর আবার কেমন কোটী কোটী তারকার মাঝখানে কোথা হইতে সেই গগনবিহারী কল্মষধ্বংসকারী জ্যোতিষাং মধ্যচারী, নিত্য উঠে, আবার কোথায় চলে যায় কেন, কে জানে ? আর নীচে সেই কেমন শস্যশালিনী সুনীল প্রান্তর তাহাতে কত স্বর্ণ প্রসব করে, এক এক ঋতু পরিবর্ত্তন হইতে না হইতেই কত স্বর্ণ দিয়া চ'লিয়া যায়, তাই বা কেন, কে জানে ? আবার তাহার গহন কাননে কত কুসুমকলি ফুটিয়া উঠে, কোথা হতে পাখী আসিয়া মাঝে মাঝে "বউ কথা কও" বলিয়া ডাকিতে থাকে, কোনটা বা "চোক্ গেল" বলিয়া প্রাণভরা আবেগে কি মধুর ব্যাথায় সেই সপ্তস্বরে সুর বাঁধিয়া কোন্ অনন্তের উদ্দেশ্যে ডাকিতে থাকে তাইবা কেন, কে জানে ? যে দেশের জননী ভগিনীর অপূর্ব্ব স্নেহ,

এত স্বর্গীয় আদর প্রেম, বুঝি কোথাও কেও জানেনা, এমন আদরের মুখচুম্বন বুঝি আর কোন দেশে কেও জানে না; তাই বলি এদেশের এমন কেন হইল? কবি বলিয়াছেন—

"দেখ না কি চেয়ে জগতোজ্জ্বল, সেই সে ভারত হিমানি অচল।
এই সে গোমুখী যমুনার জল,
সিন্ধু গোদাবরী সরযু সাজে। জান না কি সেই অযোধ্যাকোশল,
এইখানে ছিল কোলিঙ্গ পাঞ্চাল।
মগধ কনজ সুপবিত্র ধাম, সেই উজ্জয়িনী নিলে যার নাম।
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে॥
এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা, আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা।
খনা, লীলাবতী, প্রাচীন মহিলা,
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করিয়া। এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল।
প্রফুল্লস্বাধীন পবিত্র অন্তরে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটীত সমরে,
খুলে কেশপাশ দিত এলাইয়া।
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া। সমর উল্লাসে অধৈর্য্য হইয়া।"

•—::*::—•

এই সেই আমাদের প্রকৃতি দেবীর প্রিয়তম লীলাক্ষেত্র, তাই আবার বলি, বলিয়া সাধ মিটিতেছে না, এই পুণ্যভূমিতেই কি গগনস্পর্শী পর্ব্বত-শ্রেণী, কি উত্তালতরঙ্গময় নীলাম্বুসমুদ্র, কি বহুদূর প্রবাহিনী, স্রোতস্বিনী মা পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী গঙ্গে—তাহাতে কি অনন্ত বালুকাময়ী মৃত্যু ভীষণা মরুভূমি—কি বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ পুষ্পবিচিত্রা শ্বাপদসঙ্কুল গহনকানন তাল ও তমাল, কদলী, খর্জ্জুর, নারিকেল পরিবেষ্টিতা পল্লিভূমি ব্রাহ্মণ

কায়স্থের আদি জন্মভূমি, সিদ্ধচারণগণের যোগাশ্রম কিছুরই অভাব নাই। ভারতমাতা আমাদের জগতের জ্ঞান, ব্রাহ্মণ কায়স্থের ধর্ম্মতত্ত্বের আদি জননী তাই কবিগণ বলিয়াছেন—"বহু পুণ্যফলে জীব এই পবিত্র কর্ম্মভূমে জন্মগ্রহণ করে"। কিন্তু আজ আমরা সেই শ্রান্তিহরা জননী জন্মভূমির অভিশাপের কারণ হইয়া বসিয়াছি, তাই আজ বঙ্গ-সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থের নানাপ্রকার কুৎসা ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু কায়স্থ আজ হিম-গিরীর মত অচল অটল হইয়া জাতীয় মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য চিরকালের স্বভাব অনুযায়ী ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত, কত আকুতি, কিন্তু হে ব্রাহ্মণগণ! যখন বিরাট পদ্মানদীবক্ষে ইংরাজজাতির বিরাট অর্ণবপোত নদীবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা বিরাট দৈত্য সৈন্যের মত তাহার লক্ষ্যপথে যাইতে থাকে, তখন! জান না কি, কত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ভীষণ গুরুগর্জ্জন করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তখন কি দেখিতে পাওয়া যায়? তখন আমরা দেখিতে পাই, সেই সকল তরঙ্গমালা চূর্ণ ও বিচূর্ণ হইয়া হইয়া কোন্ অনন্তে মিশিয়া যায়, কিন্তু বিরাট দৈত্য সৈন্যরূপ অর্ণবপোতের কিছুই করিতে পারে না, তবে কেন এমন হইতেছে বা হইল? তাই মহাত্মা ভূদেব বাবু বলিয়া গিয়াছেন, "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস কেবলমাত্র দুইটী পাপের প্রায়শ্চিত্ত, প্রথম পাপ, স্বধর্ম্মি বিদ্বেষ, দ্বিতীয় স্বদেশী বিদ্বেষ।"

তৃতীয় অধ্যায়

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার ঐশ্বর্য্যগুলি কালের করালকৃপায় সমস্তই মুছিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে কেবলমাত্র ইষ্টকস্তূপ, খণ্ড খণ্ড প্রস্তরসমূহ উচ্চ ভূমিখণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান

হইতেছে। তাহার দুর্গের সুবৃহৎ উচ্চ প্রাচীর-পরিখা তাহার পর তাহার বিরাট সঙ্ঘারাম-বিহার-মন্দির-দীর্ঘিকা সকল ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। সেই গৌরবময়ী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা অনন্ত রত্নশালিনী সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থপ্রসূতি বঙ্গজননীর অতি আদরের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আজ কালগর্ভে নিহিতা। সেই গৌরবময়ীর আর এক্ষণে কিছুই নাই, চিনিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই, তবে আজ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির কৃপায় ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাননীয় প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রসাদে তাঁর তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা আজ যে কালের কথা বলিব সেই কালে সেই রত্নপ্রসবিনী বঙ্গজননীর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর অতি উচ্চ সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য প্রাচীর সুবিস্তৃত পরিখা বেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। কত স্থবির স্থবিরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী, উপাসক উপাসিকা সেই অভ্রভেদী ধবল-শৃঙ্গতুল্য বিহার দেবালয়সমূহে বাস করিতেন। বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল সুপ্রশস্ত রাজপথ, শ্রেণীবদ্ধ—সুদৃশ্য সৌধমালা, নানাপ্রকার দেশীয় শিল্পসম্ভারপূর্ণ সুসজ্জিত বিপনিশ্রেণী নাগরিকগণের অতুল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিত। এই কারণে নানাপ্রকারে বিদেশী পরিব্রাজকদিগকে মুগ্ধ করিত সে সমস্তই আজ রূপকথা, সে দেশও আজ নাই, সে কেবল মর্ম্মবেদনার ইতিহাস মাত্র। সে সময়ের রাজকোষের ধনরত্ন এই বাঙ্গালা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদী পারে চিরনির্ব্বাসিত হইত না। সে কেবলমাত্র আমাদিগের পিতা পিতামহের সুখ দুঃখের ইতিহাস। তাই বলিতেছিলাম, সে দেশও আজ নাই, সে ব্রাহ্মণ কায়স্থও আজ নাই, সেই সমস্ত মানবজাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গজননীও আজ নাই। সে আজ ভিখারিণী, তাহার সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আর সে "সামগান" নাই; সে তাহা জানে না সে বহুদিন ভুলিয়া গিয়াছে। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আর যাগযজ্ঞ নাই, আছে কেবল

দগ্ধোদর পূর্ণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ক্ষুৎকাম জ্যোতিহীন চক্ষুর কাতর-দৃষ্টি ; আর কায়স্থের রাজত্ব নাই, মন্ত্রী পদ নাই, সে বাহুবল নাই, রণকৌশল নাই, সমস্তই সে ভুলিয়া গিয়াছে, সে সমস্ত আজ ইতিহাসগত গল্প হইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থের শঙ্খ ঘণ্টা রব আর নাই, সেই চন্দনচর্চ্চিত রুদ্রাক্ষমালা শোভিত বপু আর নাই। আজ সেই দেবালয় ক্রোড়ে যত আবর্জ্জনাস্তূপ কত যুগযুগান্তর হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থের নিরাশাপূর্ণ বদন, বিসূচিকার ভীষণ প্রকোপ, ম্যালেরিয়ায় অস্থিপঞ্জর সার, কভু অনাহার, কভু কদর্য্য আহার, কভু বা অর্দ্ধাহার তাহার উপর ট্যাক্সরুপী রক্তশোষণকারী জলৌকাদিগের মহেৎসব, তাহার উপর কতকগুলি কদর্য্য কুসংস্কার, যেন সুবর্ণময়ী সেই বঙ্গ জননীর গলিত শবের উপর পূতিগন্ধপূর্ণ সহস্র সহস্র কীটসমূহে পরিব্যপ্ত। এই হইল এ কালের বর্ত্তমান ছবি আর সে কালের পুরাতন ছবি এত জীর্ণ হইয়াছে, যে তাহার সৌন্দর্য্য রূপরাশি ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও আমাদের লোপ হইয়াছে। সে কালের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কেহ দেশাধিপতি, কেহ মন্ত্রি কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহবা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, রণকৌশলে, অতুলবিক্রমে, দেশের ভাগ্যবিবর্ত্তন করিতেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থকে শিষ্য মনে করিতেন, কায়স্থ ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে লুণ্ঠীত হইয়া, শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু আজও কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে লুণ্ঠীত হইয়া, তাঁহাদের পিতৃ পিতামহের সংস্কার রক্ষা করিতেছেন মাত্র। কিন্তু আজ যাহা ঘটিতেছে বা হইতেছে তাহা মর্ম্মবেদনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আজ অন্নকষ্টেও অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে নিতান্ত অনাবশ্যক উৎসাহে, সে কালের সেই জরাজীর্ণ কীটদষ্ট স্থূনর সঙ্গে জাতিয়জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকারে কায়স্থজাতিকে নির্য্যাতিত করিবার প্রায়স পাইতেছেন। যাহউক,

রাজার

ভূশূরকে ... পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত করিয়া গোপালদেব পুত্র ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই পালরাজবংশকে রাজভট্ট পূর্ব্বদেশের অধিপতি বলিয়া গিয়াছেন,—M. M. Haraprasad Sastri of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol III, No. 1 Page 3. আবার চীন পরিব্রাজক "সেঙ্গচী" ৬৫০ ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সমতটে রাজভট্টকে দেখিয়া গিয়াছেন, রাজভট্ট পালরাজদিগকে ক্ষত্রপকায়স্থ বলিয়াছেন। Epigraphia Indica Vol 5th page 203. প্রসিদ্ধ আইন আকবরী অতিপ্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই পালরাজবংশকে ক্ষত্রপকায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন Col. garret's Aine Akbari Vol, 11, page 145.

এই পালবংশের প্রথম নৃপতি গোপালদেব বহুদিন রাজত্ব করেন নাই, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। গোপালদেব নালন্দার বৌদ্ধ দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বৌদ্ধাচার্য্য হইয়াছিলেন, তাই পালরাজ আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নষ্ট হইয়া আবার বঙ্গে প্রবল বৌদ্ধস্রোত প্রবাহিত হইল। ধর্ম্মপাল মন্ত্রী গর্গের সাহায্যে ও বুদ্ধির কৌশলে সমস্ত বঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে এই ধর্ম্মপাল-দেব সমস্ত শত্রুকে দমন করিয়া কান্যকুব্জের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন, তাই রাজপুতনা, মদ্র, পাঞ্জাব, হিমালয় প্রদেশ ও গান্ধার দেশ এবং সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত, তৎপর মালব, অবন্তীপ্রদেশ জয় করিয়া বৃহৎ রাজত্বস্থাপন করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের ন্যায় ধর্ম্মপালদেব নিজে ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার নিজের বংশপরিচয়ে আছে,—"বংশে মিহিরস্য জাতবান" অর্থাৎ মিহিরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"এর্য্যাস্পদস্য সুকৃতস্য সমৃদ্ধিমিচ্ছুর্য্যঃ
ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ ।
জিত্বা পরাশ্রয়কৃতি-স্ফুট নীচভাবং
চক্রায়ুধং বিনয়নম্র-বপূর্ব্ব্যরাজৎ ॥
দুর্ব্বার বৈরি (?) বরবারণ বাজিবারযানৌঘ
সংঘটম-ঘোর-ঘনান্ধকারং ।
নির্জ্জিত্য বঙ্গপতি মাবির ভূদ্ধিবস্বানুদ্যন্নিব
ত্রিজগদেব-বিকাশ-কোষঃ ॥
আনর্ত্ত-মালব-কিরাত-তুরুষ্ক-বৎস-মৎস্যাদি
রাজ-গিরি দুর্গ-হটাপহারৈঃ ।
যস্যাত্ম-বৈভব-মতীন্দ্রিয়-মাকুমার-মাবির্ব্বভুব
ভুবি বিশ্বজনীন-বৃত্তেঃ ॥"

অর্থাৎ মৈত্রীর আস্পদ্ সুকৃতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষত্রিয় নিয়ম অনুসারে বলির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরাশ্রয় হেতু যাহার নীচত্ব প্রকাশ হইয়াছিল, সেই চক্রায়ুধকে জয় করিয়াও তিনি বিনয় ও নম্রতার সহিত রাজসিংহাসনে বিরাজ করিতেন, তিনি ভীষণ বৈরীর উত্তম হস্তী, অশ্ব ও রথ সকলকে একত্রীভূত করিয়া মহা অন্ধকারের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া বঙ্গাধিপতিকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া তিনি এই ত্রিভুবনে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় আবিভূর্ত হইলেন। তিনি আনর্ত্ত, মালব, কিরাত, তুরস্ক, বৎস ও মৎস্যাদি রাজগণের গিরিদুর্গ বলপূর্ব্বক জয় করিয়া অতিন্দ্রীয় আত্মবৈভব লইয়া পৃথিবীর হিতের জন্য আবিভূর্ত হইলেন। তাঁহার অভিষেককালে "গর্গের পিতা বৃদ্ধপাঞ্চাল পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।"

জয়ন্ত আদিশূরের ন্যায় ধর্ম্মপালদেব সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপকায়স্থ নৃপতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। বিক্রমশীলার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এই ধর্ম্মপালের কীর্ত্তি; ঐ স্থানে ১০৮ জন বৌদ্ধাচার্য্য থাকিতেন। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে ২০০ শত ভিক্ষু ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা পাইতেন। ধর্ম্মপাল নিজে একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হইলেও তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি "শস্ত্রার্থভাজা চলতোঽনুশাস্ত বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে" অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রার্থদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি নিজে আচার্য্য হরিভদ্র কর্ত্তৃক "অষ্টসাহসিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" বৌদ্ধগ্রন্থের ভাষ্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন। Memoris A. S. B. Vol. III, No. 1, page 5. তিনি স্বজাতি কায়স্থদিগকে মহামহত্তর দশগ্রামিক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

"যথাকালাধ্যাসানো জ্যেষ্ঠ কায়স্থ-মহামহত্তর-দশগ্রামিদাদি-বিষয় ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনো ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্ব্বকং যথার্হং মানয়তি।"

(৩২শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ধর্ম্মপালের খালিমপুরলিপি।)

তাঁহার প্রধান সামন্ত নারায়ণ বর্ম্মা "নম্ন নারায়ণ" নামে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নগরে এক বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। Journal of the Buddhist Text Society. Vol I, Part I, Page II. ধর্ম্মাপলের রাজত্বের ২৩ বর্ষে বৌদ্ধতীর্থ গয়ার মহাবোধিতলে উজ্জ্বল ভাস্করের পুত্র কেশবের দ্বারা তিন হাজার দ্রম্ম ব্যয়ে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার তীরে বহু মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। J. H. S. B, (new series) Vol. 4th, page 101.

তাঁহার আমলে তিনি কায়স্থদিগকে প্রভূত সম্মান দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রধান লেখনাধিকারের অধ্যক্ষ কায়স্থ টঙ্কদাস। (সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা ১৩১৩, ১৫৪ পৃঃ) বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় দেখিতে পাই, মহারাজ ধর্ম্মপালদেব ভট্টনারায়ণের পুত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আদিগাঞি ওঝাকে গঙ্গাতীরের "ধামসার" গ্রাম দান করিয়াছিলেন—

"রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধূনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈবিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎপুণ্যকামঃ॥"

(গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১১৭ পৃষ্ঠা ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা)

এই গ্রাম ঠিক ছাপঘাটীর মোহনা হইতে পদ্মার উত্তরতীর পর্য্যন্ত ছিল, ঐ স্থানের দক্ষিণ হইতেই রাঢ়দেশ বলিত। যতদিন ধর্ম্মপাল জীবিতছিলেন, ততদিন রাষ্ট্রকুটপতি নাগভট্ট মস্তক উত্তোলন করিতে পারেন নাই। বহুকাল রাজ্যভোগ ও নানাপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিয়া তাঁহার ভোগলিপ্সা ও রাজ্য বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা হ্রাস না হওয়ায় তিনি প্রতিহার রাজ "বাহুক ধবলের" রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহারই হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; তৎপর ধর্ম্মপালের পুত্র রাষ্ট্রকুট-রাজকন্যা রণ্ণাদেবীর গর্ভে দেবপালের জন্ম হয়। দেবপাল যৌবন বয়সে পিতৃরাজ্য গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রী দর্ভপাণির সাহায্যে ও বুদ্ধি কৌশলে উন্নতি করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে ও তাঁহার পবিত্র চরিত্রবলে উদারতায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় সকলের নিকট প্রশংসিত হইলেন। এক সময় যাঁহারা ভ্রাতৃ-বিরোধের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং শত্রুতা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাও

তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মাতুল রাষ্ট্রকুট রাজ সম্রাট ছিলেন। কান্যাকুব্জাধিপতি নাগরাজপুত্র রামভদ্র ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ছিলেন ; দেবপাল বহু সৈন্য লইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন এবং রামভদ্রকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম সীমান্ত কম্বোজ পর্য্যন্ত করয়াত্ত করিলেন, যথা—

"আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যাচ্ছিলা সংহতে·
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নোগিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়োরুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ নীত্যা
যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ॥"

(গরুড়স্তম্ভলিপি ৫ম শ্লোক)

কাম্বোজেষু চ বাজিযুবভিধস্তান্য রাজৌজসো।
হ্রেষামিশ্রিতহারি-হ্রেষিতরবাঃকান্তাশ্চিরং বীক্ষিতাঃ॥

(দেবপালের মুঙ্গেরলিপি ১৩শ শ্লোক)

ভাবার্থ—যে স্থানে মদমত্ত মাতঙ্গিনী তুল্য রেবানদী আছে (বিন্ধ্যাচল) এবং গৌরী পিতা হিমালয় পর্য্যন্ত ও সূর্য্যের উদয়াচল পর্য্যন্ত পশ্চিম সমূদ্র, দেবপাল করদ করিয়া ছিলেন। তিনি মন্ত্রী দর্ভপাণির সাহায্যে কৌশলে ও নিজভ্রাতা জয়পালের বুদ্ধিমত্তায় পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া ধর্ম্মদ্বেষিগণকে দমন করিয়া ভুবনমনমোহন এক অপূর্ব্ব রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই মহাবীর জয়পাল দেবপালের খুল্লতাতপুত্র। জয়পালের আদেশক্রমে দেবপাল উৎকল আক্রমণ করিলেন। উৎকলরাজ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

"তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ পুত্রোবভুব,বিজয়ী জয়-পাল নামা। ধর্ম্ম'দ্বিষাং শময়িতাযুধি দেবপালো যঃ পূর্ব্বজে

ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ॥ যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতেজেতুমাশাঃ সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ। আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধ্না রাজা প্রাগ জ্যোতিষাণামুপশমিত-সমিৎ সংকথাং যস্য চাজ্ঞাং॥"

(নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ৫ম ও ষষ্ঠ শ্লোক)

জয়পাল তাঁহার চরিত্রগুণে উপেন্দ্রের ন্যায় খ্যাত হইয়াছিলেন এবং জগৎকে পবিত্র ও ধন্য করিয়া ধর্ম্মদ্বেষিগণকে শাসন করিয়া নিজ ভ্রাতা দেব পালকে অপূর্ব্বরাজ্যে সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞাশিরো ধার্য্য করিয়া উৎকলাধিপতিকে বিতাড়িত করিয়া নিজে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতির সহিত যুদ্ধসংক্রান্ত বাদানুবাদ শান্ত করিয়া নিজে আত্মীয় স্বজন লইয়া চিরসুখী হইয়াছিলেন। এই জয়পালকে ছন্দোক পরিশিষ্ট প্রকাশক নারায়ণভট্ট উত্তররাঢ়ের নৃপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দেবপাল দেব ব্রাহ্মণে অতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন এবং বৌদ্ধশ্রমণগণকে সমান চক্ষে দেখিতেন। দেবপাল নিজে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কনিষ্ক বিহারে আচার্য্য সর্ব্বাঙ্গশান্তির নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মপুরে বজ্রাশন স্থাপিত করিয়াছিলেন। (Indian Antiquary, vol. 19. page 307, 312) তিনি বৌদ্ধাচার্য্যদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, ব্রাহ্মণদিগেরও পাদপূজা করিতেন। দেবপাল বহুদিন রাজত্ব করিয়া শেষ বয়সে ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং উপমন্যুৎগোত্র বেদার্থবিদ্ নিজ অধ্যাপকপুত্রকে "মেষিকা গ্রাম" নিজ পিতার আত্মার কল্যাণার্থে দান করিয়াছিলেন। (Indian Antiquary, vol. 17, page 308.) দেবপাল নিজে তাঁহার পিতা মহাবীর ধর্ম্মপালের সময়কে এই গৌড়বঙ্গের "সুবর্ণ যুগ" বলিয়া গিয়াছেন। এই বিরাট গৌড়বঙ্গবাসীকে এক বিরাট মহাজাতিতে পরিণত করিবার

প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তখনও শেষ না হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। দেবপাল উত্তর ভারতে যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি নিজে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভাষিত হইয়া এই ভারতভূমি কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমন কি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত বসুমতী ভোগ করিয়া গিয়াছিলেন। তারপর আবার উৎকল, হূণ, দ্রবিড়, গুর্জ্জরের অধিপতিদিগের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া গৌড়েশ্বর দেবপালদেব রাজত্বভোগ করিয়াছিলেন।

"আগঙ্গাগমমহিতাৎ সপত্নশূন্যামাসেতোঃ প্রতিথ
দশাস্যকেতু কীর্ত্তেঃ। উর্ব্বীমাবরুণনিকেতনাচ্চ
সিন্ধোরালক্ষ্মীকুলভবনাচ্চ যো বুভোজ ॥"

(মুঙ্গের লিপি ১৫শ শ্লোক)

"উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত-হূণগর্ব্বং খর্ব্বিকৃত
দ্রবিড় গুর্জ্জরনাথ দর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণস্বুভোজ গৌড়েশ্বর শ্চিরমুপাস্যধিয়ং
যদীয়াং ॥"

(গরুড়স্তম্ভলিপি, ১৩শ শ্লোক)

দেবপালের মৃত্যুর পর সেনাপতি কেদার মিশ্র "শূরপালকে" গৌড়সিংহাসনে বসাইলেন, বৃদ্ধমন্ত্রী গর্গ অভিষেকবারি প্রক্ষেপ করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। শূরপালের গৃহ-বিবাদের জন্য পালরাজ্যের সীমা ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। ইনি দেবপালের পৌত্র। চান্দলের ক্ষত্রপকায়স্থ ভোজদেব কর্ত্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হইল—ইহাকে "মিহির ভোজ" বলিত। চালুক্য গাঙ্গ্য ও যাদববংশ স্বাধীনতা

ঘোষণা করায় এমন কি মগধ পর্য্যন্ত অধিকৃত হওয়ায় গৌড়বঙ্গাধিপ শূরপাল বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। জয়পালের উপযুক্ত পুত্র বিগ্রহপাল আসিয়া শূরপালকে বিতাড়িত করিয়া "অজাত শত্রু" নাম গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং শূরপাল নিজ রাজধানী মুদ্গাগিরিতে লইয়া গেলেন।

(Royal Asiatic Society 1394 Page, 3.)

বিগ্রহপাল বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি হৈহয়বংশোদ্ভবা রাজকন্যা লজ্জাদেবীর গর্ভজাত নিজ পুত্র নারায়ণ দেবকে সিংহাসন দিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

তাঁহার কৃত মুদ্রার পশ্চাৎভাগে এই চিহ্ন ছিল, সূর্য্য অগ্নি পূজার বেদী উভয়পার্শ্বে, হোতার মূর্ত্তি মধ্যভাগে, নিম্নে "মগধ" এই কথা কয়টী ছিল।

(Canningham's Arch, vol. Page 152.)

এই সময় দীপঙ্কর বাঙ্গলাদেশের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহার নিজ পরিচয়ে বিক্রমপুরে বাস ছিল, তিনি কায়স্থ ছিলেন। ইনি ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নালন্দার বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই স্থানে অতি অল্পদিনের মধ্যে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হয়েন, সেই সময় সেই মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংশয় দূর করিয়া 'সহজান নামক ধর্ম্মপ্রচার করেন। পরে তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তখন নালন্দায় তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া ছিল। এই "মহাপুরুষ" অনেক সময়ে ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে ভীষণভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও জয়লাভ করিতেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছিল তাহাতে ভীত ত্রস্ত হইয়া "তিব্বতরাজ" বিক্রমশীল বিহার হইতে "দীপঙ্করকে"

প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তখনও শেষ না হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। দেবপাল উত্তর ভারতে যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি নিজে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভাষিত হইয়া এই ভারতভূমি কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমন কি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত বসুমতী ভোগ করিয়া গিয়াছিলেন। তারপর আবার উৎকল, হুণ, দ্রবিড়, গুর্জ্জরের অধিপতিদিগের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া গৌড়েশ্বর দেবপালদেব রাজত্বভোগ করিয়াছিলেন।

"আগঙ্গাগমমহিতাৎ সপত্নশূন্যামাসেতোঃ প্রতিথ
দশাস্যকেতু কীর্ত্তেঃ। উর্ব্বীমাবরুণনিকেতনাচ্চ
সিন্ধোরালক্ষ্মীকুলভবনাচ্চ যো বুভোজ॥"

(মুঙ্গের লিপি ১৫শ শ্লোক)

"উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত-হূণগর্ব্বং খর্ব্বিকৃত
দ্রবিড় গুর্জ্জরনাথ দর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ গৌড়েশ্বর শ্চিরমুপাস্যধিয়ং
যদীয়াং॥"

(গরুড়স্তম্ভলিপি, ১৩শ শ্লোক)

দেবপালের মৃত্যুর পর সেনাপতি কেদার মিশ্র "শূরপালকে" গৌড়সিংহাসনে বসাইলেন, বৃদ্ধমন্ত্রী গর্গ অভিষেকবারি প্রক্ষেপ করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। শূরপালের গৃহ-বিবাদের জন্য পালরাজ্যের সীমা ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। ইনি দেবপালের পৌত্র। চান্দলের ক্ষত্রপকারস্থ ভোজদেব কর্ত্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হইল—ইহাকে "মিহির ভোজ" বলিত। চালুক্য গাঙ্গ্য ও যাদববংশ স্বাধীনতা

ঘোষণা করায় এমন কি মগধ পর্য্যন্ত অধিকৃত হওয়ায় গৌড়বঙ্গাধিপ শূরপাল বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। জয়পালের উপযুক্ত পুত্র বিগ্রহপাল আসিয়া শূরপালকে বিতাড়িত করিয়া "অজাত শত্রু" নাম গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং শূরপাল নিজ রাজধানী মুদ্গগিরিতে লইয়া গেলেন।

(Royal Asiatic Society 1394 Page, 3.)

বিগ্রহপাল বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি হৈহয়বংশোদ্ভবা রাজকন্যা লজ্জাদেবীর গর্ভজাত নিজ পুত্র নারায়ণ দেবকে সিংহাসন দিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

তাঁহার কৃত মুদ্রার পশ্চাৎভাগে এই চিহ্ন ছিল, সূর্য্য অগ্নি পূজার বেদী উভয়পার্শ্বে, হোতার মূর্ত্তি মধ্যভাগে, নিম্নে "মগধ" এই কথা কয়টী ছিল।

(Cunningham's Arch, vol. Page 152.)

এই সময় দীপঙ্কর বাঙ্গালাদেশের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহার নিজ পরিচয়ে বিক্রমপুরে বাস ছিল, তিনি কায়স্থ ছিলেন। ইনি ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নালন্দার বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই স্থানে অতি অল্পদিনের মধ্যে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হয়েন, সেই সময় সেই মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংশয় দূর করিয়া 'সহজান নামক ধর্ম্মপ্রচার করেন। পরে তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তখন নালন্দায় তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া ছিল। এই "মহাপুরুষ" অনেক সময়ে ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে ভাষণভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও জয়লাভ করিতেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছিল তাহাতে ভীত ত্রস্ত হইয়া "তিব্বতরাজ" বিক্রমশীল বিহার হইতে "দ্বীপঙ্করকে"

লইবার জন্য দূত পাঠাইয়া ছিলেন, "দীপঙ্কর প্রথমে যাইতে অস্বীকৃত হয়েন, তৎপর অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্য বলিয়া গিয়াছিলেন। তিব্বতের সমস্ত বিহারে তিনি বাস করিয়াছেন, সেই সব স্থান আজ লোকে পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে করে, যখন এই দেশ হইতে যান তখন বয়স ৭০ বৎসর। বৃদ্ধবয়সে তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতা দেখাইয়া দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় সহস্র সহস্র লোক বৌদ্ধ হইয়াছিল। আজ তিনি তিব্বতে দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, এখনও তিব্বতের লোকেরা বলে যে তাঁহাদের যাহা কিছু বিদ্যা, শিক্ষা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সভ্যতা, ইহার সমস্তেরই মূল সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর।

চতুর্থ অধ্যায়

নারায়ণ পাল অতি অল্পকাল মধ্যে পিতৃ পিতামহের বহু কষ্টের অর্জ্জিত রাজ্য (যাহা ভোজ-রাজগণ কর্ত্তৃক স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল) উদ্ধার করিয়াছিলেন। (Cunninghams Arch Reports vol. III, Page 120) নারায়ণ পাল ধর্ম্মবলে ও সুকৃতি বলে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া উজ্জল মহিমাময় হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে এই প্রককার লিখিত আছে—

"যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশিস্টাঙ্ঘ্রি পিঠোপলং,
ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাস্বনম্।
চেতঃ পুরাণলেখ্যানি চতুর্ব্বর্গ নিধানিচ,
আরিপ্সন্তে যতস্তানি চরিতানি মহীভৃতঃ॥
স্বীকৃত-সুজন-মনোভিঃ সত্যার্পিত-সাতিবাহনঃ সূক্তৈঃ।
ত্যাগেন যো ব্যধত্ত শ্রদ্ধেয়া মঙ্গরাজ কথাং॥"

(ভাগলপুরলিপি ১০ম হইতে ১২শ শ্লোক)

যিনি যে আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহার নিকট যাইতেন, কখন তিনি নিরাশ হইয়া আসিতেন না।

"য প্রজ্ঞয়া চ ধনুষা চ জগদ্বিনীয় নিত্যং নবীবিশদনাকুলমাত্ম ধর্ম্মে।

যস্যার্থিনো সবিধমেত্য ভৃশং কৃতার্থা নৈবর্থিতং

প্রতি পুনর্ব্বিবদধুর্ম্মণীষাং ॥"

(ভাগলপুর লিপির ১৪শ শ্লোক)

নারায়ণ পাল ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি মগধে মঠ প্রস্তুত করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। শাক্য ভিক্ষুদিগের এবং বৌদ্ধাচার্য্যদিগের ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। অন্যদিকে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মিথিলাবাসী পাশুপত আচার্য্যকে তাম্রশাসন দ্বারা "কলশ পোত" গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মগধ হইতে মুদ্গগিরি রাজধানী পর্য্যন্ত এমন কি মিথিলা তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। তাঁহার মন্ত্রী গুরবমিশ্রের স্মরণচিহ্নের জন্য বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় তুইটী গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকুটপতির পুত্র ও গুর্জ্জরপতির পুত্র ভোজরাজকে পরাজিত করিয়া নিজ প্রিয়পুত্র রাজ্যপালের সহিত" রাষ্ট্রকুটপতির তুহিতার বিবাহ দিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করেন, নারায়ণপালের মৃত্যুর পর রাজ্যপাল পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। তিনি বহু জলাশয় ও বহু বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বনামধন্য হন।

"তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমুলগভীরগর্ভৈ দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধর তুল্য কক্ষৈঃ। বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যম লোকপালঃ ॥"

(১ম মহীপালের বাণগড়লিপি ৭ম শ্লোক)

রাজ্যপাল বহুদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রকুট রাজকন্যা "ভাগ্যদেবীর" গর্ভে রাজ্যপালের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম ২য় গোপালদেব, তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন কিন্তু তাঁহার কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য আমরা দেখিতে পাই না। কেবলমাত্র নালান্দায় বাগীশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।

(Journal and Proceding A. S. Bengal Vol IV, Page 105.)

এই গোপালদেবের আমলে গৌড়মণ্ডলে চান্দেল্ল যশোবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়, ইনি কম্বোজবংশীয় হর্ষদেবের পুত্র—"দুর্ব্বার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া ধনুর্গুণ হস্তে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। এবং সেই গৌড়পতি ইন্দুমৌলি শিবের এক ভুবনমনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই মন্দির আজ লুপ্তপ্রায়, দিনাজপুরের রাজবাটির সম্মুখে তাহার প্রস্তরসমূহ এখনও বিদ্যমান আছে। এই যশোবর্ম্মা হইতেই বর্ম্মাবংশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতে থাকেন।" তৎপর গোপালদেব হিমালয়ের উপত্যকায় প্রস্থান করিলেন এবং তথায় দেহত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরে গোপালদেবের পুত্র ২য় বিগ্রহপাল পিতার রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ধনবল সংগ্রহ করিয়া ও সৈন্য সামন্ত লইয়া গৌড়রাজ্যে দেখা দিলেন ও উত্তরবঙ্গ হইতে পরাজিত হইয়া রাঢ়দেশে উপস্থিত হইলেন।

> "তপো মমাস্তু রাজ্যং তে দ্বাভ্যা মুক্তমিদং দ্বয়োঃ।
> যস্মিন্ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে॥"

(নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ১৭ শ্লোক)

রাঢ়দেশবাসী তাঁহাকে যথার্থ অধিকারীরূপে অতি সমাদরে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এক প্রবল শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ

করিলেন। তিনি যশোবর্ম্মার পুত্র ধঙ্গদেব। বিগ্রহপালকে পরাজিত করিয়া সস্ত্রীক কারাগারে বদ্ধ করিলেন।

Epigraphia Indica, vol. I, page 145.

তাহার পর ২য় বিগ্রহপালের জ্যেষ্ঠপুত্র মহীপাল বিলাসপুর দুর্গ হইতে রওনা হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং নিজ মাতা পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক সমস্ত বিলুপ্ত রাজ্য অধিকার করিয়া সমস্ত রাজন্যবর্গের মস্তকে পদকমল স্থাপিত করিলেন, ও "অবনীপাল নাম গ্রহণ করিলেন—

"হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃত বিলুপ্তং
রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিত চরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধি তস্মাদভদবানপালঃ
শ্রীমহীপালদেবঃ॥"

(১ম মহীপালের বাণগড়লিপি ১২শ শ্লোক)

এই সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর রাজত্ব করিতেছিলেন। এই মহীপালের রাজধানী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত "গয়সাবাদ" বলিয়া যে প্রাচীন গ্রাম আছে, সেই স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল। সাগরদিঘী মহীপালের নির্ম্মিত। তিনি উত্তররাঢ় ও গৌড় আক্রমণ করিয়া ৯৮০ হইতে ৯৯০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উত্তরবঙ্গ উদ্ধার করিয়াছিলেন, দিনাজপুরের প্রকাণ্ড দিঘী মহীপালের নির্ম্মিত।

(Journal A. S. B. vol. IV, page 109.)

এই সময়ে সুলতান মামুদ মথুরা ও কান্যকুব্জে যে সমস্ত বৃহৎ দেব মন্দির ছিল তাহা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কথা যখন মহীপালের নিকট পৌছিল, তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া "বারাণসী ক্ষেত্রে" উপস্থিত হইলেন এবং বারাণসীর আদিদেব বিশ্বেশ্বরের মন্দির রক্ষা

করিয়াছিলেন। মহীপালের ক্ষমতা জানিতে পারিয়া সুলতান মামুদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(Elliots Mahomedan Historians of India, vol. II, Page 123-24.)

গৌড়বঙ্গাধিপ মহীপাল নিজগুরুর নামে অনেক কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছিলেন—

"বারাণসীসরস্যাং গুরব শ্রীবামরাশিপদাব্জং।
আরাধ্য নমিতভূপতি-শিরোরুহৈঃ-শৈবলাধীশং॥
ঈশানচিত্রঘণ্টাদিকীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকারয়েৎ॥
সফলীকৃত পাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং॥
কৃতবন্তৌ চ নবীনামষ্টমহাস্থানশৈলগন্ধকুটীং।
এতাং শ্রীস্থিরোপালো বসন্তপালোঽনুজ শ্রীমান্॥

(১ম মহীপালের সারনাথলিপি)

মহীপাল নালন্দার বোধিতরুমূলে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও মহা বিহার সকল নির্ম্মাণ করিয়া এই গৌড়বঙ্গবাসীকে নূতন ভাবে, নূতন ছাঁচে ও নূতন রংএ বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তম "নির্ব্বাণমার্গ" দেখাইলেন।

(Bendall's Cambrige Sanskrit College Uuiversity Library, Page 107, 1899.)

এই সময়েই রমাই পণ্ডিত, অতীশ' জগদ্দলবিভূতি, ও লাউসেন দ্বারা কায়স্থগণ এবং ব্রাহ্মণাদি অন্যজাতি অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহীপালের অনুশাসনে প্রচারক ও আচার্য্যগণের কৃপায় বৈদিক যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যজ্ঞসূত্র

ত্যাগ করেন। রাজসংশ্রবে এবং স্বজাতি বলিয়া ও রাজানুগত রাজবল্লভ বলিয়া কায়স্থগণও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। এই সময় লেখক গণক (Minister of Peace and War) এই সমস্ত কার্য্যে কায়স্থ নিযুক্ত হইতেন। রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়াই এবং রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই বিশেষতঃ রাজা নিজেই একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ। তারপর ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধধর্ম্মকে অহিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না, ব্রাহ্মণরা বুদ্ধ-দেবকে "অবতার" বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধী বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মকে নাস্তিকধর্ম্ম বলিতেন। তাই এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতি সেই বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে পড়িয়াই আজ অনার্য্য শূদ্র হইয়াছেন এবং বৈদিক দীক্ষা ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তৎপর বল্লালের তান্ত্রিকতার মোহজালে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন। তন্ত্রে শূদ্রের অধিকার কতটুকু? তন্ত্রোক্ত দীক্ষা পাইয়া এই আর্য্য কায়স্থজাতি বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক মনে করেন নাই। সেই মহাভ্রমে আজ সমাজে কায়স্থজাতিকে শূদ্রাচার দেখিয়া সকলেই শূদ্র মনে করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে। আজ কায়স্থজাতি কি বিপদজনক অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ও উদার ব্রাহ্মণের নিকট আমরা বলিতেছি, বর্ত্তমানে যদি কোন বড়লোক, কিম্বা রাজা কি মহারাজা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হয়েন, তৎসঙ্গে যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী নহেন, এমন কি সে ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করেন না, তাঁহারাও গোপীচন্দনের দ্বারা সমস্ত শরীর অঙ্কিত করিয়া "বড়লোকের মনরক্ষার্থ" মহাপ্রভুর কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন, কেহ বা পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া পড়েন সেইটা যে প্রকার, তদ্রূপ

বর্ত্তমান কায়স্থজাতি এক সময় রাজানুগ্রহীত বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তৎপর দশবিধ সংস্কারের শ্রেষ্ঠ সংস্কার উপনয়ন বৈদিক দীক্ষা, সেই দীক্ষা ত্যাগ করিলে দ্বিজত্ব হয় না। তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিলে জ্ঞানের অধিকার হয় এবং পাপক্ষয় হয়। বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ না করিলে শূদ্রত্ব মোচন হয় না—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্ বিপ্রা ব্রহ্ম জ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ॥

(স্কন্দপুরাণ)

সেই শূদ্রের সমাজে আর্য্যশাস্ত্রে কিছুমাত্র অধিকার নাই, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিত "হলায়ুধ" "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে" লিখিয়া গিয়াছেন, তৎকালে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র বেদ শাস্ত্রের মীমাংসা দ্বারা যাগযজ্ঞ করিতেন। এই কারণে আমরা বলি, বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসনে এবং অত্যাচারে ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত বেদ পাঠ ভুলিয়া গিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তবে কি প্রকারে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ কায়স্থের থাকা সম্ভব। এই আর্য্য কায়স্থজাতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে সাবিত্রী ত্যাগ করিয়া আজ সমাজে কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র হইয়াছেন, সেই কারণেই সাবিত্রী ত্যাগের কারণ মিশ্রকারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
ক্রিয়াহীনাশ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাদ্গতা।
ত্যতাজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততোকালে গতে চাপি আগমদ্দীক্ষিতা ভবন্।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ন্॥

তস্মাদ্দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ব বেদিভিঃ।
আগমোক্ত বিধানেন পূতঃ কায়স্থ সম্ভবাঃ॥
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথা ভবন্।
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রণামপি পারগাঃ।
তথাহি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতি শাসনাৎ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের সম্মানকারা কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া যজ্ঞসূত্র সাবিত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক দিবস পরে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন, যাহাতে দিব্য জ্ঞান জন্মে এবং পাপ বিনাশ হয়, ঋষিগণ তাহাকে দীক্ষা কহিয়া থাকেন। তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কায়স্থগণ বিপ্রার্চ্চক হইয়াছিলেন, এবং সাবিত্রী ত্যাগ করার জন্যই শূদ্র হইয়াছিলেন। মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন, যথা—

"দীয়তে জ্ঞানমুত্তমং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়; তস্মাদ্দীক্ষেতি
সংপ্রোক্তামুনিভি স্তত্তবেদিভিঃ॥

অর্থাৎ আগমোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিলে জ্ঞান লাভ হয় ও সঞ্চিত পাপ-রাশি ক্ষয় হয় সেই কারণে তাহাকেই দীক্ষা কহে।

তাহার পর মুসলমান রাজগণের অধিকার কালেও অর্থাৎ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পরেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। সেই দুঃসময়ে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমাজের সকল লোক ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহাকুমার অধীনে "বেলেটী" বলিয়া যে গ্রাম আছে সেই গ্রামনিবাসী ক্রতু ভাদুরির পুত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত বৃহস্পতি আচার্য্যকে সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে আচার্য্যপদে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য নিজের জীবনদণ্ড গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া কাশীর রাজসভায় বৌদ্ধাচার্য্য ক্ষত্রপকায়স্থচূড়ামণি "জিঘনির" সহিত হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব

ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং শেষে পরাস্ত হইয়া রাজাজ্ঞায় নির্ব্বাসিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সমাজে আচার্য্যের পদ শূন্য হইলে তাঁহারই পুত্র জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় জ্ঞানী "উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী" ঐ পদে অভিষিক্ত হন, এবং রাজসভায় গিয়া পিতৃ ও সনাতন ধর্ম্মের শত্রু জিঘনির সহিত পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্টত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। জিঘনিকে পরাস্ত ও বধ করেন। তদবধি এই গৌড়বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম পরাস্ত ও লুপ্ত হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হয়। তাই বারেন্দ্রকুলগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত আছে—

"যোগেশ্বরস্যাগ্রজস্তু পুণ্ডরীকাক্ষকঃ স্মৃতঃ।
ততো বৃহস্পতের্জজ্ঞে দেবি দেবগুরুর্যথা॥
বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স আচার্য্য-শব্দ মাপ্তবান।
বৌদ্ধাচার্য্য জিঘনিনা বিচার-রণ-মূর্দ্ধণি॥
বিজিতোহপমানিতশ্চ বনং গতো মমার চ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভুবিখ্যাতশ্চ মঙ্গলঃ॥
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংস হেতবে।
খ্যাত উদয়নাচার্য্যো বভূব শঙ্করো যথা॥
সন্দেশং পিতৃনাশস্য তথা পিতৃ পরাভবং।
বৌদ্ধনাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্বাল মন্যুনা॥
ততঃ কালেন ক্রিয়তা বৌদ্ধান্ জিত্বা বিচারতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশায় চকার কুসুমঞ্জলিং॥

মুসলমান রাজত্বের আমলে দেশের যে কি অবস্থা হইল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্রমান্বয়ে দুইশত বৎসর মারামারি কাটাকাটীতে যাঁহারা

প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া যে, যে দেশে পারিয়াছিলেন সেই স্থানে গিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন, কুলগ্রন্থ তাহার সাক্ষী। তৎপর আবার একজন রাজা হইলেন, সেই মহাপুরুষের কৃপায় আবার হিন্দুসমাজ গঠিত হইল,—সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই মহা-পুরুষের নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যের প্রধান সহায় "শ্রীকর" ইনিও রায়মুকুটের ন্যায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। কিন্তু সমাজ তখন ম্লেচ্ছ ও বৌদ্ধ ভাবাপন্ন; তৎপর যখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন আসিলেন, তিনি আসিয়া আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন না। না পাইয়া লিখিয়া গেলেন—

"যুগেক্তযন্ত্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণ শূদ্র এব চ।"

তাই আজ হতভাগ্য বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া জাতি নাই। তাই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে প্রকাশ করিলেন—

"তেন মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীত্ততঃ
প্রভৃতি শূদ্রা ভুপালা ভবিষ্যন্তি।"

অর্থাৎ মহানন্দি রাজার পর আর ক্ষত্রিয় নাই। তাই এই দিনাতিদিন ব্রাহ্মণপদরজঃ পবিত্র মূর্দ্ধা এই ব্রাহ্মণ, বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজকে একবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে, মলমাসতত্ত্বে, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে, ক্ষত্রিয় বধ, বৈশ্য বধে, যদি কলিকালে ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত বিধান, উপনয়ন বিধান, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিবার আবশ্যক কি ছিল? ক্ষত্রিয়ের জন্য বৃথা শৌচাশৌচের এবং আচার নিয়মের বিষয় কেন বলিলেন। ইহা ঠিক "শিরোঃ নাস্তি শিরোপীড়া" নহে কি?

পঞ্চম অধ্যায়

মহীপাল অর্দ্ধশতাব্দীকাল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তৎপর তাঁহার পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

(Bendall's Cambridge Catalogue, Page, 175)

তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ও রামাই পণ্ডিত-গণের সাহায্যে বঙ্গদেশ দূরের কথা কান্যকুব্জ হইতে সুদূর নেপাল, তিব্বত পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতিলাভ করাইয়াছিলেন, তিনি প্রজা-পালক, ধর্ম্মানুরক্ত বৌদ্ধছিলেন। এই সময়ে চেদিরাজপতি কর্ণদেব "মহাবীর" নরপতি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আক্রমণ করিলেন। এই নয়পালের সময় গৌড়বঙ্গে আয়ূর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কায়স্থ-কুল-চুড়ামনি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রণেতা "চক্রপাণি দত্ত" নরপালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁহার পাকশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম "চক্রদত্ত,, কালপ্রভাবে তিনিও "অন্তরপ্রভব।"

(Proceeding A. S. B. 1932, Page 67)

নয়পাল চেদিরাজকে বারাণসীক্ষেত্র পর্য্যন্ত (কর্ণদেবকে) ছাড়িয়া দিলেন। নয়পালের মৃত্যুর পর তৃতীয় বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি সমস্ত কায়স্থজাতির আশ্রয়স্থল ছিলেন, এবং তাহাতেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সময় কর্ণদেব পুনঃ-রায় গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিলেন। এবং চেদিপতির পদভরে সমস্ত বঙ্গরাজ্য কম্পায়মান হইল। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত বিগ্রহপাল চেদিপতির কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বীরের প্রতি বীরের আচরণ ও সম্মান দেখাইলেন এবং নিজকে ধন্য ও সম্মানিত মনে করিলেন। তৎকারণেই চেদিরাজের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন হইল বটে কিন্তু অন্যদিকে কর্ণাটের

অধিনায়ক চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের পুত্র বিক্রমাদিত্য তাঁহার পিতার আদেশে গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং বিগ্রহপালকে পরাজিত করিলেন। বিগ্রহপাল পরাজিত হইয়া বিক্রমাদিত্যকে সমস্ত "রাঢ়দেশ" সন্ধিপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিলেন। তদবধি রাঢ়দেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে খসিয়া গেল। কর্ণাটরাজ তাঁহার নিজ সামন্তকে রাঢ়-দেশের শাসনকার্য্য দিয়া নিজে কর্ণাটে ফিরিয়া গেলেন। তৃতীয় বিগ্রহ-পাল কেবলমাত্র বারেন্দ্রভূমি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন লইয়া ও তিন পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অন্যদিকে আবার নূতন এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার অধিনায়ক যিনি, তিনি কৈবর্ত্ত, নাম "দিব্বোক" এবং তাঁহার ভ্রাতা মহাপরাক্রান্ত "ভীম" ২য় মহীপাল এই কৈবর্ত্তজাতিকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কারণ তাহারা মৎস্যঘাতী এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নীতি জীবহিংসা রহিত; এই জাতি যথেষ্ট রকম মৎস্যঘাতী। এই জন্য তাঁহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন না। মহীপাল মন্ত্রীগণের বিনা পরামর্শে সহসা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া কৈবর্ত্তপতিকে আক্রমণ করিলেন এবং কৈবর্ত্তপতির নিকট পরাজিত হইলেন। এই বিষয় কবি "সন্ধ্যাকর নন্দী" "রামচরিতে" ঘটনা সমস্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি কৈবর্ত্তজাতির নিকট পরাজিত হওয়ায় নিজ ভ্রাতাদের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল। মহীপাল পরাজিত হইয়া আসিয়া নিজ দুই ভ্রাতাকে কারাগারে বন্দি করিলেন। তাহাতে প্রজাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে মহীপাল বেগতিক দেখিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিমালয় উপত্যকায় শেষ জীবন কাটাইলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক

লিখিয়া গিয়াছেন—তিনি রামপালের হস্তে নিহত হন। কারণ ভাবি রাজপদ নিষ্কণ্টক করিবার জন্যই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। কৈবর্ত্তজাতির গতিরোধ করা শূরপাল ও রামপালের অসাধ্য হইল। তৎকারণে কৈবর্ত্তজাতিকে বরেন্দ্রভূমি ছাড়িয়া দিয়া আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলেন। কৈবর্ত্তপতির কেন্দ্রস্থল বগুড়া জেলায়। অদ্যাপি লোকে তথায় "ভীমের জাঙ্গাল" কহিয়া থাকে।

রামপাল শূরপালকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন এবং তিনি বৌদ্ধভিক্ষু হইয়া উদন্ত পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। তৎপর রামপাল কৈবর্ত্তপতিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য ভীষণ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার নিজ পুত্র রাজ্যপালকে দিয়া সমস্ত রাজন্যগণকে একত্রে আহ্বান করিয়া কৈবর্ত্তপতির বীরত্ব চূর্ণ করিলেন। কান্যকুব্জের সেনা-পরাভবকারী পীঠীপতি ভীমযশা, কোটা হইতে রাজচক্রবর্ত্তী বীরগুণ, উৎকল হইতে কর্ণকেশোরী জয়সিংহ, দেবগ্রাম হইতে বিক্রমরাজ, গড়মন্দারণ হইতে লক্ষ্মীশূর, তৈলকম্প হইতে রুদ্রশঙ্কর, উচ্ছানপতি ভাস্কর ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয় রাজ প্রতাপসিংহ, মণ্ডলাধিপতি হইতে নরসিংহার্জ্জুন সঙ্কটগ্রাম হইতে চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলী হইতে বিজয়রাজ, বিক্রমপুর হইতে বিজয়সেন, কৌশাম্ব হইতে গোবর্দ্ধন, পোদুবঙ্গা হইতে সোম, সকলেই বীর, তিনি এই কারণে ইঁহাদিগকে সংগ্রহ করিলেন। কৈবর্ত্তপতি ভীমও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণদিগের সাহায্য পাইয়া এবং দেব ব্রাহ্মণদের ভূমিরক্ষা সম্বন্ধে অভয়দান করিয়া ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত করিলেন। কৈবর্ত্তপতি বিপুলবাহিনী লইয়া সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। রামপালের সৈন্য ভীমের কেন্দ্রস্থল আক্রমণ করিল, ও রামপালের হস্তে কৈবর্ত্তপতি বন্দি হইলেন। ভীম ও দিব্বোক কারারুদ্ধ হইলে তাঁহাদের প্রিয়বন্ধু হরি কৈবর্ত্ত সমস্ত কৈবর্ত্তসৈন্য একত্র করিয়া রামপালকে আক্রমণ করিলেন।

আবার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রামপালের পুত্র তীক্ষ্ণ চন্দ্রহাসের দ্বারা তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপর রামপাল স্বহস্তে কৈবর্ত্ত ভীম ও দিব্বোককে বধ করিলেন এবং নিজ পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করিলেন। এই যুদ্ধে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি ছারখার হইয়া গেল। তৎপর তৎস্থান হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া করোতোয়ার সন্নিকট "রামাবর্তী" বলিয়া নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথায় "অবলোকিতেশ্বর" ও "বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। কোনটা ক্রোধমূর্ত্তি, কোনটা শান্তমূর্ত্তি, কোনটা বা হাস্যমূর্ত্তি, সে সকল বুদ্ধমূর্ত্তির অসংখ্য নামরক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা করাইলেন। ইহা শুধু প্রস্তরের নহে পিতলের, তামার, রূপার, সোনার, অষ্টধাতুতে নির্ম্মিত-মূর্ত্তিগুলি যেন সমস্ত বেশ সজীব। যেন সত্য সত্যই মনে হয় ঠোঁট দুটি নড়িতেছে। চীন পরিব্রাজক সেঙ্গচি সেই সময়-কার সেই সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে এই সকল শিল্পিগণ বহুকাল ধরিয়া মনুষ্যের শিরা ধমনী পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছেন। তাই বলিতে ছিলাম কালের কি কঠোর নিয়ম, সে কায়স্থের রাজত্ব নাই, সে শিল্পিকুল নাই, সেই স্বর্ণপুরী আজ মহাশ্মশান। যদি কেহ এমন মহাপুরুষ সেই সমস্ত মূর্ত্তি যাহা 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'তে এখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মুখে একটা করিয়া জিহ্বা ও উপজিহ্বা, প্রস্তুত করিয়া দিতেন তবে আজ দেখা যাইত কায়স্থ জাতির কত যুগ যুগান্তরের অতীত গৌরব কাহিনী কি ভাবে বলিত। আমরা রামপালের কীর্ত্তিগাঁথা বলিতে একেবারে অক্ষম। "করতোয়া মাহাত্ম্যে" এ সম্বন্ধে লিখিত আছে—রামপাল বৃহৎ দির্ঘীকা খনন করিয়াছিলেন। আজও ঐ অঞ্চলে লোকে "বড় পুকুর" বলিয়া রামপালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, সে সমস্ত দেখিলে চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। যে স্থান এককালে স্বুবর্ণময়, গগনচুম্বি, সহস্র সহস্র

সৌধমালা ছিল, লক্ষ লক্ষ জনমানবের সমাগম ছিল, সে স্থান আজ জনমানব হীন হিংস্র ব্যাঘ্র পরিবেষ্টিত ভীষণ অরণ্য। এই রামপালকে নাগরাজ পূর্ব্বদিকের অধিপতি বলিয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, রথ দান করিয়া ছিলেন। সম্রাট রামপাল কামরূপ পশ্চিমে, মগধ দক্ষিণে, কলিঙ্গ এই বৃহৎ ভূমিখণ্ডের অধিপতি হইয়া তাঁহার নিজ পুত্র "রাজ্যপালকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে বন্ধুবান্ধবসহ মুদ্গগিরিতে বাস করিতে থাকিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারিলেন না, তিনি প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে মহা শোকসাগরে ফেলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ যখন বৃদ্ধ রামপাল শুনিতে পাইলেন. শোকে মুহ্যমান হইয়া গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিলেন; এই স্থানে পাল-বংশের এক প্রকার যবনিকা পতিত হইল। সেই মহাপ্রাণের জীবনাবসান হইলে তৎপুত্র কুমারপাল যিনি রাজ্যপালের সেনানায়ক ছিলেন, যাঁহার বীর্য্যবত্তা ও সৎসাহসের অভাব ছিল না, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনিও বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। প্রাগ্-জ্যোতিষপুর প্রদেশে বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। কুমারপালের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতির সাহায্যে সিংহাসনে তৃতীয় গোপালদেব আরোহণ করিলেন। কিন্তু গৃহ-বিবাদের ফলে ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপর রামপালের অন্য এক স্ত্রী মদনদেবীর গর্ভজাত পুত্র মদনপাল গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু প্রজাবর্গ গোপালদেবের মৃত্যুর জন্য দেশে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত করিল। তাহা দমন করা মদনপালের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইল তিনি নানা প্রকারে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এবং বিজয়সেন কর্ত্তৃক বরেন্দ্রভূমি হারাইলেন। এবং যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন, তাহাতে পালবংশের গৌরবরবি একেবারে অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইল। তৎপর

মদনপাল বেশীদিন বাঁচিয়াছিলেন না, তৎপুত্র গোবিন্দপাল "মগধে" কিছুদিন রাজা ছিলেন, ইহার পর সমস্ত বরেন্দ্রভুমি ও পৌণ্ডবর্দ্ধন একেবারে সেনবংশের বিজয়সেনের করতলস্থ হইয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পালাধিকারে গৌড় ও বরেন্দ্রভুমে যে সকল কায়স্থ বাস করিতে ছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণকে বারেন্দ্র কায়স্থ বলিত। সুতরাং আমাদিগকে তাঁহাদের প্রভাব জানিতে হইলে তাঁহাদিগের কুল-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই কারণে আমরা বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থ হইতে দুই চারিটী কায়স্থ মহাপুরুষের পরিচয় দিয়া পাল-রাজত্ব ও এই গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড শেষ করিব। কাশীদাস কৃত ঢাকুর হইতে প্রথমতঃ অমরা দাসবংশের পরিচয় এইরূপ পাই। যথা—

"শুন কহি দাসবংশ অবনীতলে সুপ্রশংস
রাঢ়ে বঙ্গে বারেন্দ্রে বিখ্যাত।
অত্রিগোত্র সুপবিত্র শুদ্ধমূল কুলসূত্র
পশ্চিমে পূর্ব্বেতে পরিচিত॥
গঙ্গাতটে পূর্ব্ববাস রাঢ়া ধন্য সুপ্রকাশ
মহত্তম পদে অধিষ্ঠান।
নন্দী সেন গুহ সনে ছিল সবে সানন্দ মনে
স্বজাতি সমাজে বহু মান॥
দাসবংশে সঞ্জয় নাম রাঢ়া ভরি যশোগান
তার পুত্র নাম টঙ্কপাণি।
ব্রাহ্মণের চক্রান্তে পড়ি পিতৃবাস পরিহরি
উপনীত পাটলি রাজধানী॥

রাজার জাতি

মহারাজ চক্রবর্ত্তী　　তাঁহাকে করিলা ভক্তি
নিজস্থানে রাখিলা হরষে।
রাজার হইল সখ্য　　দিলা পদ প্রধান লেখ্য
উচ্চ ভাবি সবে পরিতোষে॥
তার পুত্র চক্রপাণি　　দেবের প্রধান গণি
মহামানী রাজ কার্য্য পায়।
বিদ্যা বুদ্ধি বৃহস্পতি　　ব্রাহ্মণ-শ্রমণে ভক্তি
মহাকবি বলি যশোগায়॥
ধীর আর শূর দুই পুত্র　　রাজার হইলা প্রিয়পাত্র
ভাগ্য দোষে ব্রাহ্মণের রোষ।
ছাড়ি গৌড় রাজপাশ　　বারেন্দ্রে করিলা বাস
ধনরত্ন আনিল বিশেষ॥
সমাজে হইলা খ্যাতি　　পুত্র শ্রীধর মহামতি
তার পুত্র ভূধর গদাধর।
ভূধর হইল রাঢ়বাসী　　কাশীপুরী অধিবাসী
গদাধর রহিল নিজ ঘর॥
তাহার পুত্র রাজ্যধর　　গৌড়ে বিপ্লব অতঃপর
পলাইয়া গেল উত্তরদেশে।
কামাখ্যা মাতার দয়াগুণে　　কুবচেবাস সগনে
রাজ্যলাভ দেবীর আদেশে॥
তার পুত্র বীর শ্রীধরাই　　কাঙ্গুর রাজার ঠাঁই
পূজা পাইল সামন্ত প্রধান।
বহু যশ উপার্জ্জন　　কাপড়ায় পরাজয়
ধরাধর তাহার সন্তান।

তাহার পুত্র শূলপাণি পূজিয়া পিনাকপাণি
কুবচেতে হইল সুখ্যাত।
পুত্র তার মহামানি পিনাক আর চক্রপাণি
যতুবীরে কইল উপেক্ষিত॥
পুত্র তার টঙ্কপাণি শ্রেষ্ঠবীর মধ্যে গণি
গৌড়রাজে করিয়া সহায়।
মহারণে লভি যশ রাঢ়ে গো[illegible] সুপ্রকাশ
মন্ত্রী কন্যা কৈল পরিণয়
দেব দাসে বিবাহ হইল সমাজে সাড়া পড়িল
উত্তর দক্ষিণে হইল মিল।
রত্নপাণি তার সুত অশেষ মহিমা যুত
ম্লেচ্ছহাতে প্রাণ হারাইল॥
তার পুত্র নরসিংহ সমাজে বহুত সম্ভ্রম
বাঁকি গ্রামে করিলা আগমন।
নরদাসের দুই পুত্র বটু, পটু কুলসূত্র
বটু করিল বঙ্গ সংগঠন॥
যত ছিল জ্ঞাতি গোষ্টি নরদাসে করি তুষ্টি
ইষ্ট বন্ধু সমাজ গঠন।
ভৃগু মুরহরে লয় উত্তরেতে নাগালয়ে
বল্লালেরে করিল বর্জ্জন॥
বটু গেল বল্লাল পক্ষ তেই সে পিতার উপেক্ষ
বঙ্গমাঝে হইল আগুসর।
গৌড়াধিপ পূজা কইল সামন্ত অগ্রগণ্য হইল
পুত্র তার শ্রীহরি শ্রীধর॥

পটুদাস সমাজে পটু সেই হইল বারেন্দ্র বটু
সভামাঝে খ্যাতি বহুতর।
ভুবনাদি অনুজ লয়ে বহু কীর্ত্তি প্রকাশিয়ে
অপুত্রক মৈল কুলবর॥”

দেববংশ।

“দেববংশ মহা বংশ কানসোণায় অবতংশ
খ্যাতি ভাতি সর্ব্বলোকে কয়।
কতই রাজা মন্ত্রি পাত্র কতবা কুল সুপবিত্র
সপ্তগোত্রে গৌড়ে প্রচরয়॥
মৌদ্গল্য শাণ্ডিল্যরাজ পরাশর ভরদ্বাজ
বাচ্ছ ঘৃত কৌশিক আলমান।
কি কব কুলের কীর্ত্তি যাবচ্চন্দ্র বসুমতী
শ্রীকরণ ঠাকুর অভিমান॥
রাঢ়ী মধ্যে সবে গণ্য আলমান বারেন্দ্র ধন্য
রাজ সভায় বহুত সম্মান।
রাজার দক্ষিণ হস্ত জ্ঞানে গুণে সুপ্রশস্ত
দাতা ভোক্তা গৌড়ে গরীয়ান॥
শিখিধ্বজ অগ্রগণ্য সর্ব্বত্র অশেষ মান্য
শ্রীকেশব তার বংশধর।
অঙ্গে বঙ্গে তার সূত্র, ধরেছিল কুলচ্ছত্র
কিবা কব মহিমা অপার॥
পূর্ব্ববাস ছাড়ি অঙ্গে এক দেব আইলা বঙ্গে
তার বংশে যোগদেব নাম।

বিদ্যা বুদ্ধি বৃহস্পতি মহামন্ত্রি মহামতি
রাজবংশ সর্ব্বত্র সুনাম ॥
তাহার নন্দন চারী সবে অস্ত্র শস্ত্রধারী
বোধি, জ্ঞান, মধু, শ্রীধর।
বোধিদেব সর্ব্ব জ্যেষ্ঠপুত্র, সেই হইল রাজার মহাপাত্র
পিতৃনাম করিল উজ্জ্বল ॥
জ্ঞানের সুজ্ঞান কথা আছে রাষ্ট্র যথাতথা
মধুকর দেব কুলহর।
শ্রীধর স্বভাবে খাট কুলে শীলে বড় আট
ধন দৌলত করিল বিস্তর।
বোধির সন্তান তিন কেহ আঁট কেহ হীন
বুধ, বৈধ, শ্রীকুল, সুধীর।
জ্যেষ্ঠ বৈধ নৃপমান্য কাঙ্গুরে হইল ধন্য
স্থান ত্যাগে খাট হইল বীর ॥
বুধদেবের একধারা সমাজে রহিল তারা
আর ধারা উত্তরে মিশিল।
কুলদেব কুলশ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ মান্যেতে জ্যেষ্ঠ
কুলসভায় পূজিত হইল ॥
ধ্রুবদেব কুলপতি পুত্র তার মহাখ্যাতি
বল্লালসেনের মতে না চলিল।
শুনিয়া তাহার কীর্ত্তি ভৃগুনন্দীমহাপ্রীতি
সাধ্য ভাবে আনিয়া সাধিল ॥
বাণকোটে তাহার পুত্র পাইল কুলরাজছত্র
গুণনিধি গুণাকর নাম।

শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ সদাতেঁহ কুলে হৃষ্ট
কি কব মহিমা বাখান ॥
এই কহিলাম দেববংশ করি নিবেদন।
কানসোণার দেব হইল বারেন্দ্রে গণন ॥”

নন্দীবংশ।

কহিব নন্দির কুল আদি হইতে শুদ্ধ মূল
কাশ্যপগোত্রের বংশ সার।
সর্ব্বনামে করে পূজা করেণ অমিত তেজা
মহামান্য বদান্য প্রচার ॥
তমসার তীরনন্দী আছিলা মাণিক্যনন্দী
তার পুত্র শিবনন্দী মানী।
অশেষ পুণ্যের ফলে পূজিত রাজার কুলে
পুত্র তার শঙ্কর ভবানী ॥
পাইয়া রাজার আহ্বান ত্যজি পুণ্য পিতৃ স্থান
আইলেন গৌড়রাজ্য স্থানে।
তার বংশে কত মান নাহি তার পরিমাণ
রাজ কার্য্যে দক্ষ সর্ব্বজনে ॥
করতোয়া কূলে বাস নন্দীগ্রামে সুপ্রকাশ
নিবাস পুরুষ সপ্তদশ।
সেই কুলে কীর্ত্তিমান মৈনাক রাজ প্রধান
বারেন্দ্র সমাজ যার বশ ॥
তার পুত্র প্রজাপতি জ্ঞানে গুণে ধনে খ্যাতি
গৌড়েন্দ্র যাহার অনুব্রতী।

তার পুত্র মহেশ্বর আর পুত্র "সন্ধ্যাকর"
কালিদাস সম কবি খ্যাতি ॥
তার হইল দুই পুত্র জানিহ কুলের সূত্র
বিধি নিধি কুলের প্রধান।
ভৃগুরাম কুলমণি কুলের প্রধান গণি
সপ্ত পুত্র হইল তাহান ॥
শ্রীকণ্ঠ শিব শঙ্কর কৌতুক বাল্মিকী পর।
কানু মাধু এই কয়জন।
বাল্মিকীর না হইল সুত কানু মাধু কুল যূথ
যা লইয়া বারেন্দ্র গণন ॥
পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে শ্রীকণ্ঠ যাইল শেষে
এই হেতু সমাজে নিন্দিত।
রাজার আদেশ পায় শিব শঙ্কর দুই ভাই
কামাখ্যায় হইল উপনীত ॥
কাঙ্গুরে দোঁহার বংশ কুলে শীলে অবতংশ
মহিমায় নাহিক তুলনা।
বিষ্ণুভক্ত অনুরক্ত পাইল রাজার তক্ত
দাস খ্যাতি হইল গণনা ॥
কানাই মাধাই ভাই রহিল সমাজ ঠাঁই
বড় বলি দোঁহে বড় হইল।
আদরে চন্দন পাইল শ্রেষ্ঠ বলি খ্যাতি হইল
সর্ব্বজন পূজ্য হইয়া রহিল ॥
যবন বিপ্লব ভয়ে ধন জন প্রাণ লয়ে
নানা স্থানে সন্তান দোঁহার।

কেহ গেল পোতাজিয়া কেহ গেল কালাইদিয়া
কেহ কৈল গঙ্গাবাস সার॥

৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে নন্দীবংশের বিংশতি পুরুষ হইয়া গিয়াছিল। ৬৫ খৃষ্টাব্দতেই নন্দীবংশের অভ্যুদয় এবং পালাধিকারে এই বংশ বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। রামচরিত কাব্য প্রণেতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে বাল্মিকীর সহিত তুলনা এবং রামপালকে দশরথ তনয় রামের সাহত তুলনা করিয়াছেন। এই সন্ধ্যাকর নন্দী পালাধিকার কালে নন্দীগ্রাম হইতে উঠিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে বৃহৎবটু নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

"বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥
তত্র বিদিতে বিদ্যোৎতনি নন্দিরত্নসন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীর নিধির্গুণৌ যস্য॥
তস্য তনয়ো সতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধি শ্রীপদসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাতির্জাতঃ॥
নন্দিকুল—কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দুনন্দিনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানান্দী॥
কাব্যকুলাকুলনিলয়ো গুণমণিমেরুমণীষিণামীশঃ।
সীমা সাহিত্যবিদামশেষভাষাবিশারদঃ সকবিঃ॥
স্তোকৈকস্তোষিতলোকৈঃ শ্লোকৈরশ্লেষণশ্লেষৈঃ।
ঘটনাপরিস্ফুটরসৈঃ গম্ভীরোদারভারতীসারৈঃ?
কলিসীম্নিধর্ম্মরাজঃ কৃতানুপম তদ্‌যুগম্ বিভূষয়তঃ।
ভর্ত্তুঃ সমস্তজগতামভিনবনারায়ণাবতারস্য॥

রামস্থেদং চরিতং রুচির [মর] চি রচনা বিরিঞ্চিরতিচিত্রং ॥
অনবদ্যশব্দ বিদ্যাকোবিদ বৃন্দারকোঽবাদীৎ ॥
রামস্যাস্তামামাস্থিরমাজলম জ্বলনমাপবনমাসপাণং ।
কীর্ত্তিঃ সন্ধ্যাকর কবি সুক্তিসুধারাজমণিরাজিরিয়ং ॥
গৌরীহিতাস্তুমুক্তাবলিরথিগুণরূপজাত্যলঙ্কারাসৌ ।
প্রিয়দৃষ্টিরথা, [ধা] ধানকলা ভঙ্গিরীশকণ্ঠৈকগতিঃ ॥
অবাদনম্রঘুপরিবৃঢ় গৌড়াধিপরামদেবয়োরেতৎ ।
কলিযুগ রামায়ণমিহকবিরপি কলিকাল বাল্মীকিঃ ॥
য পুনরত্র, খালোম্মাদ ভূততত্ত্বাবতং খলীকার ।
অখলস্যেঽপি বিলসিতম্ সাধুত্বস্যৈব কিমিহকরবাম্
সোঽস্তুখলোযদনুগমে বিগুণেন পরাকৃত প্রবন্ধানাং ।
বহুলীকৃতে হিতফলঃ সঞ্চারোলোকর্ধান্যতোদৃষ্টঃ ॥
অবরঞ্চিকীর্যত্যুচ্চৈর্দোষাশয়েন যো ভাস্তং ।
উপরি কলানাধিমন্ধঃ সাক্ষাদেযস্বমেবমলিনয়তি ॥
ক্বাপি ক্বাপ্যাস্ম ভিজড়মগুরগাধংপঙ্কমতিশঙ্ক্য ।
গুণানিবহনিবিড়বঙ্কান্ধ গুপ্তাসীৎ পৌরসশ্রবস্তায়ং ।
সসনাগরনাচ নিরগাৎ পদগত্যা চিত্রপাঠ বঙ্কেব ।
অমুদ্ধত্তমিতস্তে শতশঃ স্বয়মাসতে মস্ত ॥
এতমত এব বা হৃদয়াদ্ যে সারস্বতমবন্তোনং
শূরাঃ স্মরদপি সুধাং যত্র রসনা পুতেন সিঞ্চন্তি ।
শুচিরুচিরবিক্রমকলমিয়মিদমুদিতং গবামধিপতেরত ।
শব্দগুণভূষণাদ্ভূতমুক্ত তময়তেগিরিশায় নমঃ ॥

যোঽয়ং গদিতোনাগস্কন্ধক্ষিতিভৃণ্ময়াবিদিতগোসারঃ।
পরমবিলাসিনমেনং হরিমিব হরিকেতনং কথমিব স্তৌত্রং॥
সারস্বতং কিমপি তজ্জ্যোতি রূপান্ধ বুধযুদ্‌ভ্যসতাং
কিমিবোদ্ধারাঃ।
দ্বৈতং চিতি কিমচ কামভিনিতে ভাবাঃ॥
ইতি সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিতং রামচরিতনাম
কাব্যং সমাপ্তম্‌॥

উদ্ধৃত এই "কবিপ্রশস্তি" পাঠে আমরা কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি সম্বন্ধে স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। কবিপ্রশস্তি মধ্যে শ্রীপৌণ্ড্র-বর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ লিখিত আছে, "বটু শব্দের অর্থ "মাণবকঃ" "ব্রহ্মচারী" ও "বৃক্ষবিশেষ" বটু অর্থে কখনও ব্রাহ্মণ বুঝায় না। শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণি কুলস্থান পূণ্যভূঃ" বৃহৎবটুর বিশেষণ হওয়ায় পরিবর্ত্তে শ্লোকে "তত্রবিদিতে বৃহৎ বটু অর্থে গ্রাম ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এ সমন্ধে পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তিনি যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন তাহা একেবারে অসম্ভব। কারণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে "নন্দী" পদবী কোন ব্রাহ্মণের নাই, তবে নন্দনাবাসী ভরদ্বাজগোত্রে "গাঞির" উৎপত্তি আছে। মনুর সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লকভট্ট নিজ পরিচয়ে "নন্দনাবাসী" বলিয়াছেন, তদ্বারা সন্ধ্যাকর নন্দীকে আমরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিতে পারি না। প্রবীন ঐতিহাসিক পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় "গৌড়রাজ-মালার" উপক্রমণিকায় সন্ধ্যাকর নন্দীকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলেন নাই। তিনি কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন।

বটগ্রাম অর্থে কায়স্থকুলগ্রন্থে যাহা পাওয়া যায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। বৃহৎ বটু অর্থাৎ বটগ্রাম ; এই বটগ্রাম পুরুষোত্তমদত্তের পুত্র নারায়ণ দত্তকে রাজা দান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন্ কায়স্থ-সমাজে যুবকগণ সংস্কৃত শাস্ত্র প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করিতেন, তাহা না হইলে সন্ধিবিগ্রহের কার্য্য অর্থাৎ (Minister of peace and war) কি প্রকারে করিতে পারিতেন ? এ বিষয়ে আমরা সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থকুলগ্রন্থে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার অধিক আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি না। মোট কথা এই প্রকার কবি যিনি মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা যদি আজ সমাজে শূদ্র বলিয়া পরিচিত হন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই।

এইক্ষণে আমরা বারেন্দ্র চাকীবংশের ও নাগবংশের, যাঁহাদের কুল-গ্রন্থে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রশংসা আছে, গৌড়াধিপ পালবংশের সহিত বহু প্রকারে রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সিদ্ধবংশী গৌতমগোত্র চাকিবংশের পরিচয় দিব, তৎপর নাগবংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় লিখিব। যে নাগবংশ গৌড়াধিপ রামপাল ও তৎপুত্র মদনপালের সময় অতি প্রবল শক্তিমান ছিলেন, উক্ত পালরাজাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং রাজারা তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় দিব। যথা—

আর কহি চক্রীবংশ বিখ্যাতি ধরাধামে।
গৌতমগোত্রের সার অশেষ প্রভাব বিস্তার
বাস্তবতা* সর্ব্বত্র বাখানে॥

---

* গোরখপুর অঞ্চলে শ্রীবাস্তব কায়স্থের বাস ছিল।
Indian Antiquary Vol. XVII P. 62.
Colebrooke's Miscellaneous Essay Vol. II P. 242.

ঋষিতুল্যা শক্তিমতি সঙ্গম হইল তথি
আদি বাস পরিচয় দিব।
বীজীনাম গণপতি গাণপত্য-মন্ত্রে প্রীতি
পুত্র তার মহামতি দেব ॥
পিতাপুত্রে দোঁহেমিলে আপ্ত-মিত্র-দল বলে
তাম্রলিপ্ত কৈলা আগমন।
ধনলাভ সাগর তীরে খ্যাতি হইল ঘরে ঘরে
ভূমি সখ্য হইল উপার্জ্জন ॥
পুত্র তার মহামতি আচারে বিশুদ্ধ অতি
বিশুদ্ধাচার দেব হইল নাম।
অশেষ পিতৃপুণ্যফলে রাজ্যলাভ সাগরকুলে
দেব সদাচার পুত্র তান ॥
গরিষ্ঠ বণিক্ সহায় উত্তর করিলে জয়
চক্রবর্ত্তী নৃপতি প্রধান।
খ্যাতি হইল চক্রমূল তেজে বীর্য্যে নাহি তুল
চক্রবংশ তেঁহ গরীয়ান্ ॥
তান পুত্র ভিক্ষাচার লইয়া ভিক্ষুর আচার
রাজ্যত্যাগী বৈরাগী হইল।
শত্রুপক্ষ বলবান্ কাড়ি লইল রাজ্যমান
শিশুপুত্র বিপিনে প্রবেশিল ॥
নাম তার বিনয়াচার বিনয়ের অবতার
নাগরাজ তারে রক্ষা কৈলা।
তার সুত প্রচারদেবা নাগরাজে কৈল সেবা
সেই হেতু গ্রাম লাভ পাইলা ॥

চন্দ্রদ্বীপের তাম্রশাসন (সম্মুখ ভাগ)

চক্রবর্ত্তী বংশ হেতু গ্রামের নাম চক্রবর্ত্ত
তেঁহ চাকি প্রসিদ্ধি হইলা।
কমলপাণি তার সুত তার পুত্র মহিমাযুত
দণ্ডপাণি আখ্যাতি লভিলা॥
তৎপুত্র হেরম্বদেবা বিপ্রভক্তি দেবসেবা
ভক্তিগুণে বহুকীর্ত্তি তার।
সপ্ত পুরুষ তার গত ধনে জনে প্রিয়ব্রত
তারপর জন্মিল লম্বোদর॥
অশেষ বাহুর বলে পূজা দিলা গৌড়েশ্বরে
জটাধর তাহার নন্দন।
তার পুত্র ক্ষেমেশ্বর রাজার প্রিয় সহচর
কীর্ত্তি তার না যায় বর্ণন॥
পুত্র তার পশুপতি ধনে মানে কুলে খ্যাতি
ত্রৈলোক্য দেব তাহার কুমার।
পুজি দেব গজতুণ্ড পুত্র তার সুপ্রচণ্ড
মুরহর যশের আধার॥

মহাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার রামচরিতে নাগবংশের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। আমরা কাশীদাসের ঢাকুর হইতে নাগবংশের পরিচয় দিলাম।

"অষ্টনাগের অষ্টবংশ ভূভারতে সুপ্রশংস
নাগপূজা চিত্রের সন্তান।
চিরদিন ধনী মানী সর্ব্বত্রেত রাজধানী
কিবা কহিব যশের বাখান॥
পুরাণে পুরাণ কথা লিখিয়াছেন ব্যাস যথা
শুনিয়াছ পুরাণ প্রবীর।

রাজার জাতি

আর্য্যাবর্ত্ত কৈলা জয় নাগপুরে রাজা হয়
মায়াপুরী মথুরা কাশ্মীর॥
সুশাসনে বসুমতী ভোগ কৈল কত পতি
চিরদিন সমান না যায়।
কর্কোটনাগেরধারা হইয়া নিজ রাজ্য হারা
হিমালয় করিল আশ্রয়॥
সৌপায়ন ঋষিস্থানে সমাদর পুণ্যধামে
তেঁহ সৌপায়ন গোত্র সার।
সৌপায়ন আদিরস বার্হস্পত্য অপসার।
নৈধ্রুব প্রবর পঞ্চ তার॥
তাদের ছিল এক জ্ঞাতি অশ্বপতি মহামতি
সমাদরে কাশ্মীর নৃপতি।
বিধিলিপি সুপ্রসন্ন কাশ্মীরে হইল ধন্য
রাজ্যলাভ ঐশ্বর্য্য সম্প্রীতি॥
যবে সেই রাজবংশ কান্যকুব্জ করিল ধ্বংশ
সেইকালে হিমালয় ছাড়ি।
কর্কটনাগের ধারা কীর্ত্তিনাগ বিদিত ধরা
গৌড়দেশে আসি কৈলা বাড়ী॥
শুনিয়া রাজার জ্ঞাতি পূজা কৈল গৌড়পতি
আদিশূর নাম মহামতি।
তেঁহ হ'তে পাইল স্থান হইল সমস্ত প্রধান
কিরাত সৈন্যের অধিপতি॥
পূজিয়া বৃষভধ্বজ পুত্র পাইল নাগধ্বজ
সুবৃষ আর জয়বৃষ নাম।

সুবৃষ কিরাত সঙ্গে বঞ্চিল অনঙ্গরঙ্গে
সেই হেতু না হইল সন্মান ॥
আশ্চর্য্য কলির ধারা সুবৃষের সন্তানেরা
পাহাড়ীরা নাগা নামে খ্যাত।
কিরাতের সঙ্গে মিলি কিরাত রীতিতে চলি
কিরাত জাতিতে হইল গত ॥
জয়বৃষ ধন্য হইল সবে দিল জয়মাল্য
সেই হইল সমাজের পতি।
জয়বৃষের দুই পুত্র ফণি মণি কুল সূত্র
মণিনাগ নেপালেতে গতি ॥
ফণীন্দ্র বড়ই ধন্য শ্রীকরণে কইল মাল্য
বহু জনস্থান করিল জয়।
তার পুত্র সর্ব্বনাগ আর পুত্র দর্পনাগ
"বোধি ধর্ম্ম করিল আশ্রয় ॥"
দর্পনাগের বংশধর অভয়াকর ভিক্ষাকর
দেব কন্যা কৈল পরিণয়।
অভয়ার দুই সুত জলধর গুণযুত
আর পুত্র রক্ষাকর হয় ॥
উত্তরে দক্ষিণে রণ রক্ষা কৈল পলায়ন
মহাবনে বাস কৈল সার।
জয়ধর জয়যুত পালরাজ্যে অধিষ্ঠিত
বহু কীর্ত্তি করিল বিস্তার ॥
চক্রীবংশে কন্যা দিল অশেষ সুযশ হইল
তার পুত্র শ্রীধর হরি।

যুদ্ধ করি শ্রীধর মৈল হরিহর কুবচে গেল
রাজকার্য্যে খ্যাতি বহুতর।
হেরুক "বাসুকীনাগ" পুত্র হইল মহাভাগ
কোট দেশ করিল বিজয়।
"বাসুকী গেল কলিঙ্গেতে হেরুক রৈল নাগ কোটে
বাণকোট বলিয়া খ্যাতি হয়॥
এক পুত্র হইল ভূপতি আর পুত্র পশুপতি
ভূপতির পশ্চিম প্রবাস।
নাগকোটে পশুপতি কীর্ত্তিমান নরপতি
বাণরাজ বলিয়া প্রকাশ॥
গণপতি তার বেটা কুলে তার ছিল খোঁটা
পালদেবের তনয়া লইলা।
তার পুত্র শঙ্করনাগ কুলেশীলে অনুরাগ
কুবচেতে অধিকারী হইলা॥
দেবদত্ত তার সুত অশেষ মহিমা যুত
মহাবনে কৈলা রাজধানী।
পাল সনে কৈল সখ্য অশেষ সমর দক্ষ
পুত্র তার রুদ্র আর শিবানী॥
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমান কেহ নহে তৎ সমান
বাহু বলে বহু অধিকার।
কত নরপতি হটে ভয়ে কেহ নাহি আটে
লক্ষ সংখ্য যাহার যুঝার॥
উত্তরেতে বহু রাগ শিবতুল্য শিবনাগ
তার পুত্র কর্কোট জটাধর।

কি কব তাদের পুণ্য সর্ব্বলোকে ধন্ত ধন্ত
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু-পর ॥
দোহার আশ্রয় করি ভৃগুনন্দী নরহরি
মুরহর দেব তিনজন।
বল্লালের রাজ্য ছাড়ি উত্তরেতে কৈল বাড়ী
যাঁহা হ'তে বারেন্দ্র গণন ॥"

এই নাগবংশের পুরাণে পর্য্যন্ত খ্যাতি ছিল। গুপ্ত সম্রাটগণের আধিপত্যকালেও নাগার্জ্জুনের নাম পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই কর্কোটনাগবংশ পার্ব্বত্য প্রদেশে, উত্তরবঙ্গে ও গৌড়াধিপ আদিশূরের সময় যে নাগবংশ এদিকে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কাশ্মীরের রাজবংশের জ্ঞাতি। কাশীদাস তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের সহিত আদিশূরের আত্মীয়তা হইয়াছিল। সেই সময়ে এই নাগসন্তান সকল গৌড়মণ্ডলে বাসের জন্ত আসিয়াছিলেন। আমরা বাসুকী কুলগাঁথা বা মহেশঠাকুরের উক্তি হইতে যাহা পরিচয় পাই, তাহাও উল্লেখযোগ্য মনে করি যথা—

বাসুকী ঋষির শিষ্য পৌলব হইল।
তেঁই সে বাসুকী গোত্র পৌলব পাইল ॥
পৌলবের বংশে জন্ম লইলেন বিশ্বনাথ।
সেনাপতির কর্ম্মে তিনি ছিলেন বড় খ্যাত ॥
কান্যকুব্জ রাজার হইলেন সেনাপতি।
বিশ্বনাথ বহু যুদ্ধে লভিলেন সুখ্যাতি ॥
তাহে তিনি হইলেন "বিশ্বনাথ সেন"।
তার বংশে মহিপতি সেন জন্মিলেন ॥

সেই বংশে রমানাথ উদ্ভব হইলেন।
কনোজ হইতে তিনি গৌড়ে আইলেন ॥

আমরা পালরাজত্বে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের পিতৃপিতামহের কি প্রকার আধিপত্য, প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল তাহাই দেখাইলাম। ইহাহইতেও কি সুশিক্ষিত মহানুভব ব্যক্তিগণ এই বিরাট আর্য্য কায়স্থ-জাতিকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত কতে চাহেন?

এক্ষণে বারেন্দ্র কায়স্থ ব্যতীত যে সমস্ত রাঢ়ীয় কায়স্থ পালাধিকারে প্রতিপত্তি সন্মান ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান দিই। খৃষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অনাদিবরসিংহ, সোম ঘোষ ইঁহারা সামন্তরাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহাদের বিবরণ দেওয়া গেল। আমরা উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে আদিত্যশূর রাঢ়াধিপের সময়ে ইঁহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন তাহাই দেখাইতেছি যথা—

"আদিত্যশূর নৃপেন্দ্রঃ হৃষ্টান্তঃকরণঃ শুচিঃ।
অনাদিবরসিংহায় দদ্যাৎ ভুমিমখণ্ডিতাম্ ॥
সিংহেন্দ্র সিংহেশ্বরাদৌ গঙ্গায়াঃ কুলপশ্চিমে।
চতুঃশতান্ গ্রামাধিশকণ্টকনগরাবধি ॥
এতন্মণ্ডলয়োর্মধ্যে সামান্তরাজ উচ্যতে।
দ্বিসহস্রস্বর্ণমুদ্রাং রাজকোষে প্রযচ্ছতে ॥
পুত্রাপৌত্রাদিকান্ ভোগানাচরত্বং মদাজ্ঞয়া।
এবং বিধং স্বজাতীনাং রাজ্যং সামন্তমুৎসৃজেৎ ॥
সিংহোঽনাদিবরঃ সুপত্নীসহিতঃ পুত্রস্তুসূর্য্যোবরঃ।
বধ্বস্তে হরিণী-দৃশোঽথ সুখদা বিশ্বরূপস্তু পৌত্রঃ ॥
এতান সঙ্গনৃপাজ্ঞয়া ভগবতী ভাগীরথী সন্নিধৌ।

ধ্যেয়ঃ সিংহপুরেনাম রটয়ন্ তত্রৈব হর্ষং বসেৎ ॥
তত্রৈব বাসভবনং কুর্য্যান্নৃপানুকম্পায়া।
বিষ্ণুমন্দিরং কৃতবান তত্রৈব শিবমন্দিরং ॥
লক্ষ্মীনারায়ণশীলা সিংহেশ্বর মহেশ্বরঃ।
স্থাপয়াম মার্গশির্ষে গুরুদেব প্রসাদতঃ ॥
এবংবিধ প্রকারেণ সিংহপুর গৃহাগমঃ।
সরোবর স্থানে স্থানে স্থাপয়াতিথিশালকঃ ॥

ঘোষবংশম্।

তদ্বংশজঃ সোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ।
পুত্রস্তে অরবিন্দাখ্যঃ পৌত্রানাং দ্বয়মেবচ ॥
আদিত্যশূর নৃবরৈর্দদ্যাত্তে বাসমুত্তমম্।
জয়যানঃ গ্রামনামো বাসার্থেন দদৌনৃপঃ ॥
ততশ্চতুর্দিক্ষু গ্রামং সপ্তবিংশ শতানিচ।
সামন্তরাজরূপেন একচক্রাবধিং দদৌ ॥
পঞ্চদশ সহস্রানাং স্বর্ণমুদ্রাং প্রযচ্ছতে।
পুত্রপৌত্রাদি ভোগেন মমাজ্ঞয়া অধিশ্বরঃ ॥
দানপত্রং সুসংপ্রাপ্তং যযৌ তে জয়যানক।
তথা বাসগৃহাদিশ্চ শিবসৌধস্য স্থাপনং ॥
সোমেশ্বরনামধেয়ং শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্।
স্থাপয়ামাসদেবীং চ নাম্নাতাং সর্ব্বমঙ্গলাং ॥
রাজাসোমঘোষস্তত্র পরিখাকৃতরক্ষিতে।
প্রজাদিপালনেদানেরতঃ সর্ব্বস্মমঙ্গলম্ ॥

তৎপুত্র অরবিন্দাখ্যে দত্ত্বা রাজ্যং সুবিস্তৃতম্।
গঙ্গাবাসে তনুত্যাগং সোমপাড়াং কিয়দ্বসেৎ ॥
শ্রীকর্ণবংশ শ্রেণীভুক্তাঃ পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রানাদিবরঃ সোম সৌকালিন স্তথা ॥
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যঃ বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপো দেবনামা চ ইতি তে কথিতং ময়া ॥
সূর্য্যবংশোদ্ভবৌ ক্ষত্রৌ দত্তদাসৌ মহাকৃতী,।
চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে সুদর্শনঃ ॥
এতে সন্মৌলিকাঃ প্রোক্তা কায়স্থাঃ কুলবিজ্জনৈঃ।
(পঞ্চানন কুলকারিকা)

এক্ষণ আমরা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনখানি সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিব। পূজনীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র বি এল্, মহাশয় গত ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসের সাহিত্যে তাম্রশাসন খানি প্রকাশ করিয়া তাহারই সমালোচনা দ্বারা কায়স্থজাতির পরম উপকারসাধন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "যাঁহারা বাঙ্গালার কায়স্থগণকে শূদ্রাদি আখ্যায় অভিহিত করিতে চাহেন, তাঁহারা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনখানি পাঠ করুন।" প্রশস্তি। শ্রীপরাক্রমমূলস্ত। নি ওঁ স্বস্তি।

বভুব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মাতিগ্মাংশুচণ্ডো নৃপবংশকেতুঃ।
শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারা নির্ব্বাপিতারি-
ব্রজ-গর্ব্বলেশ ॥ ১
আসীত্ততোপি সমরব্যবসায় সার বিস্ফূর্জ্জিতাসি
কুলিশক্ষত বৈরিবর্গঃ।

শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ কুলাজ্জ জাতোমার্ত্তণ্ডমণ্ডলমিব
প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ ২

তস্যাভবন্ধবলঘোষ ইতি প্রচণ্ডদণ্ডঃ
সুতো জগতি গীত-মহাপ্রতাপঃ।
যেনেহ যোধ-তিমিরৈকদিবাকরেণ বজ্রায়িতং
প্রবলবৈরি কুলাচলেষু ॥ ৩
ভবানীযাপরামুর্ত্ত্যা সীতে চ পতিব্রতা।
"সম্ভাবা" নাম তস্যা ভূদ্ ভার্য্যাপদ্মেব শার্ঙ্গিনঃ ॥ ৪
তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ সপ্তাংশুধামা
জয়ত্যেকো-দুর্দ্ধরসাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা
জিতেন্দ্রদ্যুতিঃ।
যস্য প্রোর্জ্জিত-শৌর্য্য-নির্জ্জিত-রিপোঃ
পৌঢ় প্রতাপাশ্রুতেরাসা বাস্পজল প্রণালমলিনং
শত্রু স্ত্রিয়ো বিভ্রতি ॥ ৫

সখলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ শ্রীমদীশ্বরঘোষঃ
কুশলী পিপোল্লমণ্ডলান্তঃপাতি-গাল্লিটিপক
বিষয়সম্ভোগ-দিগ ঘা সোদিকা গ্রামে সমুপাগতা
শেষরাজ। য়াজন্যকা। রাজ্ঞী। রাণক রাজপুত্র-
কুমারামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাপ্রতিহার-
মহাকরণাধ্যক্ষ-মহামুদ্রাদিকৃত-মহা আক্ষেপটলিক—

মহাসর্ব্বাধিকৃত-মহাসেনাপতি-মহাপাদমূলিক-মহা-ভোগপতি মহাতন্ত্রাধিকৃত——মহাব্যুহপতি-মহাদণ্ডনায়কঃ——মহাকায়স্থ-মহাবলাকষ্টিক-মহাবলাধিকরণিক মহাসামন্ত-মহাকটকঠক্কুর-অঙ্গিক রণিকদাণ্ডপাণিককোট্টপতি-হট্টপতি-ভুক্তিপতি-বিষয়পতি-ঐন্ধিতাসলিক-অন্তঃপ্রতিহার-দণ্ডপাল-খণ্ডপাল-মহাদুঃসাধ্য-সাধনিক-চৌরদ্ধরণিক-উপরিক-তদানিযুক্তক-আভ্যন্তরিক-বান-সারিক-খড়গগ্রাহ-শিরোরক্ষিক-বৃদ্ধধানুষ্ক-একসরক-খোলদূত-গমাগমিকলেখ........+ষণিক—পানীয়গরিক—সান্তকিকর্ম্মকর—গৌল্মিক গৌল্মিক—হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক-গো--মহিষ্য জীবিক বড়বাধ্যক্ষাদি সকল-রাজপাদপৌজীবিন-অন্যাংশ্চ-চাটভট জাতীয়ান সকরণ ব্রাহ্মণ্ মাননা পূর্ব্বকম্ মানয়তি-বোধয়তি-সমাদি-শতি চ বিদিত মস্তুমস্তু ভবতাং গ্রাময়ং চতুর্সীমানা পর্য্যন্তঃ স্বসম্ভোগ-সমেতঃ সজলস্থলঃ সোদ্দেশঃ সগত্তোযর সাম্রমধুকঃ সগকুলঃ সশাদ্বল—বীটপলতান্বিতঃ সহট্টপট্টঃ সতরুজকলাভাব্য দ্বারিকাদি সমস্তক্ষিতিঃ পরিহৃত সর্ব্বপীড়ঃ আচটভট প্রবেশঃ অকিঞ্চিতকরঃ পাগহ্য আচন্দ্রার্কতারকক্ষিতিসমাকালং যাবৎ।...বিন (জ) গাভারভট্টশ্রীবাসুদেব পুত্রায় ভট্ট শ্রীনিবেবাক শর্ম্মণে ভার্গবগোত্রায় যমদগ্নি ঔর্ব্ব্য আপ্নূবান্ প্রবরায় আপ্নূবান্ ঔর্ব্ব্য যামদগ্ন্য-চ্যবনভা..... যজুর্ব্বেদাধ্যায়িনে মার্গসংক্রান্তৌ জটোদায়াং স্নাত্বা তিলদর্ভপবিত্রপূর্ব্বকং ভগবন্তং শঙ্করভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভি বৃদ্ধয়েতাম্রশাসনীকৃত্যপ্রদত্তোহ-স্মাভিঃ।

অতঃ প্রতিপালনে মহাফলদর্শনাৎ অপহরণে মহানরকপতন ভয়াৎ সর্ব্বৈরেব দানমিদমনু মন্তব্যং প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রবরৈশ্চা জ্ঞাশ্রণিবিধেয়ী ভূয় যথাদীয়মান-করাদি-সমস্ত প্রত্যায়োজন যঃ কার্য্য ইতি।

ভবন্তিচাত্র ধর্ম্মানুসং (সং) অপি চশ্লোকাঃ

বসুভির্ব্বসুধা দত্তারাজাভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্যযদা ভূমি স্তস্য তস্য তদাফলং॥ ১
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মনৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ ২
সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং।
হাটক-ক্ষিতি গৌরীনাং সপ্তজন্মানুগং ফলং॥ ৩
ষষ্ঠিং বর্ষসহস্রানি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাদ তান্যেব নরকং বসেৎ॥ ৪
গামেকাং সুবর্ণমেকং ভূমিরপ্যেকমঙ্গলং।
হরন্নরক মায়াতি যাবদাহুতি-সংপ্লবং॥ ৫
অন্নদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির।
মহীং মহীভুজাং শ্রেষ্ঠদানচ্ছ্রেয়োহনুপালং॥ ৬
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেদ্বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহপচ্যতে॥ ৭
বাপীকূপং সহস্রেণ অশ্বমেধ শতেন চ।
গবাং কোটী প্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি॥ ৮
সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ প্রার্থিবেন্দ্র (ন্দ্রোন্)।

ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থয়েত্যেষ রাম।
সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতুর্নৃপানাং কালে কালে-
পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়ং মনুচিন্ত্য
মনুষ্য-জীবিতঞ্চ।
সকল মিমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো
বিলোপ্যা ॥ ১০
ইতি সম্বৎ ৩০ মার্গদিনে ॥

পঞ্চানন শর্ম্মা বিরচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার শ্লোকাবলীর মর্ম্মার্থ :—

আদিত্যশূর নৃপ অনাদিবর সিংহকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে গঙ্গার পশ্চিমকূলে সিংহপুর হইতে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত ভূমি দান করিয়া চারি শত গ্রামের অধিপতি করিয়া দিলেন। এই ভূমির তিনি স্বাধীন সামন্ত-রাজ হইলেন, তাঁহাকে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা কেবলমাত্র রাজকোষে দিতে হইবে। তিনি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই রাজত্ব ভোগ করিবেন এই আদেশ দিলাম। সিংহপুরে তিনি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবেন,

---

তিনি এই তাম্রসাসন দ্বারা ভার্গবগোত্রজ নির্ব্বোক শর্ম্মাকে একখানি গ্রাম দান করেন। তিনি ঈশ্বরঘোষের গুরুদেব ছিলেন। এবং এই তাম্র শাসন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের অধীন থাকে এবং তৎকালের পূর্ব্বে মালদুয়ার রাজসম্পত্তির বলিয়া খ্যাত ছিল। এই মালদুয়ায় দিনাজপুর জেলায়,* সরকারের হাত হইতে যখন মালদুয়ার রাজষ্টেট খালাস হয় তখন ইহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির হস্তে পড়ে।

(সাহিত্য ২৩২০ পৃষ্ঠা ৩৭)

এবং তিনি তথায় শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, সিংহেশ্বর শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মী-নারায়ণশিলা ও অতিথিশালা নির্ম্মান ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবং রাজা আদিত্যশূর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সোমঘোষকে বাসার্থ জয়ধনি (জযান) নামে গ্রাম দান করিয়াছিলেন এবং দুইশত গ্রামের সামন্তরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে রাজকোষে পাঁচহাজার স্বর্ণমুদ্রা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তিনি এই দানপত্র পাইয়া "জযান" গ্রামে বাস করিলেন। তিনিশিবমন্দির, সোমেশ্বর শিব ও সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তিনি কেল্লা করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা করিয়া বাস করিতেন, শেষ জীবনে নিজ পুত্র অরবিন্দকে রাজ্য দিয়া গঙ্গাবাসে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। যে স্থানে তিনি গঙ্গাবাস করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম "সোমপাড়া।"* অনাদিবর সিংহ ও সোম ঘোষের পরিচয় এই হইল—মৌদগল্য পুরুষোত্তম ও কাশ্যপ দেবদত্ত ইঁহারা উভয়েই সূর্য্যবংশোদ্ভব এবং বিশ্বামিত্র সুদর্শন্ মিত্র চন্দ্রবংশধর ক্ষত্রিয়। ইঁহারা কুলজ্ঞের নিকট এই প্রকারে পরিচিত। উত্তরে দ্বারকা নদী, পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়নদ এবং পশ্চিমে ময়ুরাক্ষী এই চতুঃসীমা বেষ্টিত প্রায় ২৮০ বর্গ মাইলের মধ্যে অনাদিবরসিংহ সামন্তরাজ ছিলেন। সোমঘোষের বর্ত্তমান বীরভূম জেলার সিউড়ী হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে জযান পর্য্যন্ত এই ২৫ মাইল চতুঃসীমা বেষ্টিত স্থানে সামন্ত রাজ্য। দত্ত মিত্র বংশের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।

এইক্ষণে মণ্ডলেশ্বর ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনখানা দেখা যাউক। প্রথম কথা মণ্ডল শব্দের আভিধানিক অর্থ কি তাহা বলি। "দ্বাদশ রাজক" "যথাস্যান্মণ্ডলে দ্বাদশ রাজকে" অপিচ—

চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বর।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড ৮৬ অধ্যায়)

---

* মুর্সিদাবাদ জেলায় বর্ত্তমান।

(তাম্রশাসনের অনুবাদ)

যাঁহার শানিত তরবাল দ্বারা সমস্ত শক্রকুলের গর্ব্ব খর্ব্বাকৃত, যিনি সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে বৈজয়ন্তী সূর্য্যতুল্য প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাঢ়াধিপতি ধূর্ত্তঘোষ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ১

তৎপুত্র যুদ্ধ ব্যবসাপ্রিয় বালঘোষ, যিনি সুতীক্ষ্ন অসির দ্বারা এবং বজ্রপ্রহারে শক্রকুলকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ঘোষকুল পদ্মবনে দ্বাদশসূর্য্যের ন্যায় এই ধরাধামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র ধবলঘোষ, যিনি মহাপ্রতাপশালী বলিয়া এই পৃথিবীতে যোদ্ধৃকুলের মধ্যে সূর্য্য স্বরূপ এবং যিনি প্রবল শক্রকুলপর্ব্বতের শ্রেণীতে বজ্রতুল্য বলিয়া প্রতিয়মান হইতেন। ৩

সীতার ন্যায় পতিব্রতা, বিষ্ণুর লক্ষ্মীসাদৃশী মূর্ত্তিমতী গৌরীতুল্যা "সদ্ভাবা" নামে তাঁহার স্ত্রী ছিল। ৪

সেই স্ত্রীর গর্ভে এই সূর্য্যপ্রতিম তেজঃসম্পন্ন দুর্জ্জরসাহস "ঈশ্বরঘোষ" জন্মগ্রহণ করেন। অধিক কি বলিব, তিনি কান্তিতে চন্দ্রকান্তিকে জয় করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতাপের এবং শৌর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া শক্রকুল এবং শক্ররমণীগণের মুখচন্দ্রমা বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হইত। ৫

ঢেক্করী সামন্তচক্রের মহাসাহসিক শ্রীমান ঈশ্বরঘোষ সর্ব্বথা সুস্থ শরীরে "পিপোল্ল" মণ্ডলের অন্তর্গত "গাল্লিটিপ্যক" জনপদের মধ্যবর্ত্তী "দিগঘাসোদিকাগ্রামে" উপস্থিত অনেক রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজ্ঞী প্রধানভূম্যাধিকারী যুবরাজ, রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী, সান্ধিবিগ্রহিক, প্রধান রাজপুররক্ষক, প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মপরিদর্শক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান রক্ষী, রাজভোগ্যবস্তু রক্ষক, মহাতন্ত্রের অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র সামন্তের অধ্যক্ষ, সমরসচিব, প্রধান শাসনকর্ত্তা, প্রধান লেখক, রক্ষিতসৈন্যের প্রধান, অধিনায়ক, সামরিক বিভাগের প্রধান বিচারপতি, প্রধান সামন্ত, রাজাজ্ঞা

প্রচারক, দণ্ডধারী, প্রধান থানাদার, দুর্গাধক্ষ্য বন্দরাধ্যক্ষ, বিভাগীয় কর্ত্তা, পরগণাদার, ইন্দোৎক্ষেপক, অন্তঃপুর রক্ষক, দণ্ডপালক, মোদক, দুঃসাধ্য-সাধক, গুপ্তচর, "উপরিক" "তদানিন্তক," "আভ্যন্তরিক," "বাসাগরিক," তাঁবু প্রভৃতির রক্ষক, খড়্গাধারী, দেহরক্ষক, "বৃদ্ধধানুষ্ক' "একসরক" "খোলদূত" "হরকরা" "পানীয় জল রক্ষক" "সাত্তকীকর্ম্মক" "গৌন্মিক" হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নৌবলের অধ্যক্ষ, গো, মহিষ, অজা, মেষ, ঘোটক প্রভৃতির রক্ষক, এই সকল রাজকর্ম্মচারী ব্যক্তিগণকে এবং চাট, ভট, ও কায়স্থগণের সহিত ব্রাহ্মণগণকে সর্ম্মানপূর্ব্বক কহিতেছেন, জানাইতেছেন, এবং শাসকরূপে আদেশ করিতেছেন,—আপনারা অবগত হউন, চারিদিকের সীমা-নির্দ্দেশপূর্ব্বক এই গ্রামখানি নিজের স্বত্তের কথিত সজল স্থল বিভিন্ন প্রদেশের পতিত স্থান এবং আম্রাদি বৃক্ষ ও সঞ্চিত মধুচক্র সহিত গোষ্ঠ ও শাদ্বলের সহিত ঘাসের জমি, বন্যগাছ লতার সহিত হাট পথ তরু জলকা দ্বারকাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জমি অর্থাৎ সর্ব্বসমেত এই গ্রামখানি সকল প্রকার উপদ্রবশূন্য দুর্বৃত্ত লোক কি রাজপ্রহরী সৈন্য প্রভৃতির প্রবেশাধিকার শূন্য, নগরপাল দ্বারা বন্দি হইবার ভয়শূন্য, এই গ্রাম সমগ্র সূর্য্য তারকার সহিত পৃথিবী যতকাল থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত শ্রীবাসুদেব ভট্টের পুত্র ভার্গবের সমান গোত্র যমদগ্নি, উর্ব্ব্য, চ্যবন, আপ্নুবান প্রবর যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নকারী ভট্ট শ্রীনির্ব্বোক শর্ম্মাকে মার্গসংক্রান্তি দিনে পুণ্য জটোদা নদীতে (ইহা কামরূপে) (কালিকাপুরাণে বর্ণনা আছে) স্নান করিয়া কুশ ত্রিপত্র তিল জল গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান শঙ্করদেবকে প্রণাম করিয়া মাতা পিতার উদ্দেশে নিজের পুণ্য যশোবৃদ্ধি কামনায় তাম্রফলকে অনুশাসন লিখিয়া আমার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। আমার এই সঙ্কল্পিত দান "স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই নিয়ম প্রতিপালনে মহাফল, লঙ্ঘনে মহানরক হইবে। এই মনে করিয়া সকলেই দান অনুমোদন করিবেন।

এবং ইহার প্রতিবাসীগণ ও কৃষকগণ সকলেই এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া দীয়মানকর ইত্যাদি ইঁহাকে প্রদান করিবে। ইতি।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক বচন আছে—সগর প্রভৃতি রাজারা এবং রাজ চক্রবর্ত্তীগণ অনেকেই ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত ভূমি যখন যে রাজার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তিনিই সে দান জন্য মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য যে রাজা দানসত্ব স্থির রাখিয়াছেন, তৎফল তিনিই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১

ভূমিদান করা এবং গ্রহণ প্রতিগ্রহ করা উভয়ই পুণ্যকর্ম্ম, সুতরাং দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা স্বর্গপ্রাপ্ত হন। ২

সকল পুণ্যের ফল এক জন্ম ভোগ করে কিন্তু স্বর্ণ, ভূমি, গৌরীদানের ফল সপ্তজন্ম ভোগ হয়। ৩

ভূমিদান কর্ত্তা ষষ্টিসহস্র বৎসরকাল স্বর্গলোক ভোগ করেন, সেই দান কার্য্যে যে বিঘ্ন করে অথবা অনুমোদন না করে সে ষষ্টি সহস্র বৎসরকাল ঘোর নরকবাস করে। ৪

একটী গরু, একতোলা সোনা, ভূমির এক অঙ্গুলী মাত্র যে অপহরণ করিবে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকভোগ করিবে। ৫

হে মহীপাল কুলশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণকে মহী মহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ভোগ করিতে দাও, দান করা অপেক্ষা তাহা পালন এবং রক্ষা করিয়া দেওয়া অধিক পুণ্য। ৬

নিজের দত্ত এবং অপরের দেওয়া জমি যে অপহরণ করিবে সেই সকল ব্যক্তি তাহাদের পিতৃগণের সহিত ঘোর পচা দুর্গন্ধপূর্ণ বিষ্ঠার মধ্যে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং ইহা অপেক্ষা আর কি নরকভোগ করিবে। ৭

হাজার দীঘি পুষ্করিণী খনন, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন এবং কোটী কোটী গোদান করিয়া ভূমি অপহরণের পাপ হইতে মুক্ত হইবে না। ৮

ভবিষ্যৎকালে রাজারা ইহা পালন করিবেন, এই শ্রীরামচন্দ্র প্রার্থনা করিলেন। ৯

মনুষ্যগণ শ্রী, জীবন অনিত্য ও দেহের লোলত্ব চিন্তা করিয়া পরের কীর্ত্তি কখনই লোপ করিবে না। *

ইতি সম্বৎ ৩০ মার্গদিনে।

এইক্ষণে আমরা এই তাম্রশাসনের বলে বলি, "ঈশ্বরঘোষ" যদি শূদ্র হইলেন তাহা হইলে সেকালের ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে শূদ্রের নিকট দান গ্রহণ করিলেন? "নির্ব্বোকশর্ম্মা" আজকালের মত ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তবে তিনি কি শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়াছেন? এই সেদিনও "ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র রামকান্তস্যভামিনী" প্রাতঃস্মরণীয়া দয়াময়ী মহারাণী ভবানী "কাশীতে" ৩৬৫খানা বাড়ী দান করিতে গিয়া নিজ বঙ্গের বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনও আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা "কাশীতে বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে" দান গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই, তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

"গঙ্গাতীরে চ কৃতং পাপং বারানস্যাং গমিষ্যতি।
বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রতুল্যং ভবিষ্যতি॥"

তাই বলি তেজপুঞ্জ সেকালের ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট নিশ্চয় দান গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বরঘোষ কখনই শূদ্র ছিলেন না এবং সেই ঘোষবংশ কায়স্থরাও শূদ্র নহেন বিশুদ্ধক্ষত্রিয়।

সপ্তম অধ্যায়।

যাঁহারা কায়স্থজাতিকে শূদ্রত্বে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছেন এবং এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতিকে

অযথা আক্রমণ করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন এবং প্রমাণ প্রয়োগ সকলের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারা আমাদিগের নিকট ক্ষমার্হ।

প্রথম কায়স্থের বীজপুরুষগণ যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজ-পুরুষগণের সহিত শূদ্র অথবা ভৃত্যভাবে আসেন নাই ইহা ঐতিহাসিক সত্য এবং ভৃত্যত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমান নাই—পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণের সঙ্গী কায়স্থ-গণ যে ভৃত্য ছিলেন না, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, কেহবা মহামণ্ডলেশ্বর, কেহবা রাণার বংশধর ছিলেন, তাহাই আমরা দেখাইতেছি। মহারাজ আদিশূর যে তাঁহাদিগকে সসম্মানে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট যানে রাজসভায় আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমান আমরা দেবীবর ঘটক ও মিশ্রকারিকা হইতে প্রথমতঃ দেখাই—

গোযানাদাগতাঃ বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠঃ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

(দেবীবর)

গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ॥

(মিশ্রকারিকা)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ গোযানে, ঘোষ, বসু, মিত্রঃ অশ্বে, কুলশ্রেষ্ঠ দত্ত হাতীতে ও গুহ পাল্কীতে আগমণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত প্রমাণে দেখিতেছি যে কায়স্থগণ হাতী ঘোড়া পাল্কী আর ব্রাহ্মনেরা গরুরগাড়ীতে আসিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণগণ গরুর গাড়ীতে আসিলেন আর গাড়ু গামছা বহনকারী ভৃত্য কায়স্থগণ হাতী ঘোড়া পাল্কীতে আসিলেন তবে সুশিক্ষিত

মহানুভব ব্যক্তিগণ বিবেচনা করুন যে ব্রাহ্মণেরাই বা কেমন মনিব, কায়স্থ ভৃত্যই বা কেমন? কায়স্থগণ যদি ভৃত্য হইয়া আসিলেন তবে তাঁহাদের জন্য হাতী ঘোড়া প্রভৃতি যান নির্দ্দিষ্ট হইল কেন? বাস্তবিক পক্ষে কায়স্থগণ যদি ভৃত্যই হইলেন তবে তাঁহারা তামাক সাজিতে সাজিতে ও নস্যের অথবা পানের ডিবা লইয়া পদব্রজে আসিলেন না কেন? এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত। যদি নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গাড়ীর চালকের পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ স্থান সঙ্কুলন করিয়া দিতেন তাহা হইলেই যথেষ্ট হইত কিংবা ব্রাহ্মণগণ দয়া করিয়া তাঁহাদের পোঁটলা পোঁটুলি সহ পাঁচজন ভৃত্যের জন্য আরও দুই একখানা গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণগণ আনাইলেন এবং তাঁহাদের ভৃত্যগণকে এইরূপ সসম্মানে আনিলেন কেন? তৎপর শুনুন তাঁহারা শূদ্র হইলেন দাসরূপে গৌড়ে আগমন করিলেন—মহারাজ আদিশূর প্রথমে ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সমাদর করিয়া শেষে কায়স্থ-শূদ্রগণকে সম্বোধন করিয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন যথা—

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকং গমনং যতঃ॥
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্টান্যৎ শূদ্রপঞ্চকে।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে বা দ্বিজৈঃ সহ॥
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভোঃ শূদ্রপুঙ্গবাঃ॥

অর্থাৎ আপনাদের আগমন জন্য আমাদিগের জন্ম সফল হইল এবং আমার ভবন পবিত্র হইল, হে শূদ্র পুঙ্গবগণ আপনারা ব্রাহ্মণদিগের সহিত কি জন্য আগমন করিয়াছেন?

তেজস্বী দত্ত বলিলেন—

এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে।

আশ্চর্য্য! কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল এবং যে শূদ্রগণকে দেখিয়া আদিশূর ধন্তোহং কৃতকৃত্যোহং কহিলেন, কৃতার্থন্মন্ত হইলেন তাঁহাদের স্তবস্তুতি করিলেন—"বাহবা রে বাহবা"। পূর্ব্বকালে যে শূদ্রজাতির রাজসভায় অধিকার ছিল না—পবিত্রচেতাঃ আর্য্যগণ যে শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন—প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী যজ্ঞাভিলাষী আদিশূর সেই শূদ্রদিগকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন—ইহা কি সম্ভব, 'এই "শূদ্র পুঙ্গবা" কথাটী যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহ কি? চারিজন কায়স্থ যাঁহাদিগকে যে বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারেন না, আশ্চর্য্য তাঁহারা বিপ্রভক্ত বলিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং আজ তাঁহাদের বংশধরেরা সমাজে অতি হীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছেন।

ধ্রুবানন্দ শূদ্রের পরিবর্ত্তে প্রধান বলিয়াছেন এবং তিনি লিখিয়াছেন—

গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ!
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ॥
খড়্গচর্ম্মাদিভির্যুক্তাঃ পুত্রদারাদিভিঃ সহ।

অর্থাৎ প্রধানগণ (প্রধান অর্থে ক্ষত্রিয়) গজ অশ্ব শিবিকায় আসিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ পুত্রদারাদিসহ খড়্গচর্ম্মাদি পরিবৃত হইয়া বীরবেশে আসিলেন। শাস্ত্রেই উক্ত আছে—

নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥

মনু ৯।৩২২

ব্রাহ্মণরহিতক্ষত্রিয়ো বৃদ্ধিং ন যাতি শান্তিকপৌষ্টি-

কব্যবহারেক্ষণাদিধর্ম্মবিরহাৎ ॥ এবং ক্ষত্রিয়রহিতোঽপি ব্রাহ্মণো নবর্দ্ধতে। রক্ষাং বিনা যাগাদিকর্ম্মানিষ্পত্তেঃ ॥

(কল্লুকঃ)

ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ক্ষত্রিয় ব্যতিত ব্রাহ্মণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না কারণ ব্রাহ্মণ না থাকিলে শাস্তিক পোষ্টিক ও দণ্ডবিধি প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব হয় এবং ক্ষত্রিয়ও না থাকিলে যাগযজ্ঞাদি কার্য্য আদৌ হইতে পারে না সুতরাং ক্ষত্রিয়ত্ব ব্রাহ্মণত্ব সমানতঃ উভয় জাতিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন কি জন্য ? পুত্রেষ্টি যাগ করিবার জন্য। কাহার মতে চান্দ্রায়ণ ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য—সুতরাং ব্রাহ্মণের সহিত যে ক্ষত্রিয় আসিয়াছিলেন ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণোদিত। ইহাতেও যাঁহারা বিরাট আর্য্য কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলিতে চান তাঁহাদিগের প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য—বিশেযতঃ পণ্ডিত সমাজ অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন, কাজে কাজেই আমরা কল্‌হণ বিরচিত "রাজতরঙ্গিণী" কাশ্মীরের একখানি প্রাচীন ইতিহাস এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই উদ্ধৃত করিলাম—

প্রদেশাদেকতো রূঢ়াঃ যদাবৃত্তিশ্চ শাস্ত্রিণাম্।
আন্যোন্যোদ্বাহ সম্বন্ধৈঃ কায়স্থাঃ সংহত যদি ॥
কর্ম্মস্থানানি বীক্ষন্তেক্ষ্মাপাঃ কায়স্থবদ্যদা।
তদা নিসংশয়ং জ্ঞেয়ঃ প্রজাভাগ্যবিপর্য্যয়ঃ।

রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ অধ্যায় ৪৮।৪৯

কিং দিগ্‌জয়াদিভিঃ ক্লেশৈঃ স্বদেশাদর্জ্যতাং ধনম্।
ইত্যর্থমানঃ কায়স্থৈঃ সমণ্ডলমদণ্ডয়ৎ!
কাশ্মীরকানামুৎপন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কম্।
কায়স্থ বক্তৃপ্রেক্ষিতং ততঃ প্রভৃতি ভূভৃতাম্॥

৪।৬১৬।১৮

স্কন্দকগ্রামকায়স্থমাসবৃত্ত্যাদিসংগ্রহৈঃ।
অন্যৈশ্চবিবিধায়াসৈর্ব্যধাদ্‌গ্রামান্ স নির্ধনান্॥

৫।১৭৩

তথাকায়স্থভোজ্যাভূর্জাতা তৎপ্রত্যবেক্ষয়া।

৫।১৭৯

কায়স্থপ্রেরণাদেতৈর্দেবৈনাত্মপ্রবর্ত্তিতৈঃ।
আয়াসৈঃ শ্বাসশেষৈব প্রাণবৃত্তিঃ শরীরিণাম্॥

৫।১৮২

উত্থাপ্য পাপকায়স্থাংস্তেন ভূয়োপি দণ্ডিতঃ॥

৫।৪৪২

কায়স্থাঃ রুদ্রপালাপ্তাঃ প্রজানাং পীড়নং ব্যধুঃ॥

৭।১৪৯

কায়স্থশ্চ হৃতাখিলার্থমহিমাকৃচ্ছে নৃপং পাতয়ন্।
স্বস্যাসন্ন পরভবস্য কুরুতেভূয়ঃ সমুত্তম্ভণম্॥

৭।১১৭২

নিপীড্য লোকং কায়স্থৈর্ম্মহাদণ্ড ব্যবস্থায়াঃ॥

৭।১২৩৮

যেন সম্পঠিতা শ্লোকং কায়স্থোদ্বর্জ্জনং কৃতম্।
যত্তে বিসূচিকশূলসংন্যাসেভ্য কিলেতরে ॥
ঘ্রস্তাশুকারিণো বিশ্বং প্রজা রোগানিয়োগিনঃ।
পিতরং কর্কটো হন্তি মাতরং হন্তি পুত্রিকা ॥
হন্তি সর্ব্বন্ত কায়স্থঃ কৃতঘ্নঃ প্রাপ্তসম্ভবঃ।
গুণান্ সমর্প স্ফুরতাঃ যেনৈবোৎপাঠ্যতে শঠঃ ॥
বেতাল ইব কায়স্থস্তমেবাহন্তি হেলয়া।
বিষবৃক্ষো নিয়োগী চ যদেবাশ্রিত্য বর্দ্ধতে ॥
চিত্রং করোতি তস্যৈব স্থানস্যানতিগম্যতাম্।

৮।৮৭-৯১

ক্রুরানুদ্দিশ্য কায়স্থান্ ধীমাস্তব্ হ্বমন্যতঃ ॥ ৮।১৩

নিসর্গবঞ্চকাবেশ্যাঃ কায়স্থোঽপি বরোবণিক্।
গুরুপদেশোপস্করৈর্বিশিষ্ঠাঃ সবিষাশিষোঃ ॥

৮।১৩১

অর্থাৎ কায়স্থ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত কুটীল ও প্রজাপীড়ক, বিশেষতঃ প্রস্ফুটিত হইলে কাশ্মীররাজ্য ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা! রাজা কায়স্থদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রজাদের নিকট অন্যায়রূপে কর আদায় করেন। কায়স্থদের হস্তে রাজকোষ ছিল, বহু কায়স্থ রাজকোষ শূন্য করিয়া রাজাকে ভয়ানক বিপদগ্রস্থ করিত—যে কায়স্থ প্রজাপীড়ক রাজার অর্থ ঐরূপে অপহরণ ও লুণ্ঠন করিত—সে অতিশয় পাষণ্ড, কৃতঘ্ন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এইরূপে কায়স্থকে বিষবৃক্ষ ও বেতালের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কায়স্থ নির্দ্দয় ও প্রজাপীড়ক অতএব রাজা যেন তাহাদিগকে কিছুতেই বিশ্বাস না করেন—এক্ষণে

অনেকে জিজ্ঞসা করিতে পারেন কল্হন কায়স্থ দিগকে এইরূপ কটাক্ষ করিলেন কেন? কায়স্থ কি এমন অত্যাচারী ছিল যে রাজা রাজপুরুষ-দিগকে ভয় না করিয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার করিত? কাশ্মীর-রাজ্যে বোধ হয় সৈন্যসামন্ত ছিল না—প্রজাগণ কি এতই অপদার্থ ও নির্জীব ছিল যে কায়স্থের অত্যাচার নীরবে নিরুপদ্রবে সহ্য করিত, অথচ তাহার কোন প্রতিবিধান হইত না? কায়স্থ রাজসভার লেখক, প্রজাপীড়ন ও রাজধনাগার লুণ্ঠন করা কি সামান্য লেখকের কর্ম্ম? কায়স্থ যদি (Plunderer) দস্যু হইত তাহা হইলে অবশ্যই তাহা-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইত এবং রাজাও তাহার বিচার করিতেন, কিন্তু সমস্ত রাজতরঙ্গিণী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম—কায়স্থকে কুত্রাপি (Plunderer) দস্যু বলা হয় নাই। কেবলমাত্র মিতাক্ষরায় কায়স্থ অতি মায়াবী বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাশ্মীর রাজপণ্ডিত সোমদেব ভট্ট কথা সরিৎসাগরে সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থ নাম করিয়াছেন—

সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনাহৃতেনার্থসঞ্চয়ৈঃ।
উপাংশু কাব্যালঙ্কারা ব্যসৃজল্লেখহারকম্॥

কথাসরিৎসাগর ৪২।৯১

এই কথাসরিৎসাগরের ইংরাজী অনুবাদক সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থের অর্থ Secretary of foreign affairs পররাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন—

রাজ্ঞাতু স্বয়মুদ্দিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটেবাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্॥

ব্যাসবচন। ৮১-৮৭

রাজকর্ত্তৃক স্বয়ং আদিষ্ট হইয়া সন্ধিবিগ্রহ লেখকগণ তাম্রফলকে অথবা পটে রাজশাসন লিখিবেন।

দাতুঃ পালয়িতুঃ স্বর্গং হর্ত্তুঃ নরক মেব চ।
ষষ্ঠিবর্ষ সহস্রাণি দানোচ্ছেদ ফলং লিখেৎ॥
জ্ঞাতস্ময়েতি লিখিতং সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ।

বৃহস্পতি।

মেধাতিথি কেবল কায়স্থ বলিয়াই সন্ধিবিগ্রহ লেখকের উল্লেখ করিয়াছেন, সেইপ্রকার কল্‌হণও সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থ বলিয়াছেন, এবং সন্ধিবিগ্রহিকের পদ অতি উচ্চপদ, সন্ধিবিগ্রহ লেখকগণ নানা-উপায়ে রাজসংসার হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহাও বলিয়ছেন—এমন কি সান্ধিবিগ্রহিকগণকে সেনাপতি সাজিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে হইত, অনেক সময়ে রাজদূত হইয়া বিভিন্ন দেশের রাজসভায় যাইতে হইত।

রাজতরঙ্গিণী ৪, ৫০৩

কায়স্থ যে নির্দ্দয় ও পাপিষ্ঠ ছিলেন তাহাও নহে, অনেক সময় রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেকেও বিপন্ন করিতেন, এমন কি নিজের জীবনও উৎসর্গ করিতেন—কল্‌হণ তাহাও লিখিয়াছেন।

যথা—

তৎপৃষ্ঠে স্বংক্ষিপন্ দেহং প্রহারৈঃ জর্জ্জরীকৃতঃ।
শৃঙ্গারনামা কায়স্থো নির্দ্রোহো বারীতোহরিভিঃ॥

শৃঙ্গার নামক কায়স্থ বিদ্রোহী হন নাই, রাজার পৃষ্ঠ রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া শত্রুগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয় ভাবে আহত হইয়াছিলেন। প্রজাদিগের দারুণ অভাবের সময় কায়স্থরা নিজের অর্থের দ্বারা অভাব মোচন করিতেন—তাহাও কল্‌হণ বলিয়াছেন—

প্রশস্তকলশস্যান্তে তদ্‌ভ্রাতৃতনয়ঃ পরম্।

কায়স্থকনকো নাম শ্লাঘ্যামকৃত সম্পদম্ ॥
নানাদিগন্তরাযাতোদুর্ভিক্ষপতিতোজনঃ।
যেনাবিচ্ছিন্নসূত্রেণ শান্ত ব্যাপদ্ব্যধীয়ত ॥

৮৫।৭।২-৭৩

প্রশস্তকলশের মৃত্যু হইলে পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কায়স্থ কনক তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তির প্রকৃত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি নানা-স্থান হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর করিতেন। কহ্লণ রাজতরঙ্গীণীতে যে সমস্ত কায়স্থগণ উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন তাহাও লিখিয়াছেন। যথা—রুদ্রকায়স্থ, ইনি কোষাধক্ষ্য ছিলেন এবং কাশ্মীররাজ্যের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন যথা—

কায়স্থেনাপিরুদ্রেণ লব্ধাগঞ্জাধিকারিতাম্।
স্বামিপ্রসাদঃ সাফল্যং নিন্যে ত্যাক্ত্বাতনুং রণে ॥

৮।৪।৭৫

নাগভট্ট ইনি সেনাপতি। যথা—

তত্র কায়স্থ পুত্রোঽপি স্যামস্থানীকনায়কঃ।
সংরম্ভং নাগভট্টাখ্য'স্সেহে তস্য চিরং যুধি ॥

৮।৬।৭।১

গৌরক কায়স্থ, ইনি সর্ব্বাধিকারী ছিলেন অর্থাৎ Lord Chan-celler, ইহাঁর উপর কাশ্মীর রক্ষার ভার অর্পিত হয়—

অথ রাজা নিবাস্যদ্যান্ সহীলাদীন্ মহত্তমান।
সর্ব্বাধিকারে বিদধে কায়স্থং গৌড়কাভিধম্ ॥

৮।৫৬২

শমিতে পূর্ব্বকায়স্থ-বর্গে তেন ততঃ ক্রমাৎ।
নীতঃ সর্ব্বাধিকারিত্বং সোঽস্যামেব স্থিতিং ব্যধাৎ ॥

৮।৫৬৪

রাষ্ট্রগুপ্তৈঃ স্বয়ং রাজ্ঞা স্থাপিতঃ স স্বমণ্ডলে।

৮।৬৩৩

তিলকসিংহ পূর্ব্বক্ত গৌড়ের ভ্রাতা, ইনি দ্বারপতি ও কম্পনেশ্বর বলিয়া খ্যাত ছিলেন—

অগ্রগ্রাম্যভবত্তস্য তিলকঃ কম্পনাপতিঃ।

৮।৬২৯

এতদ্দ্বারা সুধীসমাজকে কাশ্মীর কায়স্থগণ যে রাজসংসারে সন্ধি-বিগ্রহী সেনাপতি, সামন্ত, সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি অতি উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন, সেই সকল শ্রেষ্ঠপদযুক্ত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণেরই অধিকারী তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত হিন্দু-ইতিহাস বলিতে গেলে রাজতরঙ্গিনীই একমাত্র হিন্দু ইতিহাস এবং কাশ্মী-রের সর্ব্বোচ্চ রাজপদ কায়স্থরাই অধিকার করিতেন, ইহাতে কে না কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত স্বীকার করিবেন?

শিলালিপিতে দেখা যাইতেছে যে কালিঞ্জরাধিপ কীর্ত্তিবর্ম্মাদেব গুপ্তরাজগণের সময়ে, কায়স্থ; রাজার সন্ধিবিগ্রহী ও মন্ত্রী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর হইলে কি প্রকারে নিযুক্ত হইতে পারিতেন? সুতরাং ঐ সমস্ত পদ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এই শিলালিপি Jndian Antiquary খানি Vol. V, Page 51 এ আছে। তৎপর আমরা বলি রঘুনন্দন কোন কায়স্থ শব্দের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু বসুঘোষদিগের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

সচ্ছূদ্রাণাং তু নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্ত নামতঞ্চ বোধ্যম্।

উদ্বাহতত্ত্ব।

রঘুনন্দনের মতে যখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতি ছাড়া জাতি নাই, সেই কারণেই কি তিনি বসুঘোষাদিকে সৎ শূদ্র অভিহিত করিলেন, কিন্তু আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের সৎ শূদ্রের একটু বিবরণ দিই যথা—

শূদ্রাদেব তু শূদ্রায়াংজাতঃ শূদ্রঃ ইতি স্মৃতঃ
দ্বিজ শুশ্রূষণপরঃ পাকযজ্ঞপরান্বিতঃ
সচ্ছুদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছুদ্রস্ততোহন্যথা।

ঔশনধর্ম্মশাস্ত্র ৪৯।৫০

শূদ্র হইতে শূদ্রার গর্ভজাত যে শূদ্র তাহাকে সৎ শূদ্র বলে, সে দ্বিজশুশ্রূষা ও পাকযজ্ঞ করিবে, এতৎভিন্ন অপরে অসৎ শূদ্র। ঔশন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত শূদ্রকেই সৎ শূদ্র বলিয়া গিয়াছেন সুতরাং রঘুনন্দনের মতে বসুঘোষাদি কায়স্থই কেবলমাত্র শূদ্র আর সকলে অসৎ শূদ্র। রঘুনন্দন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণকে শূদ্র বলিলেন তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ কি দিয়া গিয়াছেন? ইতিপূর্ব্বে যতদূর প্রমাণ করিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে কি কায়স্থ কোন কালে শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন? অবশ্য কায়স্থ বঙ্গদেশে সাবিত্রী ত্যাগ করিয়া ব্রাত্য হইয়াছেন, কিন্তু কোন্ সংহিতাকার কিম্বা কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাত্য এবং শূদ্র একবর্ণান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? শাস্ত্রমতে ব্রাত্য, শূদ্র হইতে শূদ্রা গর্ভজাত বা সৎশূদ্র হইতে পারেনা, যদি বলেন রঘুনন্দন দেশাচার শিষ্টাচার দেখিয়া কায়স্থজাতিকে সৎশূদ্র বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই যথা—

স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতির্বাধে পরিত্যজেৎ॥

সংস্কারপ্রকরণ প্রয়োগ পারিজাত ৫৯ শ্লোক।

বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতিকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তেমনি স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে লৌকিক বাক্য অগ্রাহ্য করিতে হইবে অর্থাৎ দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদ্‌লাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। বশিষ্ঠঃ—১ম অধ্যায়।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক, উভয় কার্য্যেই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম গ্রহণীয়। শাস্ত্র বাক্য না পাইলে দেশাচার প্রমাণ। যখন আমরা স্মৃতির দ্বারায় প্রমাণ করিতেছি যে কায়স্থ দ্বিজাতির অন্তর্গত তখন দেশাচারের আবশ্যক কি? এবং দেশাচারের জন্য কায়স্থকে শূদ্র বলা যাইতে পারে কি? হয়ত অনেকে বলিতে পারেন যে একমাস অশৌচ গ্রহণই বঙ্গীয় কায়স্থগণের শূদ্রত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক—যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রের একমাস অশৌচ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু একটু স্মৃতির দিকে তাকাইয়া দেখিলেই পণ্ডিতসমাজ বুঝিতে পারিবেন যে যেরূপ ব্যক্তি তাহার ঠিক সেই রূপ অশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছে যথা—

একাহাচ্ছূদ্ধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ॥
জন্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্ট সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারক বিপ্রস্য দশাহং সূতকং ভবেৎ॥

পরাশর—৩।৫।৬

দশাহং ব্রাহ্মণাস্তু ক্ষত্রিয়াণাং ত্রিপঞ্চকম্‌।
বিংশদ্রাত্রং তু বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং মাসমেবহি ॥

দেবল।

ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশরাত্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ ॥
বৈশ্যো বিংশতি রাত্রেণ শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি ॥

বশিষ্ঠঃ।

রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥

মনু ৫।৯৪

উপবীত ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধতে তথা ॥

নারদীয় পুরাণ।

যেমন রাজার একদিন, ক্ষত্রিয়ের বার দিন বা ১৫ দিন সাগ্নিক বেদপারক ব্রাহ্মণের এক দিন, কেবল বেদপারক ব্রাহ্মণের ৩ দিন এবঃ বেদবিহীন ধর্ম্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্ট সন্ধ্যা উপাসনা বর্জ্জিত এরূপ ব্রাহ্মণের দশ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন বা ২০ দিন। বঙ্গীয় কায়স্থরা অনুপনীত হওয়াতে একমাস অশৌচ হইয়াছে এখনও পশ্চিমাঞ্চলে উপবীতধারী কায়স্থরা ১২ দিন, কোথাও বা ১৩ দিন কোথাও বা ১৬ দিন অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা উপবীত বর্জ্জিত তাঁহারা একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন। সুতরাং বঙ্গদেশের কায়স্থগণ একমাস অশৌচ ধারণ করেন, এই কারণেই কি শূদ্র বলা যায়? চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে দশ দিন অশৌচ ভোগ করিয়া থাকে, তাই বলিয়াই কি সেই সব জাতিকে উচ্চজাতি বলিয়া গ্রহণ করিব, মহাভারতে উক্ত আছে পাণ্ডবেরা আত্মিয়গণের মৃত্যু হইলে একমাস অশৌচ ভোগ করিয়াছিলেন যথা—

কৃতোদকান্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃপুরাৎ ॥

শান্তিপর্ব্ব ১-১০১

ইহাতে কি পাণ্ডবেরা শূদ্র হইয়া গিয়াছেন? এক্ষণে কায়স্থকে যাঁহারা বর্ণসঙ্কর বলিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলি— মনুর ভাষ্যে মেধাতিথি লিখিতেছেন—

তস্মাদ্ বর্ণসঙ্করো রাজ্ঞা পরিবর্জ্জনীয়ঃ।

অর্থাৎ রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন—যদি কায়স্থ বর্ণসঙ্করই হইল তাহাহইলে হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তির রাজসভায় কি প্রকারে স্থান পাইয়াছিল? মৃচ্ছকটিক একখানি অতি পুরাতন নাটক তাহাতে কায়স্থের যথেষ্ট উল্লেখ আছে যথা—

ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদিপরিবৃতোধিকরণিকঃ।

(নবমাঙ্ক)

আধিকরণিক অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেষ্ঠিকায়স্থ তাঁহারা সকলেই সহকারী অভিহিত হইতেছেন (Assessor) ধর্ম্মশাস্ত্রমতে কায়স্থ যদি শূদ্রই হইলেন তাহাহইলে ধর্ম্মাধিকরণে কি প্রকারে বিচার করিবার অধিকার পাইলেন? মৃচ্ছকটিক নাটকের কায়স্থ শুধু লেখক নহেন, বিচার করিতেছেন ও বিচারের সহায়তা করিতেছেন সুতরাং স্মৃতি ও সংহিতাকারদের বচন মানিতে হইলে কায়স্থ কখনই শূদ্র হইতে পারেন না, ইহা ধ্রুবসত্য।

মুদ্রারাক্ষস নাটকেও কায়স্থের যথেষ্ট উল্লেখ আছে—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়েও কায়স্থেরা রাজসংসারে লেখকের কার্য্য করিতেন উক্ত নাটকে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়! রাক্ষস, "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ" পুরুষানুক্রমে নন্দবংশের মন্ত্রী, কায়স্থ শকটদাস রাক্ষসের

পার্শ্বে বসিয়া বরাবর সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেছেন "কিন্তু রাক্ষস শূদ্রকে স্পর্শ করিলে আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন এবং সকল ব্রাহ্মণই সেকালে তাহা করিতেন। শকটদাস শূদ্র তাহা হইলে বিশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণসন্তান প্রাজ্ঞ রাক্ষস কি প্রকারে শকটদাসকে স্পর্শ করিয়া ও একত্রে এক শয্যায় দুইজনে নিদ্রা যাইতেন—(মুদ্রারাক্ষস ৪র্থ অঙ্ক) তৎপর শ্রীহর্ষের উত্তর নৈষধচরিতে দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় চিত্রগুপ্ত কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যথা—

দৃগেগাচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থঃ উচ্চৈগু´ণ এতদীয়ঃ।
ঊর্দ্ধন্তু পত্রস্য মসীদ একো মসের্দ্ধচ্চোপরি পত্রমন্যঃ॥

১৪ স্বর্গ।

অনন্তর চিত্রগুপ্তঃ চক্ষুর গোচরীভূত হইলেন ইনি কায়স্থ এবং ইনি উত্তম গুণযুক্ত এই পুরুষ আপনার রূপ গোপন করিয়াছেন, ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মসী প্রদান করেন, অর্থাৎ মনুষ্যের শুভাশুভ গণনা করিয়া তাঁহার অদৃষ্টে লিখিয়া দেন এবং রূপে মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন—সেই চিত্রগুপ্তের আমরা কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই, গরুড় পুরানে লিখিত আছে—

চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানাম্ভু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যাণি সর্ব্বশঃ॥

উত্তরখণ্ড (১৯)

তথায় বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে, তথায় কায়স্থরা পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন এতদ্দ্বারা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কায়স্থ যে কেবল ধর্ম্মাধিকরণে শুধু বিচার করিতেন তাহা নহে। স্মৃতি ও পুরানের সময়ে শূদ্রের লেখকবৃত্তি কিম্বা ধর্ম্মাধিকরণে বিচার

করিবার ক্ষমতা ছিল কি? কাজেকাজেই পুরাণ ও স্মৃতির বাক্যে কায়স্থরা শূদ্র নহেন।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোপি বৈচিত্রং জগতঃকৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ স্রষ্টাবস্যতু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞান বিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়্বিধাঃ কায়বর্ত্তিণঃ।
তত্রস্থ কায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ॥
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্ তয়োশ্চিত্র বিচিত্রয়োঃ॥
একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্ঠঃ স্বাত্মবিচেষ্টিতম্॥
অস্মাকং কে চ সংস্কারা কিং বর্ণজা বয়ং প্রভো।
তৎসর্ব্বং কথয়স্বাবাং ভবৎসেবাপরায়ণৌ॥
ইতিশ্রুত্বা তয়োর্বাক্য মনুমোদ্য পিতামহঃ।
উক্তঃ সোত্তরমুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্নিব॥

ব্রহ্মাউবাচ—

অত্র বর্ণাগ্র উৎকৃষ্টোব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্যাবরজতাং যাযাৎ ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ॥
বিজ্ঞানর্জীবিতোপায়ী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণদ্বিতীয়-সেবক ঃ॥
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাদ্বর্ণতৃতীয় সেবকঃ।
অনেকব্যবহারাস্থাঃক্ষত্রিয়াঃসন্তি তত্রবৈ॥
তেষামুত্তমতাং যাযৎ কায়স্থোহক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থে৷ দ্বিজন্মাণৌ মহাশয়ৌ॥
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্যবলোৎকর্ষাৎ সাধ্যসাধন ভাবিনৌ॥
এবং আখ্যায় ভগবান্ সর্ব্বামরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দধে তয়োরস্তস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ॥

সূত উবাচ—

একবিংশতি সংখ্যকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথক্‌মতাঃ॥
আদাবেব হি তৎধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়ঃ॥
এতাবৎসু চ তাবৎসু কথ্যতে চ মহাধিপ।
মিথোন ভক্তিসম্বন্ধসিদ্ধয়েতুকলৌ যুগে॥
ইমে স্বীয়াইতিজ্ঞানমন্যথা ন হি সিধ্যতি।
অতঃ পৃথকৃতয়া বর্গাঃ কৃতা একৈকবিংশতিঃ॥
সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতৌ কৃত্য গুণজাতিবিচক্ষণঃ!
প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্॥

চিত্রদেবস্য সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত।
স সূর্য্যধ্বজঃ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া॥
সূর্য্যধ্বক্ষাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নং তস্য প্রবর্ত্ততে।
দেহে যম্মত্ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ. উদারধীঃ॥
অহো তেজস্বিনং বেত্তি নাশ্রয়াৎ সকুটম্বিনম্।
কুলেষ্টদৈবতং যেষাং শ্রীমানাদিত্য এব চ॥
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ভবৎ সস্তুতি সাত্বিকঃ।
কুলেষ্ট দৈবতাত্মানং ত্বামহং পরিপূজয়ে॥
এবং স্তুতিমতেরাসীত্তস্য বিশ্বম্ভরোদয়ঃ।
বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ॥
বরংবরয় ভদ্রত্বং মত্তঃ সন্তোষবারিধেঃ।
কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্ব্বন্ ইত্যাহ গগনস্থিতঃ॥
বিদেহি তারকমাং ত্বমেবৈকং সকলার্থদম্।
ত্বন্নামবসতিস্থানং দোহ মে বিশ্বলোচন॥
এবমাভাষিতঃ সূর্য্যো বরমৈবহি দিৎসতে।
এবমস্ত্বিতি সুবক্তং বভাষে ভগবানিদম্॥
সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাং॥
সূর্য্যধ্বজাৎ দ্বিজন্মানৌ দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা শাস্ত্রদর্শিতম্॥
আশ্রমং প্রথমং তেচ অনতিক্রম্য বৈদিকং।
যুক্তিমাসাদ্য বিধিতা গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্॥

তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া।
বাণপ্রস্থা ভবেযুশ্চ ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ ॥
চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু শাম্যমাদধুরুত্তমাঃ।
সর্ব্বত্র বিষয়াসক্তা রহিতাঃ শিবহেতবে॥
সদা সদাচার পরাঃ পরপ্রাণিহিতেরতাঃ।
যাজ্ঞিয়াং বৃত্তিমাসাদ্য গার্হপত্যাদি সেবকাঃ ॥
দ্বিতীয়স্ত স বিজ্ঞেয়চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকোজ্জাতি র্যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ ॥
স একদা মুখ্যপুমান্ সখীনাং স্থিতিহেতবে।
সন্ততৌচ বিশুদ্ধায়ৈ বিত্তয়ে সমচিন্তয়ৎ ॥
কুলেষ্ট দেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধু মভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসীতুম।
যযৌ সুমেরুশিখরং সুপর্ব্বশ্রেণিশোভিতম্॥
স্তুত্যানয়ৈবং সন্তুষ্টা রাজা সর্ব্বদ্বিজজন্মনম্।
ওষধীনামধিপতি র্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ ॥
আবিরাসীৎ সমক্ষোঽসৌ চন্দ্রমামৃগলাঞ্ছনঃ।
কৃপানিধিরুবাচেদং মধুরং পূর্ণবৎসলঃ ॥
বরং বরয়ত ক্ষিপ্রং মত্তোমনসি নিশ্চিতম্।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্বরম্ ॥
দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্বতৎ।
মদীয়বংশবর্গাস্য বাসস্থানমনুত্তমম্।

উপাসনায় ভো স্বামিন্ মর্ত্তে চ সততং স্থিতাঃ।
তস্মাদ্ যাচেতু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ॥
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা-প্রহর্ষ পুনরপ্যুত।
মনঃ সঙ্কল্পিতং সর্ব্বমেতাবত্তে ভবিষ্যতি॥
ভবদুক্তি বশাজ্জাতো হাসোঽয়ং তদ্‌ভবানপি।
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব্বকায়স্থমণ্ডলে॥
গণ্ডলেখঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবন্ মুখশোভিতঃ।
মাহিস্মতীসমীপস্থঃ চন্দ্রহাসগিরীশ্বরঃ॥
অতুলস্থিতিমৎ সাক্ষাৎ পুরং নির্ম্মায় শোভনম্।
চন্দ্রহাসাভিধাং লেভে কায়স্থজ্ঞাতিলক্ষণম্॥
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্তুষ্টগুণমূর্ত্তয়ঃ।
যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্॥
এষাং লেখনধর্ম্মস্তু ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিণাম্।
শ্রীমতাং মুখ্যপুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাম্॥
ভগবদ-ভক্তি চিন্তানাং সর্ব্বজীবহিতাত্মনাম্।
ভরদ্বাজ প্রসাদেন সদাচার স্বধর্ম্মিণাম্॥
বেদাভ্যাসনবৃত্তিনাম্ শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়িনাম্।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্ব্বব্যাপারবর্ত্তিনাম্॥
ইতি দত্বা বরং তস্যৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাস স্তদাদেশং চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম্॥
তত্র স্থিতিমতস্তস্য বহুধাঃ বংশতন্তুভিঃ।
পুত্র পুত্রজ পুত্রাদি নপ্তৃ নপ্তৃ জনপ্তৃজৈঃ॥

চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবাতিনঃ।
সুহৃৎ সম্বন্ধিতদ্বর্গ বিভবৈর্ব্যাপৃতা মহী ॥
তৃতীয়ঃ সুরিচন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ।
পঞ্চমো রবিদাসোঽপি রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ ॥
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপূজকঃ।
গম্ভীরো নবসংখ্যকো দশমঃ প্রভু সংজ্ঞকঃ ॥
একাদশো ময়াখ্যাতো বল্লব পরমার্থধীঃ।
উদারহাসোবিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশসংখ্যকঃ ॥
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যকা।
ভট্ট সুভট্ট সর্ব্বজ্ঞো ধামান্ পঞ্চদশোঽপরঃ ॥
শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো রাজধানাঃ ততঃ পরম্।
অষ্টাদশম আনন্দ সংভ্রমৈকোন বিংশতিঃ ॥
বিশ্বাসঃপঞ্চতত্বজ্ঞঃ একবিংশতমঃ সুরঃ।
এতেষামনুগন্তারো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ ॥

অর্থাৎ এই পৃথিবীর আদি কারণ ভগবান্ নারায়ণ যিনি ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিবার জন্য সৃষ্টি করেন, তিনি চিত্র ও বিচিত্র নামক দুইজনকে সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা দুইজনেই ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী ও দুষ্টের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী এবং শান্তিকর্ম্মপরায়ণ, এবং কায়স্থ নামে পরিচিত, তাঁহারা সমস্ত কায়স্থের আদি পিতা এবং লেখনকার্য্যে বিশেষ নিপুণ থাকায় ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ছয়প্রকার বিশেষ জ্ঞান ছিল বলিয়া এই পৃথিবীতে কায়স্থ নামে পরিচিত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইলেন এবং তাঁহারা বিংশতি প্রকার কায়স্থজাতি সৃষ্টি করিলেন।

তাঁহারা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা কোন্ বর্ণ সম্ভূত, এবং আমাদের কি সংস্কার হইবে, আপনি কৃপা করিয়া তাহাই বলুন, আমরা আপনার ভক্ত।

ব্রহ্মা কহিলেন,—ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় বিজ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মপরায়ণ যাঁহারা দ্বিতীয় বর্ণ, তৃতীয় বৈশ্যবর্ণ, চতুর্থ শূদ্রবর্ণ, পৃথিবীতে অনেক প্রকার ক্ষত্রিয় আছেন অক্ষরোপজীবী সেই ক্ষত্রিয়বর্ণেরই অন্তর্গত। তোমরা ক্ষত্রিয় দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে, তোমাদের সাবিত্রীসংস্কার হইবেক; তোমাদের বেদে অধিকার আছে। এই বলিয়া ব্রহ্মা প্রস্থান করিলেন।

সূত কহিলেন,—কায়স্থজাতি একবিংশ শ্রেণী হইল। হে মহাধিপ, কুলগতধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইবে না, এই যে একবিংশতি প্রকার কায়স্থ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান সূর্য্যধ্বজঃ তাঁহার শরীরে সূর্য্যধ্বজের চিহ্ন আছে এই কারণে তিনি সূর্য্যধ্বজ, তিনি গৃহাশ্রম গ্রহণ না করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতেন, সূর্য্যই তাঁহার কুলদেবতা, সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন।

সূর্য্যধ্বজ কহিলেন,—হে সহস্রচক্ষুঃ আপনি আমাকে একটী আপনার নামীয় বাসস্থান দান করুন, সূর্য্যদেব তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে পূরী প্রস্তুত হইল, তাঁহারা সদাচারসম্পন্ন সর্ব্বপ্রাণী-হিতকারী ও যজ্ঞীয়বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তদ্রূপ চন্দ্রহাস ও তাঁহার জ্ঞাতি, তাঁহার দেবতা চন্দ্র, তিনি সুমেরুশেখরে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের স্তব করিলেন, চন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া কায়স্থমণ্ডলে চন্দ্রহাস কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়া দিলেন এবং মাহিস্বতীর সমীপস্থ চন্দ্রহাস নামক গিরির অধিশ্বর হইলেন এবং তিনি ভগবদ্ভক্ত ও সর্ব্বজীবহিতকারী মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রসাদে সদাচর সম্পন্ন হইলেন। চন্দ্রহাস তাঁর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, বংশ-

ধরগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তৃতীয় সুর চন্দ্রার্দ্ধ, চতুর্থ চন্দ্রদেহ পঞ্চম রবিদাস, ষষ্ঠ রবিরত্ন, সপ্তম রবিধীর, অষ্টম রবিপূজক, নবম গম্ভীর, দশম প্রভু, একাদশ বল্লভ, দ্বাদশ উদাররবি, ত্রয়োদশ মধুদান, চতুর্দ্দশ ভট্ট, পঞ্চদশ সুভট্ট, ষোড়শ শ্রীগৌর, সপ্তদশ রাজধানা, অষ্টদশ আনন্দ, উনবিংশ সম্ভ্রম, বিংশ বিশ্বাস, একবিংশ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ, এই একবিংশপ্রকার কায়স্থ আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত।

রাজন্স্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ্‌যজ্ঞান্ যথাবিধি ॥
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা ॥
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োঽপ্যেবমাচরন্

হারীত ২ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয়, রাজা হইলে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সম্যক্ অধ্যয়ন ও যথাবিধি যজ্ঞ করিবেন, নীতিশাস্ত্রে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইবেন ও সন্ধিবিগ্রহ তত্ত্ববিৎ হইবেন ও দেবব্রাহ্মণভক্ত ও পিতৃকার্য্যে রত থাকিবেন।

তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্ ॥

মনু।

তৈঃ বুদ্ধিসচিবৈর্মুখ্যেশ্চার্থাধিকারিভিঃ সহসামান্যং যন্নাতিরহস্যং তৎচিন্তয়েৎসন্ধিবিগ্রহং—কিং সন্ধি সম্প্রতি যুক্তো অথ বিগ্রহঃ? উভয়ত্র গুণদোষান্ বিচারয়েৎ।

(ইতি মেধাতিথি)

রাজা সন্ধিবিগ্রহাদি ঐ সকল কার্য্য বুদ্ধিমান্ সচিবদিগের সহিত সংবুদ্ধি ও সৎপরামর্শ করিবেন।

মনুর উক্তি হইতে জানা গেল রাজা সন্ধিবিগ্রহ নির্ণয়ে সন্ধিবিগ্রহ পদ কখনই শূদ্রজাতিকে দিতেন না এবং কায়স্থজাতি চিরকাল সন্ধিবিগ্রহ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন—তাহা হইলে কায়স্থজাতি কি প্রকারে শূদ্র হইতে পারেন ?

রাজার জাতি।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কৃপায় তাঁহাদের আবিস্কৃত একখানি তাম্রশাসনের দ্বারা কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়জাতি এবং অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ছিলেন তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাই। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের বৌদ্ধরাজবংশ কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় প্রমাণ করি। যথা—

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈক-পাত্রম্।
ধর্ম্মোঽপ্যসৌ বিজয়তে জগদেক-দীপঃ॥
যৎসেবয়া সকল এব মহানুভাবঃ।
সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুঃ সঙ্ঘঃ॥ (১)

চন্দ্রানামিহ রোহিতাবনিভুজাংবংশে বিশালশ্রিয়াং, বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণচন্দ্রসদৃশঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রোঽভবৎ। অর্চ্চনাস্পদ পীঠকাসু পঠিতঃ সন্তানিনামগ্রতষ্টঙ্কোৎকার্ণ-নবপ্রশস্তিষু জয়স্তম্ভেষু তাম্রেষু চ। (২)

বুদ্ধস্য য শশকজাতক-মঙ্কসংস্থং।
ভক্ত্যা-বিভর্ত্তি ভগবানমৃতাকরাংশুঃ॥
চন্দ্রস্য তস্য কুলজাত ইতীব বৌদ্ধঃ।
পুত্রঃশ্রুতো জগতি তস্য সুবর্ণচন্দ্রঃ॥ (৩)

দর্শেস্যমাতা কিল দোহদেন দিদৃক্ষমানোদয়ি চন্দ্র-বিম্বং।

স্বুবর্ণচন্দ্রেন হি তোষিতেতি স্বুবর্ণচন্দ্রং
সমুদাহরন্তি ॥ (৪)

পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন-ভীতাশয়ৈস্ত্রৈলোক্য
বিদিতোদিশামতিথিভি স্ত্রৈলোক্যচন্দ্রগুণৈঃ।

আধারো হরিকেল-রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়ং।
যশ্চন্দ্রোপপদে বভুব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপমঃ ॥ (৫)
জ্যোৎস্নেব চন্দ্রস্য শচীব জিষ্ণোগৌরী হরেস্যেব
হরেরিব শ্রীঃ।
তস্যপ্রিয়া কাঞ্চনকান্তিরাসীচ্ছ্রী কাঞ্চনেত্যঙ্কিত
শাসনস্য ॥ (৬)
স রাজ-যোগেন শুভেমুহূর্ত্তে মৌহুর্ত্তিকৈঃ সূচিত
রাজচিহ্নং
অবাপ তস্যাং তনয়ং নয়জ্ঞঃ শ্রীচন্দ্র মিন্দুপমমিন্দ্র-
তেজাঃ ॥ (৭)
একাতপত্র ভরণাং ভুবঃ যো বিযায় বৈধেয়-
জনাবিধেয়ঃ।
চকার কারাস্থ নির্বেশিতারি যশঃ স্বুগন্ধীনি
দিশাং মুখানি ॥ (৮)

এই প্রশস্তির দ্বারাই কবি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশের আভাস দিলেন এবং বংশটী যে কায়স্থ চন্দ্রবংশ তাহাও বলিলেন যথা—

"চন্দ্রণামিহ রোহিতাবনিভুজাম্"

তৎপর দ্বিতীয় শ্লোকে বলিলেন ভুমি ভোগকারী অতুল ঐশ্বর্য্য-

সম্পন্ন চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র নামে নরপতি পৃথিবীতে খ্যাত ছিলেন কবি রাজবংশের বৈদিক দীক্ষা ছিল না তাহাও বলিলেন কারণ বৌদ্ধাধর্ম্মাবলম্বী ও ভবিষ্যতে শূদ্রজাতিতে পরিণত হইতে পারেন তৎপর বিশেষ করিয়া বলিলেন ভগবান চন্দ্রমা ভক্তি হেতু বুদ্ধের শশকরূপ কোলে ধারণ করিয়াছেন, সেই চন্দ্রের কুলজাত বলিয়াই তাঁহার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র জগতে বৌদ্ধ বলিয়াই খ্যাত হয়েন—অর্থাৎ চন্দ্রদিগের এই যে বংশ তাহা চন্দ্রমার কুলসম্ভূত ক্ষত্রিয়-জাতি। এবং তৎপর উভয় কুল পবিত্র করিবার জন্যই তাঁহার ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই দিলীপের তুল্য হরি-কেল নামক স্থানে রাজত্ব করিতে ছিলেন। এই চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশা হইতে বেশী দূরে নহে সুতরাং আমরা ইহা দ্বারা দেখাইতেছি এবং কুলকারিকার বচনের সহিত এক বাক্যে প্রতিপাদন করিতেছি

"কায়স্থোহত্যজয়েৎ সূত্রং বৌদ্ধেতু বিপ্রহীনতঃ"

এবং ঐ কারিকার বচনে ও এই তাম্রশাসনের দ্বারা পৌরানিক বচনের সহিত মিল হইতেছে যথা—

মগজাতি শস্ত্রপাতৈঃ মর্ত্তব্যাঃ সকলঃপ্রজাঃ।
মগাধিকারে ভাবি চ বেদভ্রষ্টো ভবিষ্যতি॥

ব্রহ্মখণ্ড ১৩।১৩

এই চন্দ্রদীপের রাজবংশ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের বংশ সেন, বসু ও মিত্র। গৌড়ের ইতিহাসে লেখা আছে চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা যাদব রায় ময়নাকোটের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ বংশের শেষ রাজার নাম অম্বুরাজ। ময়নাকোটের রাজবংশ ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ইহাও দিগ্বিজয়

প্রকাশিকাতে লেখা আছে—চন্দ্ররাজবংশের প্রথম রাজা ৯২০ খৃষ্টাব্দে রাজা ধারীচন্দ্র রাজ্যপ্রাপ্ত হন। তৎপর স্বর্ণচন্দ্র ৯৫০ খৃষ্টাব্দে পিতার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎপুত্র মাণিকচন্দ্র ৯৭০ খৃষ্টাব্দে রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হঁন, তার পর গোবিন্দচন্দ্র ও ৯৯০ খৃঃঅব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু ১০১২ খৃঃঅব্দে রাজেন্দ্র চোলের নিকট বিধ্বস্ত বিপন্ন ও পরাজিত হইয়া উত্তরবঙ্গে রাজধানী করেন। তারপর ভবচন্দ্র ১০৩০ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১০৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিব্বতের পরিব্রাজক তারানাথ বলেন যে চন্দ্রদেবের রাজসভায় গান্ধারদেশীয় বসুবংশ বিদ্যমান ছিলেন, তিনি শ্রাবস্তিনগরে অবস্থান করিতেন, বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ও অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে কোন এক সময়ে সাবিত্রীসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহা-ভারতের হরিবংশে দেখিতে পাই ভোজ নাগবংশ উভয়ই পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এই কারণেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ কায়স্থকে কেহ ক্ষত্রিয় লিখিয়াছেন কেহ বা কায়স্থই বলিয়া গিয়াছেন। তৎপর আমরা বলি কায়স্থগণকে যাঁহারা শূদ্র আখ্যায় অভিহিত করিতে চান, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার নিতান্ত অভাব ইহা ভিন্ন আমরা আর কি বলিতে পারি ?

বহু শতাব্দী যাবৎ আর্য্যগৌরব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া বহু গবেষণার ফলে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, ধর্ম্ম, চিকিৎসা, পূরাবৃত্ত প্রভৃতি ও রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতির যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, আজ যাঁহারা সভ্য হইয়া গৌরব করিতেছেন, তাহারাও এককালে তাঁহাদেরই অনুকরণ করিয়া এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন। শাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক ঋষিগণের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

মন্বিত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গীরাঃ।
যমাপস্তম্ব সর্ব্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নঃ বৃহস্পতিঃ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥

তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ দাস শূদ্র। যাহারা রাজকৃত দণ্ডপ্রাপ্ত তাহারাই দাস সংজ্ঞকঃ। যথা—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্মসমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামণুসূয়য়া॥

৯১-১ মনু।

ভগবান ব্রহ্মা শূদ্রদিগের পক্ষে অসূয়া বিহীন হইয়া বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাদি কার্য্য করিবার ভার প্রদান করিয়াছেন।

বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্মকীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্তস্য নিস্ফলম্॥

১২৩-মনু১০ অধ্যায়।

বিপ্রসেবায় শূদ্রের বিশিষ্ট কর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন শূদ্রের অন্য কোন কর্ম্ম নাই—যাহা কিছু করিবে সমস্তই নিস্ফল হইবে।

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥

১২৫-১০ অধ্যায়।

শূদ্রদিগের ভক্ষের জন্য উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানার্থ ছেঁড়া জীর্ণ বসন, জীর্ণ শয্যা ও নিকৃষ্ট ধান্য প্রদান করিবে।

বিপ্রানাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈবতু শূদ্রস্য ধর্ম্মোনৈঃ শ্রেয়সঃ পরঃ ॥

৩৪৪। ৯ মনু।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সেবা করাই শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম।

শক্তেনাপিহি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রহ্মণানেব বাধতে ॥

শূদ্র ধনোপার্জ্জন করিবে না, কারণ শূদ্রের ধন হইলেই ব্রাহ্মণের বিপদ।

মনু ১২৯-১০ অধ্যায়।

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ ন সহাসনম্।
শূদ্রাৎ জ্ঞানাগমং কশ্চিৎ জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥

শূদ্রের কোন সম্পর্ক, শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শূদ্রের অন্ন, কোন প্রকার উপদেশ, তাহা হইলেই তেজঃপূঞ্জ দ্বিজাতি পতিত হইবে।

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্য স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ ॥

২৮১-৮ মনু।

শূদ্র যদি দ্বিজাতিগণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে তাহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাকার দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে, অথবা যাহাতে তাহার মৃত্যু না হয় এমত ভাবে পশ্চাৎদেশ কাটিয়া দিবে।

যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্ছেষ্টমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তে দেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্ ॥

২৭৯।৮ মনু।

শূদ্র যদি কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠজাতিকে হিংসা অথবা প্রহার করে, তবে তাহা মনুর অনুশাসন অনুযায়ী তাহার সেই অঙ্গ ছেদ করিয়া দিবে।

একজাতির্দ্বিজাতিস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াং প্রাপ্নুয়াচ্ছেদঃ জঘন্যপ্রভবো হিসঃ॥

২৭০। ৮ মনু।

নামজাতিগ্রহন্তেষামভিদ্রোহেন কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ং শঙ্কুর্জ্জ্বলন্মাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥

২৭১। ৮ মনু।

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রানামশ্যকুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥

২৭৩। ৮ মনু।

শূদ্র যদি দ্বিজাতিগণকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে, তবে জিহ্বা ছেদ করিয়া দিবে, আর ক্রোধ বশতঃ নাম ও জাতিকে গালাগালি করিলে লৌহময় জ্বলন্ত দশাঙ্গুল শিক্ মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিবে এবং অহঙ্কারের সহিত ধর্ম্মোশদেশ প্রদান করিলে তাহার মুখে এবং কর্ণমধ্যে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবে, কারণ তাহার জন্ম অতি নীচকুলে।

ন শূদ্রেপাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি।
ন স্যাধিকারো ধর্ম্মেঽপি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥

১২৬।১০ মনু।

শূদ্রের কোন পাপ নাই, কোন সংস্কার নাই, কোন ধর্ম্মে অধিকার নাই, কোন যাগযজ্ঞে অধিকার নাই।

নিসেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।
তস্যশাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ॥

১৬। ২ মনু।

যাঁহাদের গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সংস্কার ও মন্ত্রে অধিকার আছে, তাঁহারাই বেদাদি শাস্ত্র সকল পাঠের অধিকারী, তদ্ভিন্ন কেহই অধিকারী নয়।

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ॥

৪১৮। ৮ মনু।

রাজা যত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রগণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, কারণ তাহা না করিলে জগতে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইবে।

মার্জ্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডুকমেব চ।
শ্বগোধোলুকাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥

মনু ১১-১৩২।

বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, বেঙ্, কুকুর, গোধা, পেচক বধ করিলে যে পাপ, একটী শূদ্র হত্যা করিলেও সেই পাপ, প্রায়শ্চিত্তও তদনুরূপ।

বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বংভর্ত্তৃহার্য্যাধনোহি সঃ

মনু ৮।৪১৭

ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধ চিত্তে শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিবেন, কারণ শূদ্রের নিজের কিছুই নাই; উহা সমুদায় ব্রাহ্মণের

এইত গেল মহারাজ মনুর অনুশাসন, এক্ষণে অন্যান্য ঋষির শূদ্রজাতির প্রতি কিরূপ বিধান আছে তাহাই দেখা যাউক।

শূদ্রযোন্যাঃ প্রজাতোহস্মি তপঃ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ॥
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকং জিগীষয়া।

শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নামনামতঃ ॥
ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়গং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কাস্য কোষাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৮৯।২।৪

হে মহাযশস্বিন্ রাম, আমি শূদ্রজাতিতে জন্মিয়াছি, কঠোর তপস্যার দ্বারা দেবলোক জয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছি এবং নিজে দেবতা হইতে বাসনা করি, হে কাকুৎস্থ রাম, আমি আপনার নিকট মিথ্যা কহিব না, আমার নাম শম্বুক, আমি জাতিতে শূদ্র। শম্বুকের এই কথা শেষ হইতে না হইতে দশরথ তনয় কোষ হইতে উজ্জ্বল তরবারি বাহির করিয়া তাহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন।

উচ্ছেষ্টোচ্ছিষ্ট সংস্পৃষ্ঠ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥

৪১। যমসংহিতা।

ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হস্তে কুকুর অথবা শূদ্রকে স্পর্শ করিলে একরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবেক।

ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ।
নিসেকাদি শ্মশানান্তা স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া ॥

১০।১ যাজ্ঞবল্ক্য।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে আদ্য তিন বর্ণদ্বিজ। দ্বিজদের গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হইবেক। চতুর্থবর্ণ শূদ্রের কোন সংস্কার বা মন্ত্রোচ্চারণ হইবে না।

শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহ শার্দ্দুল গর্দ্দভান্।
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥

২২২ অত্রিসংহিতা।

শরভ, উষ্ট্র, ঘোড়া, সাপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, গর্দ্দভ, ইত্যাদি পশু বধ করিলে শূদ্রহত্যার ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

যে তন্ত্রারঃ স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মেণ ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকং মহীয়তে॥

১৭ অত্রিসংহিতা।

যাহারা শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহাদের শাস্তিপ্রদানকারী রাজা স্বর্গভাগী হয়েন।

শূদ্রস্য বার্ত্তা শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম্ম চ।

১৫ অত্রিসংহিতা।

শূদ্রগণের শিল্পকার্য্য এবং দ্বিজাতিগণের সেবাই তাহাদের ধর্ম্ম।

বধ্যোরাজ্ঞা স বৈ শূদ্রোজপহোমপরশ্চরঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জ্বলম্॥

১৯ অত্রিসংহিতা।

জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্মনিরত শূদ্রকে রাজা নিশ্চয়ই বধ করিবেন, জলধারা যেমন অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ জপ হোম দ্বারা শূদ্র সমস্ত রাজ্য ধ্বংস করিতে পারে।

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিযু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ যদি শূদ্রের নিকট জলপান করে, দিবারাত্র উপবাস অন্তে স্নান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃশ্য প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥

৭ম অধ্যায় পরাশরঃ।

অনুচ্ছিষ্ট শূদ্রের স্পর্শে স্নান করিতে হইবে, আর উচ্ছিষ্ট শূদ্রের সংস্পর্শে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে।

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ। ৬৪।৭১ বিষ্ণুসংহিতা।

শূদ্ররাজার রাজ্যে বাস করিবে না।

জুগুপ্সিতং শূদ্রস্য। বিষ্ণুসংহিতা ২৭।৯

শূদ্রের নাম ঘৃণিত হইবেক।

নোচ্ছিষ্ট হবিষী। বিষ্ণুসংহিতা ৭৯।৯

শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট এবং কোন প্রকার হবিঃ প্রদান নিষেধ।

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন উদরস্থেন যো মৃতঃ।
স বৈ খরত্বং উষ্ট্রত্বং শূদ্রত্বমধিগচ্ছতি॥

হারীত।

ভুক্ত শূদ্রান্ন উদরে থাকা কালীন মৃত্যু হইলে তাহাকে গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও শূদ্র হইয়া জন্মিতে হইবেক।

অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃস্মৃতং।
বৈশ্যস্যাচান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্॥

অঙ্গিরা।

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধ, বৈশ্যের অন্ন অন্ন ও শূদ্রের অন্ন রুধির অর্থাৎ রক্ততুল্য জানিবেক।

শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যায়াচ্ছতে।

১০।৩।৭ কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।

শূদ্র এবং আর্য্যজাতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ। ঋক্, ২।১২ সূ।

অত্র সায়নভাষ্যম্—

যস্য দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং যদ্বা দাসমুপক্ষপয়িতারমধরং নিকৃষ্টমধরং গুহা গুহায়াং গূঢ়স্থানে নরকে বা কঃ অকার্ষীতং করোতে।

(লুঙিমন্ত্রে খশেত্যাদিনা)

শূদ্রাদি বর্ণকে নিকৃষ্ট গুহাবাসী বলিয়া জানিবেক, উহারা দাস্যজনক ও উপেক্ষিত।

এই ত গেল পুরাকালের আর্য্য ঋষিগণের ব্যবস্থা, আবার এই ব্যবস্থা অনুসারে রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষের যে স্থানে যাউন না কেন সর্ব্বত্রই মন্বাদি ঋষিবৃন্দের একাধিপত্য বিরাজ করিতেছে, কেবলমাত্র হতভাগ্য বঙ্গদেশে, কি কারণে জানি না, সেই সমস্ত আর্য্য ঋষিগণের দশবিধ সংস্কারবিধি প্রস্থান করিয়া নব্য বিধি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের দ্বারা প্রচলিত, এই কারণে বঙ্গদেশে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহা সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বিবেচনা করিয়াছেন। আর্য্য-শাস্ত্রে শূদ্রের কি প্রকার স্থান তাহা দেখাইলাম, অন্যদিকে হতভাগ্য বঙ্গদেশে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের কৃপায় যে আর্য্য বিরাট কায়স্থ-জাতি সর্ব্বত্র বিদ্যাগরিমায় গৌরবান্বিত, কুলশীলে ধনমানে পরিপূর্ণ, জানি না কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া রাজন্যবর্গের দক্ষিণহস্তস্বরূপ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এমনকি অনেকে রাজন্যবর্গের মস্তকে পদযুগল স্থাপন করিয়াছেন, রাজ্য শাসনের বিধি ব্যবস্থা সকল যাঁহাদের লেখনী প্রসূত, কোষাগারে, শৌর্য্যবিভাগে, রাজ্য সুশৃঙ্খলাব্যাপারে, সন্ধিবিগ্রহ ব্যাপারে চিরকাল কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছেন, সেদিনও যাঁহাদের মগধ, গৌড়, বঙ্গরাজ্যের সিংহাসন অধিকারছিল, অমিত-বিক্রমে শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের বংশধরগণ আজও সর্ব্বত্র সম্মানিত, যাঁহাদের প্রদত্ত ধনে ও দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সমস্ত সম্পত্তি লাভ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ও তাঁহাদের অধস্তন পুরুষেরা অদ্যাপি ভোগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষণে সক্ষম আছেন ও সমাজে গণ্যমাণ্য বলিয়া পরিগণিত আছেন, যাঁহাদের যাগযজ্ঞ পূজা, শান্তি সংস্কার কর্ম্মাদি নিয়তকাল ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা করিয়া

আসিতেছেন, যাঁহাদের দানগ্রহণে ও পৃষ্ঠপোষণে সমাজ ও দেশরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেই পরাক্রান্ত বীর, কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতি নব্য-স্মৃতির কৃপায় "শুদ্ধিতত্ত্বে" লিখিত হইয়াছে—

"ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ ॥"

হায় এ বিষম সমস্যার উপায় কোথায়? কে তাহার প্রকৃত মীমাংসা করিবে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরাণে কায়স্থজাতির সম্বন্ধে কিরূপ লিখিত আছে দেখা যাউক। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃপ্রজাঃ।
তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।

(সৃষ্টিখণ্ড ৩।১৪৯ শ্লোক)

অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন, মানসপ্রজাগণ উৎপন্ন হইল ও তাঁহার গাত্র হইতে কায়স্থ ও করণ-জাতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ জন্মগ্রহণ করিলেন এইশ্লোকের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম কায়স্থজাতি করণের সহিত ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হইল—সেইজন্য কায়স্থ নামে বিখ্যাত। এই কারণেই অনেক কায়স্থদ্বেষী, কায়স্থ ও করণকে একজাতি বলিতেছেন; কিন্তু কোন সংহিতায় কিম্বা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ ও করণ একজাতি বলিয়া লিখিত হয় নাই, কায়স্থ ও করণ দুইটী স্বতন্ত্রজাতি। উড়িয্যায় এই প্রকার করণজাতি আছে, তাহারাই বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজ করণ বলিয়া খ্যাত। সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তাহার মীমাংসা করি "শব্দরত্নাকরে লিখিত আছে :—

করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থ ভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥

করণ (ক্লী) অর্থ সাধন

বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র করণ। এতদ্বারা আমরা প্রমাণ পাইতেছি যে,— করণ কায়স্থ ভেদ এইরূপ উল্লেখ থাকায় করণ বলিলেই কায়স্থজাতি মাত্রই বুঝায় কি? পদ্মপুরাণে এই করণকায়স্থ স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে—

"ব্রাত্যায়াং কায়স্থাজাতা করণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ"

ব্রাত্যনারী ও কায়স্থ হইতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারাই করণ। চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেনবংশীয় কায়স্থগণ কখনই বর্ণসঙ্কর নহেন, তাহা দেখাইয়াছি। মনুরকরণব্রাত্যক্ষত্রিয়। উড়িষ্যাতে করণের দুইটী বিভাগ আছে—শুদ্ধকরণ ও সৃষ্টিকরণ। (১) শুদ্ধকরণেরা বাঙ্গালী কায়স্থদের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা বলে বল্লালের কৌলীন্যপ্রথা গ্রহণ না করিয়া দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া উড়িষ্যায় বাস করিতেছে, আর (২) সৃষ্টীকরণেরা অনেকেই দাসীগর্ভে জন্মিয়াছে এবং তাহারা পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হয় নাই—তাহারাই বর্ণসঙ্কর, আর এক শ্রেণীর করণ আছে তাহারা নৌলীকরণ। করণকায়স্থের মধ্যে কেবলমাত্র এই কয়েকটী গোত্র আছে—আত্রেয়, ভরদ্বাজ, কস্তশস্, কাশ্যপ, মুদ্গল, নাগান, পরাশর, শঙ্খ, ইহাদের চারি সমাজ—থরা, পুরা, চৈয়া ও কুলীনা। ইহারা শৈশবে কন্যার বিবাহ দেয়, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র ও অর্থাভাবে অনেক সময় ঘটিয়া উঠে না। ইহাদের দিবসে বিবাহ হয়, ইহা একেবারে হিন্দুপ্রথার বহির্ভূত নিয়ম। বিবাহের পর চতুর্থ দিনে আবার পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে "আস্কে পিষ্টক" প্রস্তুত করাইয়া পিতৃপুরুষকে নিবেদন করে,

ইহারা দশদিন মাত্র অশৌচ পালন করে, মিতাক্ষরা অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য করে আবার এই প্রকার করণকায়স্থরা একাদশ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করে। দশদিন অশৌচ পালন করে বলিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ জাতি বলিতে পারা যায় কি? কায়স্থরা ত্রিশদিন অশৌচ পালন করে বলিয়াই অনেকের নিকট শূদ্র। আবার কেহ বলেন যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—

কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম্॥
স্বর্ণকার স্বর্ণবর্ণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে॥
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাং চ নাস্তি সাদরম্।
শতেষু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ॥

(জন্মখণ্ড ৮৫ ১৩০-১৩২ শ্লোক)

কায়স্থজাতি অতি নির্দ্দয় পাষণ্ড, গর্ভবাসকালে কেবলমাত্র দন্ত না থাকায় তাহাদের জননীর মাংস খাইতে পারে না, হে ব্রজেশ্বর, মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক ও কায়স্থজাতির তুল্য ধূর্ত্ত, দয়াহীন পৃথিবীতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ, তাহাদের সমাদর নাই। কায়স্থজাতির একশত মধ্যে একজন সাধু হইতে পারে কিন্তু স্বর্ণকার ও বণিকের মধ্যে একজনও সাধু হইতে পারে না।

সুভগা বিটভীতেব রাজবল্লভ তস্করৈঃ
ভক্ষ্যমানাঃ প্রজারক্ষ্যা: কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥
রক্ষিতা তদ্ভয়েভ্যস্তু রাজ্ঞো ভবতি সা প্রজা।

অগ্নিপুরাণ ২২৩-১২

রাজবল্লভ ও তস্করগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলে বিটভীতায় সুভগার ন্যায় প্রজা রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরমধর্ম্ম। এই বচনের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি বোধ হয় পূর্ব্বকালে কায়স্থরা অতিশয় প্রজাপীড়ক, ধূর্ত্ত ও নির্দ্দয় ছিল। সেইজন্য কায়স্থদিগের হস্ত হইতে প্রজা রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত আছে। আমরা স্মৃতির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি কায়স্থরা রাজসভার লেখক ও সন্ধিবিগ্রহের কার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদের হস্ত হইতে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মোত্তর জমি দান গ্রহণ করিতেন, সীমা নির্দ্দেশক ছাড়পত্র পাইতেন, এই কারণেই হয়ত অনেক কায়স্থ অবৈধ রূপে অর্থ সংগ্রহ করিতেন অথবা অযথা অনেকে উৎপীড়িত হইতেন, কায়স্থ "রাজার জাতি" কেহই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না, এই জন্যই রাজার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ প্রকার আদেশ আছে। তৎপরে আমরা চিত্রগুপ্ত কথা হইতে দেখাই—

অশ্বঋষি উবাচ—

মুনে কথয় ধর্ম্মজ্ঞ কায়স্থানাঞ্চ সম্ভবম্।
কায়স্থানাং কুতো জন্ম তেষাং কথয় সুব্রত ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাসীদঃ ধর্ম্মজ্ঞোসি মনো মম।

সুত উবাচ—

দত্তাত্রেয়ং মুনিবরং তপসা দিব্যরূপিনম্ ॥
উপগম্য সদাচারঃ পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

কেন পুণ্যব্রতেনৈব দানেন তপসা মুনে ॥
স্বর্গং যান্তি মহাত্মানঃস্তন্মে কথয় সুব্রত।

দত্তাত্রেয় উবাচ—

ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্তং মুনিপুঙ্গবম্।
উপসঙ্গগম্য প্রপচ্ছ ভীষ্ম শস্ত্রভৃতাম্বরঃ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমানাং তথৈবচ।
সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রুতে বিস্তরতোময়া॥
কায়স্থ ইতি যে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয়ো এব মহাবাহো! শ্রেতুমিচ্ছামিতত্ত্বতঃ॥
বৈষ্ণবাঃ দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপরায়ণাঃ।
সুধীয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কার বোধকাঃ॥
পোষ্টারো নিজবর্গানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র! বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ইতি পৃষ্টো মুনিঃপ্রাহ গাঙ্গেয় শৃণুতত্ত্বতঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ—

শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি তেষামপি চ কারণম্।
নশ্রুতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু॥
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
উৎপাদ্য পাল্যতে ভূয়ো নিধনায় প্রকল্পতে॥
অব্যক্তঃপুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মালোকপিতামহঃ।
যথাঽসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো॥
মুখতো ব্রাহ্মণো জাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা।
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ সমুদ্ভবঃ॥

দ্বিচতুঃষট্‌পদাদীংশ্চ সপ্লবঙ্গসরীসৃপান্‌।
এককালেঽসৃজৎ সর্ব্বং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাংস্তথা॥
এবং বহু বিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত।
উবাচ তং সুতং শ্রেষ্ঠং কশ্যপং চাতিতেজসম্‌।
প্রযত্নেন চিরং পুত্রঃ জগৎপালয় সুব্রত।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ঋষিসম্ভব হেতুকম্‌॥
ততস্তু ব্রাহ্মণা তেন যৎ কৃতং তন্নিবোধমে।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ॥
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোঽভূৎ কমলাসনে।
স্থিতে সমাধৌ সকলং যদ্‌ভূতং তদ্বদামিতে॥
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃকমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ॥
লেখনী ছেদনীহস্তো মসীভাজন সংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রাহ্মণোঽব্যক্তজন্মনৌ॥
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ।
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয় তং দদর্শ পিতামহঃ॥
অধোর্দ্ধমুন্নিরীক্ষ্যার্থং পুরুষস্যাগ্রতঃস্থিতম্‌।
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠতে পুরুষোত্তম॥
ইতি পৃষ্টোঽব্রবীদ্ভীষ্মঃ ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্‌।

পুরুষ উবাচ—

উৎপন্নো বিধিনা নাথ তচ্ছরীরান্ন সংশয়ঃ।
নামধেয়ং হি মে তাত! বক্তুমর্হস্যতঃ পরম্‌॥

যথোচিতঞ্চ যৎকার্য্য তৎ ত্বং মামনুশাসয়।

পুলস্ত্য উবাচ—

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।

প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥

স্থিরমাধায় মেধাবী ধ্যানস্থশ্চাপি সুন্দরঃ

ব্রহ্মোবাচ

মচ্ছরীরাৎসমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।

চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতোভুবি ভবিষ্যসি॥

ধর্ম্মাধর্ম্মং বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।

স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥

ক্ষত্রবর্ণোচিতধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।

প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমাহিতঃ॥

তস্মৈ দত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।

পুলস্ত্য উবাচ—

চিত্রাগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণুতান্ কথয়ামি বৈ।

গৌড়াখ্যা মথুরাশ্চৈব ভট্টনাগর সেনকাঃ॥

অহিষ্টানাঃ শ্রীবস্তব্যাঃ শৈকসেনাস্তথৈবচ।

কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ।

পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে॥

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞচিত্রগুপ্তো মহামতিঃ।

ভূয়স্তান্ বোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমম॥

পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃনাং যজ্ঞসাধনম্।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনম্॥
প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোচনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রজত্নেন পুত্রাঃ স্বর্গস্থ কাম্যয়া ॥
যা মায়া প্রকৃতি শক্তিচণ্ডীচণ্ড প্রকর্ষিণী।
তস্যাস্তু পূজনং কার্য্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥
স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতো যজ্ঞভুজঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ সা সদা পূজ্যা মিষ্টান্নৈশ্চ সুরাদিভিঃ ॥
ভবতাং সিদ্ধিদা নিত্যং পুত্রদা সাতুচণ্ডীকা।
তথাচোক্তা সুরাপেয়া জানুপেয়া দ্বিজাতিভিঃ ॥
বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাশ্রিত্য মদ্বাক্যং প্রতিপালয়।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন লোকত্রয়হিতায় বৈ ॥
অনুশিষ্য সুতানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ।
ধর্ম্মরাজস্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভুবহ ॥
এবং ভীষ্ম সমুৎপন্না কায়স্থা যে প্রকীর্ত্তিতা।
যে শ্রেষ্ঠাস্তে ময়া খ্যাতো সংবাদং শৃণু তৎপরম্ ॥
অহং তে কথয়িষ্যামি বিচিত্রং পরমাদ্ভুতম্।
প্রভাবং চিত্রগুপ্তস্য সমুদ্ভুতং যথা পুনঃ ॥

পুলস্ত্য উবাচ—

সৌদাস নাম রাজাভুৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।
সদা পাপরতঃ সোঽথ ধর্ম্মাধর্ম্মং ন বিন্দতি ॥
স যথা স্বর্গমাসাদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু।
সর্ব্বপাপ দুরাচারঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ ॥

রাজনীতিগতং ধর্ম্মং ন জানাতি কথঞ্চন।
স্বদেশে বাদয়ামাস ডিণ্ডিমং স নরাধিপঃ॥
ন দাতব্যং ন যষ্টব্যং দৈবং পিত্র্যং কদাচন।
আতিথ্যজপকর্ম্মাণি তপঃ সাধনমুত্তমম্॥
ন কর্ত্তব্যং নরৈঃ ক্বাপি ময়া জুপ্তের্মহীতলে।
এবমাজ্ঞাতবাংলোকে দৈব পিত্রেয় কর্ম্মণি॥
পরিত্যজ্যং স্বকং দেশং ততো দেশান্তরং যযৌ।
যে কেচিদ্বসতিং চক্রুর্দেশেষু ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥
নৈব যজ্ঞং প্রকুর্য্যাস্তে দৈবং পিত্র্যং কদাচন।
ততঃ প্রভৃতি গাঙ্গেয়! ন যজ্ঞ হবণং ক্বচিৎ॥
ন কোঽপি কুরুতে ভীষ্ম! পুণ্যং তত্র নিষেবিতম্।
অগ্রহীদ্ ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ করং ধর্ম্মবিদূষকঃ॥
অহো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ শৃণু কর্ম্মবিপাকজম্।
কালেনান্যেন গাঙ্গেয় সৌদাসো বিচরন্মহীম্॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে চ দ্বিতীয়াচোত্তমাতিথিঃ।
তস্যাঃ কার্য্যঞ্চ কায়স্থৈ চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্॥
মহতা ভক্তিভাবেন ধূপদীপাদ্যলঙ্কৃতম্।
দৈবযোগাত্তথায়াতঃ সৌদাসঃ পর্য্যটন্মহীম্॥
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ কস্যেদং পূজনং ক্রিয়তে শুভে।
তে উচুঃ চিত্রগুপ্তস্য পূজাকর্ম্ম শুভং নৃপ॥

রাজোবাচ—

অহমেব করিষ্যামি চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।

ততশ্চ বিধিবৎ স্নানং কৃত্বা চৈব নরাধিপঃ ॥
শ্রদ্ধাযুক্তঃ শরারেন দৃষ্ট্বা চ পূজনং ততঃ।
কৃত্বা তু পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য ভক্তিতঃ ॥
গতঃ পাপোঽভবৎ সদ্য সৌদাসোঽসৌমহীপতিঃ।
চিত্রগুপ্তপ্রভাবেন গতো লোকং সুরালয়ম্ ॥
ইদং বিচিত্রমাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তপ্রভাবজম্।
কথিতং নৃপশার্দ্দূল ! কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥
ইত্যাকর্ণ্য ততো ভীষ্মঃ প্রত্যুবাচ মুনিং ততঃ।
বিধিনা কেন তথাপি পূজাকার্য্যং মহামুনে ॥
কোমন্ত্রঃ কোবিধিস্তত্র সর্ব্বং তদ্বদ মে প্রভো।
যামাসাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠঃ সৌদাসঃ স্বর্গমাপ্তবান্ ॥

পুলস্ত্য উবাচ—

চিত্রগুপ্তস্য পূজয়া বিধানং কথয়াম্যহম্।
নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপক্বৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ।
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥
নানাপ্রকারৈঃ নৈবেদ্যৈঃ পট্টবস্ত্রসুশোভনৈঃ।
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈব ডিণ্ডিভিঃ ॥
চিত্রগুপ্তস্য পূজায়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
নবকুম্ভং সমানীয় পানীয় পরিপুরিতম্ ॥
শর্করাপুরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরিন্যসেৎ।
পূজাকালে প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ।

মসীভাজন সংযুক্তং সদা চরসি ভূতলে ॥
লেখনীচ্ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নামোঽস্তুতে।
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিনে ॥
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে।
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্ ॥
এবংসংপূজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ।
অচিরাৎ পাপসংযুক্তো রাজ্যং কৃত্বা মৃতো নৃপঃ ॥
নীতোঽসৌ যমদূতৈশ্চ যমলোকং ভয়ানকম্ ।
চিত্রগুপ্তস্তদা পৃচ্ছদ্ধর্ম্মরাজোঽপি ভারত ॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

সৌদাসোঽসৌ দুরাচারঃ পাপকর্ম্ম সদারতঃ।
যানি কানি চ পাপানি রাজাসৌকৃতবান্ ভুবি ॥
পৃষ্ঠোঽসৌ যমরাজেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশারদঃ।
ধর্ম্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥
বিপাকং ধর্ম্মজং জ্ঞাত্বা তৎপ্রহস্যাব্রবীদ্বকঃ।

চিত্রগুপ্ত উবাচ—

জানেঽহং পাপকর্ম্মাসৌ রাজায়ংবিদিতঃ সদা।
ত্বৎ প্রসাদাদহং সৌরে! পূজ্যোঽস্মি বসুধাতলে ॥
ত্বয়া দত্তং বরং মানং ভক্তস্তেঽয়ং সদা প্রিয়ঃ।
ইতি জ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজাঽপাপোঽস্তি মে মতিঃ ॥
পূজ্যংচকার রাজাসৌ দৃষ্ট্বা পূজাঞ্চ মায়কীম্।
অতস্তুষ্টোঽস্মি হে দেব! যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ ॥

যমেনাজ্ঞাপিতো রাজা বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্
যে চান্যে পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে
কায়স্থাঃ পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাংগতিম্
তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয় ! পূজাং কুরু বিধানতঃ ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

মুনের্বচনমাকর্ণ্য ভীষ্মঃ প্রযতমানসঃ
চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য তৎপরঃ
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেতু দ্বিতীয়াঞ্চ তু ভারত
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ
অতোযমদ্বিতয়েতি সংজ্ঞাংলোকে বভুবহ
তেনৈব ভগ্নিহস্তেন ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্
নিত্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্
দানানি প্রাপয়েদ্যস্তু ভগিন্যৈ চ বিশেষতঃ
কালে তত্রচ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্
চিত্রশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতং ॥

ভীষ্মোক্ত প্রার্থনা।

উৎপত্তৌ প্রলয়েচৈব ত্যাগে দানে কৃতাকৃতে
লেখকস্তং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্তঃ নমস্তুতে
শ্রীয়াসহ সমুৎপন্নঃ সমুদ্রমথনোদ্ভবঃ
চিত্রগুপ্ত মহাবাহু ! মমাদ্য বরদোভব
চিত্রগুপ্তস্তু সন্তুষ্টো ভীষ্মায় চ বরংদদৌ

মৎপ্রসাদান্মাহাবাহো মৃতুস্তেনভবিষ্যতি
স্মরিষ্যসি যদা মৃত্যুং তদা মৃত্যুর্ভবিষ্যতি
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ
অনেন বিধিনাযস্তু চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু
ইহৈব বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্ব্বান্ মনোরথম্
অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরোজাতি নসংশয়ঃ
চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তি সঞ্জকাম্
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃন্বন্তি নরোত্তমাঃ
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধি বিবর্জ্জিতাঃ
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ ॥

দত্তাত্রেয় বলিলেন—হে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ মহানুভব ভীষ্ম ত্রিকাল-মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ণের উৎপত্তি ও আশ্রম চতুষ্টয়ে এবং সঙ্করবর্ণ জাতি-গণের উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি। হে মহামুনে! লোক মধ্যে কায়স্থদিগের উৎপত্তির কথা বিশেষ বিখ্যাত, তাহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, দানশীল, পিতৃযজ্ঞপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্যালঙ্কারজ্ঞ ও স্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপালক। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এরূপ সদ্‌গুণালঙ্কত কায়স্থদিগের উৎপত্তির বিষয় বিস্তারিতরূপে আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি দয়া করিয়া আমার সংশয় দূর করতঃ আমায় সন্তোষ প্রাদান করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামুনি পুলস্ত্য উত্তর করিলেন, হে গাঙ্গেয়! যাহা তুমি এতকাল শ্রবণ কর নাই, আমি সেই কায়স্থদিগের উৎপত্তির

কারণ সকল বর্ণনা করিতেছি তুমি মনযোগ দিয়া শ্রবণ কর। হে ভীষ্ম! যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন ও প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন, সেই অব্যক্ত মহাপুরুষ ব্রহ্মা এই জগতের যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই কহিতেছি তুমি শ্রবণ কর। হে ভারত! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষট্পদ নীচ সরিসৃপাদি প্রাণি সকল এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি এককালে সৃষ্টি হইল, তিনি এই প্রকারে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া নিজ তেজস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র কশ্যপকে ডাকিয়া কহিলেন হে পুত্র! তুমি অতি যত্নসহকারে এই পৃথিবী পালন কর। ব্রহ্মা অনন্তর যাহা করিলেন তাহা শ্রবণ কর। শান্তমানস মহাত্মা কমলাসন স্থিরচিত্তে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া ১১০০০ সহস্র বৎসরকাল সমাধিস্থ হইলেন, তিনি এইরূপে সমাধি অবলম্বন করিলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর, তৎপর সেই অব্যক্তজন্মা সেই ব্রহ্মার দেহ হইতে এক শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গুঢ়শিরা পরম-সুন্দর এক মহাপুরুষ উৎপন্ন হইয়া, লেখনী ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন, হে গাঙ্গেয় পিতামহ ব্রহ্মা সমাধি ত্যাগ করিয়া সমুত্থান ধ্যানপরায়ণ সেই সুবিচিত্রগঠন উত্তম মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া সেই স্বরূপ পরম ভক্তিসহকারে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তদনন্তর সেই মহাপুরুষ কহিলেন হে তাত! আমার নাম কি এবং আমায় উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করুন' ভগবান ব্রহ্মা নিজ কায় সমুদ্ভুত সেই মহাপুরুষের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে কহিলেন হে বৎস! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া সুন্দর সমধিস্থিত হইলে তুমি আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এই কারণে অদ্য হইতে তুমি পৃথিবীতে কায়স্থ নামে

খ্যাত হইবে, আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইবে, ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মা-ধর্ম্ম বিচারার্থ ধর্ম্মরাজের সভায় তোমার স্থান করিলাম, তুমি তথায় থাকিয়া ক্ষত্রধর্ম্মোচিত ও ক্ষত্রবর্ণের কার্য্য প্রতিপালন কর এবং পৃথিবীতে প্রজা সৃষ্টি কর ব্রহ্মা এই বর প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে কুরুকুলবিবর্দ্ধন! অতঃপর চিত্রগুপ্তের বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর—ভট্টনাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব্য, মাথুর অহিষ্ঠান, শৌকসেন ও অম্বষ্ঠ এই উত্তম কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে মহামতি চিত্রগুপ্ত সেই সকল বিচারক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে অতি উত্তম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র সকল প্রদান করিলেন। হে পুত্রগণ! তোমরা স্বর্গ কামনা করিয়া সকল সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে পালন করিবে, অতিথি সেবা চালাইবে। প্রজাগণের নিকট হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া কর আদায় করিবে, এবং যত্নপূর্ব্বক প্রজা সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ কামনা করিবে। মহাপুরুষেরা মহামায়ার কৃপায় ও প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেন এবং স্বর্গে গিয়া যজ্ঞাংশ ভোজী হন। তোমরা সেই আদ্যাশক্তিরূপিণী মহামায়া চণ্ডীর পূজা ধ্যানপরায়ণ হইয়া করিবে, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিবেন, দ্বিজজাতির অগ্রাহ্য ও অপেয় যে মদ্য তাহাও তুমি দেবীর পূজনার্থে দিবা কিন্তু তোমরা বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক লোকের হিতকর কার্য্য ও আমার আজ্ঞা পালন করিবা, দেবাদিদেব চিত্রগুপ্ত নিজপুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। হে ভীষ্ম! কায়স্থদিগের উপাখ্যান তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহাই বলিলাম এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য বর্ণনা করি শ্রবণ কর। পুলস্ত্য বলিলেন—এই ভূভারতে সৌদাস নামে এক রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম করিত, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই ছিল না কিন্তু সে কিকারণে স্বর্গলাভ

করিয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর, ঐ পাপিষ্ঠ সৌদাস রাজা অত্যন্ত কুকর্ম্মান্বিত ও সর্ব্বদা পাপকার্য্যে রত থাকিত ও সর্ব্বধর্ম্মের বহিষ্কৃত ছিল, রাজনীতি কিছুমাত্র জানিত না, অতিথি সেবা কখনই চালাইত না, ব্রাহ্মণদিগকে দেব ও পিতৃকার্য্য কিম্বা যাগযজ্ঞাদি কিছুই করিতে দিত না, এই প্রকারে রাজ্য ভোগ করিত, কিছুদিন পরে সে বিদেশে গমন করিল। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণাদি কেহই যাগ-যজ্ঞাদি তাহারঅত্যাচারে করিতে পারিত না, হে ভীষ্ম! সে কখন কোন পুণ্য কর্ম্ম করিত না, সেই রাজা এমন কি ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিত, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! তাহার কৃতকর্ম্মের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, সেই নরাধম সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল—কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে সমস্ত কায়স্থেরা. ভক্তিভাবে ধূপদীপাদি দ্বারা ও নানা প্রকার উপকরণাদি সহ চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতেছে। সেই নরাধম সে দিবস তথায় গমন করিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং নিজে অতি ভক্তিভাবে তৎক্ষণাৎ একাগ্রচিত্তে শ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতে আরম্ভ করিল। চিত্রগুপ্তদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে নিষ্পাপ করিলেন এবং তাহার মৃত্যু হইলে পর দেবাদিদেব চিত্রগুপ্ত বিষ্ণুলোকে স্থান দিলেন। হে নৃপ শার্দ্দূল! তোমার নিকট চিত্রগুপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও মাহাত্ম্য সকল কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছাকর? ভীষ্ম মহামুনির কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—হে মহামুনে! কোন্ মন্ত্রে ও কোন্ আচারে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতে হইবে তাহাই আমাকে বলুন! যাঁহার পূজা করিয়া সৌদাস স্বর্গলাভ করিল। পুলস্ত্য কহিলেন, চিত্রগুপ্ত পূজার বিধানগুলি কহিতেছি শ্রবণ কর, পদ্মপুষ্প ও ধূপ-

দীপাদি দ্বারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে, নূতন ঘটের উপরে শর্করাপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দ্বিজাতি-গণকে পূজারপর প্রদান করিবে, তৎপর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভোজন করাইবে। হে চিত্রগুপ্ত! তুমি মসীপত্র লেখনী ও ছেদনী হস্তে লইয়া এই পৃথিবীতে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছ, হে চিত্রগুপ্ত। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী তোমাকে বহু নমস্কার করি, তুমি প্রজা সকলের নিত্য পালক, তুমি আমাকে মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে আবার নমস্কার করি, সৌদাস ভক্তিভাবে গদ গদ চিত্তে শ্রদ্ধাসমন্বিতে এই প্রকার মন্ত্রের দ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিয়া অচিরাৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল, রাজ্যভোগান্তে সে কালগ্রাসে পতিত হইলে পর যম-কিঙ্করেরা অতি ভয়াবহ যমপুরীতে লইয়া গেল, তাহাকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ পিতৃপতি চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, এই দুরাচার সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকিয়া নানা প্রকার গর্হিত কার্য্য সকল করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশারদ মহা-মতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্ম্মজনিত ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া একটু মৃদু হাঁসিয়া ধর্ম্মরাজকে বলিলেন এই সৌদাস অতি নরাধম তাহা আমি জানি কিন্তু হে সূর্য্যপুত্র! তোমার কৃপায় আমি শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। সৌদাস নিয়ত পাপকর্ম্ম করিয়াছে বটে কিন্তু হে দেব! এই পৃথিবীতে এক সময়ে সেই রাজা সৌদাস আমার পূজা দেখিয়া ভক্তি ও একাগ্রচিত্তে আমার পূজা করিয়াছিল, সেই কারণে আমি উহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ পাইবে বলিয়া বর দিয়াছিলাম এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতৃপতি ধর্ম্মরাজ সৌদাসকে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির অনুমতি দিলেন, অদ্য হইতে পৃথিবীতে যে সমস্ত কায়স্থেরা চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিবেন তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম-

গতি লাভ করিবেন, অতএব হে গাঙ্গেয় শাস্ত্রসঙ্গত তাঁহার পূজা কর। দত্তাত্রেয় কহিলেন, মহামুনি পুলস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যম যমুনা চিত্রগুপ্ত ও যমদূত সকলের পূজা করিলেন, এই নিমিত্ত উক্ত তিথির নাম যম-দ্বিতীয়া হইয়াছে, এই দিনে রক্তচন্দন মিশ্রিত চিত্রবিচিত্র পুষ্পে ও নানাপ্রকার নৈবেদ্যাদি ও লাড়ু মোদকাদি দ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে, ভগিনী-হস্তপ্রস্তুত নানাপ্রকার অন্ন ব্যঞ্জনাদি সহকারে ভোজন করিবে, ইহাতে যশ, বুদ্ধি, আয়ু ও সর্ব্বকামনা বৃদ্ধি ও সিদ্ধি হইবে। ভ্রাতা ভোজনান্তর ভগিনীকে দ্রব্যাদি সকল দিবে তাহার মন্ত্র সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। উৎপত্তি, প্রলয়, ভোগ, দানে, পাপপুণ্যে, হে চিত্রগুপ্ত তুমি লেখক, তুমি শ্রীমান বার বার নমস্কার করি; তুমি সমুদ্রমথনে লক্ষ্মীর সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছ, হে মহাবহো! চিত্রগুপ্ত অদ্য আমাকে বর প্রদান করুন। চিত্রগুপ্ত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন, হে মহাবাহো গাঙ্গেয়! আমার প্রসাদে তোমার কখনও মৃত্যু হইবে না, তুমি যখনই ইচ্ছা করিবে তখনই তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্তদেব ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে যাঁহারা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে নানাপ্রকার সুখভোগ করিয়া পরলোকে অক্ষয়স্বর্গ ভোগ করিবেন, অতএব এই কায়স্থোৎপত্তি প্রকরণ ও কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কথা যাঁহারা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিবেন এবং মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।

তাহার পর কেহ কেহ মুদ্রিত ব্যাসসংহিতার বলে এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতিকে অন্ত্যজ মনে করেন যথা—

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ
বণিক্কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ
বরটো মেদশ্চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষনম্ ॥

বর্দ্ধকী, (সুদখোর) নাপিত, গোপ, আশাপ,(চামর) কুম্ভকার, কিরাত, "কায়স্থ",মালাকার কুটুম্বিন, বরট,মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলজাতি এবং যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলে অন্ত্যজ, এই সকল অন্ত্যজ জাতির সহিত আলাপ করিলে স্নান অতি অবশ্যই করিবে এবং উহা-দিগকে দেখিলেই সূর্য্য দর্শন করিবে, আমরা ১৬৫৬ সম্বতের ও ১০৪৯ শকের দুইখানি লিখিত ব্যাস-সংহিতার বলে বলিতেছি যে উপরোক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্তও বোধ হয় আধুনিক সময়ে লিখিত। প্রাচীন ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে যথা—

বর্দ্ধকী নাপিতঃ গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ
বণিক্কিরাত চণ্ডাল মালাকার কুটুম্বিনঃ!

যম সংহিতায় লিখিত আছে—

রজক শ্চর্ম্মকারশ্চ নটোবরুড় এবচ
কৈবর্ত্ত মেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃস্মৃতা:।
(যমসংহিতা ৫৪ শ্লোক)

ধোপা, চামার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত মেদ ও ভিল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ। আপস্তম্ভ কহিয়াছেন

অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্ যস্যবেশ্মনি
সম্যগ্ জ্ঞাত্বাতুকালেন দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্তানুগ্রহম্
চান্দ্রায়ণং পরাকো বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্ ॥"
(তৃতীয় অধ্যায়)

অন্ত্যজজাতি অজ্ঞাতভাবে যদি কোন দ্বিজাতির গৃহে বাস করে, তবে সেই দ্বিজাতি তাহাকে সম্যকরূপে জানিয়া অনুগ্রহ করিবেন এবং নিজে চান্দ্রায়ণ ও পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

যদি কায়স্থগণ প্রকৃতই ঐ প্রকার অস্পৃশ্যজাতি হইতেন তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ কখন তাহাদিগকে রাজসভায় সান্ধিবিগ্রহিক পদ (Peace and war minister) কি প্রকারে দিতে পারিতেন? আর বিশেষতঃ স্মৃতির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি কায়স্থ অন্ত্যজ কি শূদ্র নহেন, বর্ণ ক্ষত্রিয়; সুতরাং ব্যাসসংহিতার উক্ত শ্লোকটা আমরা আদৌ সমর্থন করিতে পারি না উহা নিশ্চয়ই কোন "জালিয়াতের কার্য্য" সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহার সমর্থনে ব্যাসসংহিতার বচন হইতে দেখাইতেছি যথা—

নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাস গোপকাঃ
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি।

(তৃতীয় অধ্যায় ৫০ শ্লোক)

নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরি দাস, গোপ শূদ্র হইলেও ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। মনু, যাজ্ঞবল্ক ও পরাশর সংহিতাতেও এই বচন আছে, এক্ষণে আমরা বলিতেছি, যে ব্যাসদেব নাপিত গোপের অন্ন ভোজন দোষ নয় বলিতেছেন, সেই ব্যাসদেব কি করিয়া উহাদিগকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজজাতি বলিলেন? সুতরাং মুদ্রিত ব্যাসোক্ত এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বারাণসীবাসী ধর্ম্মাধিকারী রামপণ্ডিতাত্মজ নন্দপণ্ডিত বিরচিত "বৈজয়ন্তী" নাম্নী বিষ্ণুস্মৃতি মধ্যে ব্যাসের অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে কায়স্থের কথা অনেক উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে এই বিরাট

আর্য্য কায়স্থজাতিকে অন্ত্যজ বা নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া কথিত হয় নাই। যথ—

স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্
স্থানবংশানু বর্ত্তী চ দেশগ্রাম মুপাগতান্
ব্রাহ্মণাংস্তু তথা চান্যত্তধিকৃতানপি
কুটুম্বিনোঽথ কায়স্থান্ দ্যুতবৈদ্যমহত্তবান্ ।

(বৈজয়ন্তী ৬ অধ্যায়)

উপরোক্ত ব্যাসবচনে কায়স্থ কি নিকৃষ্ট বা অন্ত্যজ বলিয়া অবিহিত হইল ? ঔশন ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ সম্বন্ধে একটি বচন পাওয়া যায়।

কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বীচরেচ্চ ইতস্ততঃ
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনং
অদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

ঔশন ধর্ম্মশাস্ত্র ৩৪, ৩৫ শ্লোক উক্ত শ্লোক দ্বারা কায়স্থজাতির বর্ণসম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারা গেল না, আবার মহাকাল সংহিতায় দেখিতে পাই যথা—

গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু
তৃণং নদর্ভঃ পশবো ন গাবঃ !
প্রজাপতে কায়সমুদ্ভাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ ॥

কিন্তু এই বচনগুলি আমরা কাহারও স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই মনে করি। শব্দ-কল্প-দ্রুমে নাগরাক্ষর-সংস্করণে আপস্তম্ব শাখা হইতে বচন তুলিয়াছেন যথা—

বাহেবোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতাঃ কায়স্থা জগতী তলে
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে ॥

চৈত্ররথ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।

ঋষিবংশে সমুদ্ভুতো গৌতমো নাম সপ্তমঃ

তস্য শিষ্যো মহাপ্রজ্ঞঃ চিত্রকূটঃ কলাধীপঃ

এই শ্লোকটী অনেক স্থানে অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্বেশ্বর ভট্ট বিরচিত আপস্তম্ভ পদ্ধতিতে এই শ্লোকের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন।

সৌরপুরাণে কায়স্থকে শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই সৌরপুরাণের টীকাকার এই শ্লোকটীকে অমূলক বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

কায়স্থা লম্বকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ

নক্ষত্রতিথি বক্তারো ভিষকৃশাস্ত্রোপজীবিনঃ

ব্যাধীনঃ কাব্যকর্ত্তারো গায়কাশ্চৈবং শ্রোত্রিণঃ

হিনাতিরিক্ত দেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥

(সৌরপুরাণ ২০ অধ্যায়)

১০১৯ খৃঃ মধ্যাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, তিনি গ্রন্থখানিকে অপ্রামাণিক বলিয়াছেন। আবার কেহও বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া এই বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

ব্রহ্মোবাচ।

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোহসি মম কায়াদভূর্যতঃ

তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি

কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন

অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানা দিকা দশ ॥

(বিজ্ঞানতন্ত্র)

৺রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের নাগরাক্ষর সংস্করণে এই বচন পাওয়া যায়। তাহার পর অনেক কায়স্থদ্বেষী আচার নির্ণয় তন্ত্রের উল্লেখ করিয়া এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিতে চাহেন, কিন্তু আমরা এই আচার নির্ণয় তন্ত্র গ্রন্থখানিকে প্রাচীন বলিয়া আদৌ স্বীকার করিতে পারি না, তাঁহার রচনা প্রণালী দেখিলেই শিক্ষিত সমাজ বেশ অনুভব করিবেন উহা আধুনিক সময়ে হয়ত কাহারও বিশেষ উদ্দেশ্য থাকায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যে গ্রন্থ দেখিয়া শব্দ-কল্প-দ্রুমে শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন সেই হস্ত-লিপিখানি এখনও তাহার রাজবাটীতে আছে, উহাতে কেবল মাত্র ৭০টী শ্লোক আছে, ঐ লিপি দেখিলে কেহই প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধি সারস্বত বারাহীতন্ত্র আগমতত্ত্ববিলাস রুদ্রযামল তন্ত্রে প্রায় ৫০।৬০ খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন গ্রন্থেই আচার নির্ণয় তন্ত্রের নাম পাওয়া যায় না। আচার নির্ণয় তন্ত্রখানি যদি প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন মহাতন্ত্রে অথবা কোন সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার নাম নিশ্চয়ই থাকিত, সুতরাং আচার নির্ণয় তন্ত্রের শ্লোকগুলি আমরা একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম, তাহার পর আমরা এক্ষণে বঙ্গদেশ ছাড়া বর্ত্তমানে ভারতের কায়স্থজাতির অবস্থাটা দেখি।

ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দশ শ্রেণীর কায়স্থের বাস আছে দেখিতে পাই, যথা—মাথুর, ভট্‌নাগর, সখসেনা, শ্রীবাস্তব, অম্বষ্ঠ, সূর্য্যধ্বজ, বাল্মীক, ঐহিষ্ঠানা, নিগম ইহা ব্যতীত গৌড়কায়স্থ নামে আর একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর কায়স্থ এই গৌড়দেশ হইতে গিয়া দিল্লীতে বাস করেন। মাথুর কায়স্থ অপর শ্রেণীর সহিত বিবাহে দান গ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রীবাস্তব কায়স্থেরা স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্ত

কোন শ্রেণীর সহিত বিবাহাদি কার্য্য করেন না। তাঁহারা স্বগোত্রে বিবাহ দেন না। তাঁহারা মাতৃপক্ষে ৫ পুরুষ বাদ দিয়া কার্য্য করেন। পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থরা বৈদিক যাগযজ্ঞ করিয়া যথাশাস্ত্র ও যথাকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যে আচারভ্রষ্ট হয় বা অখাদ্যভোজী হয় তাহাদের যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃত ইহারা ব্রহ্মসূত্রের মান রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহারা নিজেকে দেবীপুত্র বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রীবাস্তব কায়স্থ অযোধ্যায় বাস করিতেন। তথা হইতে এক্ষণে কাশী, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, মিরজাপুর প্রভৃতি নানাস্থানে তাহাদের বাসস্থান আছে। ভাটনগর কায়স্থকে মোজাফরনগরীতে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য স্থানেও অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সকসেনা কায়স্থ, ইঁহারা এটোয়া জেলায় বাস করেন। কনোজরাজ জয়চাঁদের মৃত্যুর পর সমরসিংহের অধীনে এটোয়ায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহাদের বীজপুরুষ পুষ্করদাস ও নির্ম্মলদাস কয়েকখানি গ্রাম, বিস্তর জায়গীর ও চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। এক্ষণে তাহাদের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে ইংরাজ আমলেও কাননগুর পদ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

Hume's memorandam on the caste of Etawa, page 87.

এই সকসেন কায়স্থবংশে বহু বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং নবাব উজীরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইহাঁরা যেরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

Journeal Asiatic Society, Bengal Vol. XVIII, Part 1st. Page 50-60.

সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ—ইহাঁদের আচার ব্যবহার ঠিকব্রাহ্মণের ন্যায়।

ইঁহারা নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, দিল্লীতে এই শ্রেণীর সংখ্যা যথেষ্ট।

Sherring's tribes and casts, Vol, 1. Page 310.

মিরাটের কায়স্থেরা অধিকাংশই জমীদার। ইঁহারা বলেন যে ইঁহারা মুসলমান আমলে প্রথম পারাস্যভাষা শিক্ষা করেন।

Plowden's Censuus of the North western Provinces. Page 14.

কুলশ্রেষ্ঠ কায়স্থ ফতেপুর জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহারা বলেন হাতোয়া হইতে ঐদেশে আসিয়াছিলেন ইঁহারা অধিকাংশই জমীদার। অম্বষ্ঠ কায়স্থ—পশ্চিমাঞ্চলে নানাস্থলে বাস করেন, ইঁহারা অধিকাংশই চিকিৎসকের কাজ করেন। ইহাদের আচার ব্যবহার ঠিক ব্রাহ্মণের ন্যায়। ইহারই একটী শাখা "উনাই" নামে পরিচয় দেন। কিন্তু অম্বষ্ঠ কায়স্থেরা তাঁহাদের জল স্পর্শ করেন না। ইহারা বলেন,—তাহারা চিত্রগুপ্তের ঔরসে, দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঠিক গোলাম কায়েতের ন্যায়—অর্থাৎ ডেঙ্গরা কায়েতের ন্যায় নীচ কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থগণ মুসলমান আমলে অনেকেই আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তথাপি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। পাঞ্জাব প্রদেশে সর্ব্বত্রই কায়স্থ জাতি বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার ঠিক পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায়। মধ্যপ্রদেশের কায়স্থরা পারস্যভাষায় বিশেষ পণ্ডিত। ইহাদের মধ্যে জাত্যভিমান বা কুসংস্কার নাই। ইহারা সকলেই প্রতাপশালী। ইহারা বলেন যে ভগবান চিত্রগুপ্তদেব অক্ষরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা দাসত্বকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। ইহাদের সকলেরই যজ্ঞসূত্র আছে।

Principal Malcom Saheb মধ্যপ্রদেশের কায়স্থ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে—

The useful and intelligent tribes are Kaits. They are never to be seen in a state of mendicity or even menial employment. They describe their feeling on this point that it would be a sin to use in mean offices hands which god has expressly made for the noble perpose of writings.

Malcolm's Central India. Vol. II. page 168.

বোম্বাই প্রদেশে কায়স্থরা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় কায়স্থ, পত্তনি প্রভু কায়স্থ, প্রভু কায়স্থ ও বাল্মীক কায়স্থ—ইহারা সকলেই যজ্ঞসূত্র যথাকালে ধারণ করিয়া থাকেন। এই প্রদেশে প্রভুকায়স্থ ও উপকায়স্থ নামে দুটী শ্রেণী আছে, তাহারা ঠিক বাঙ্গলাদেশে গোলাম কায়স্থের ন্যায় কায়স্থ সমাজের বহিভূর্ত। গুজরাটে প্রভু কায়স্থগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা যথাকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন ও তাঁহারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদোক্ত হোমকর্ম্মাদি নিত্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা অগ্নিহোত্রী।

Arthur steeles law and custon of the Hindu cast. Page 94.

Sherring's tribes and cast. Vol. II. Page 182.

কচ্ছপ্রদেশের কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র রীতিমত ধারণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক লেখক ও সিপাহী।

Indian Antiquary, Vol. XI. page 171.

রাজপুতনা প্রদেশে কায়স্থরা সাধারণতঃ রাজধানা বলিয়া পরিচয় দেন। মারোয়ারপ্রদেশে পাঞ্চালীঠাকুর বলিয়া পরিচয় দেন। সকলেই যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন ও নিজদেরকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। আজমীর, রামজয় ও কেক্‌রী এই তিনটী শাখা তাঁহাদের মধ্যে আছে।

Rajputana Gazetteer মান্দ্রাজপ্রদেশে কায়স্থরা "কায়স্থপ্রভু" বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার ঠিক বোম্বাইপ্রদেশের কায়স্থের ন্যায়। কুম্ভকোণপ্রদেশের কায়স্থরা মঠাধ্যক্ষের কাজ করিয়া থাকেন।

Wilson's Mackenzie Collections. page 615.

জাতিতত্ত্বগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে—

Insinuation from Brahamanical hatred, the Kayasthes or Prabhus being great rival of the Brahamans in the matter of office employment.

Willson's cast Vol. I. page 66.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লিখিয়া গিয়াছেন—

Some how there has sprung up this special write class which among the Hindus has not only rivalled the Brahamen's but in Hindustan may be said to have almost wholly ousted them from Secular literate work and under our Government is rapidly ousting the mohomadan also very sharp and clever these kaits certainly are.

Cambbel's Ethnology, Page 118.

গত আদমসুমারার কাগজে কায়স্থের ক্ষত্রিয় পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

It is not irrelevant, however to state here that the whole of the third class, that of the writers, have distinct Khatria blood not only in the presidency but en the upper Indian where they are strongar in number as well as in influence.

Census report of British India. Vol. III. Page 19

বিহার প্রদেশের কায়স্থরা সাধারণতঃ লালা কায়স্থ বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা চিত্রগুপ্তের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু ইঁহারা বাঙ্গলার কায়স্থ অপেক্ষা নিজদিগকে সম্মানী জ্ঞান করেন।

বিহারে কায়স্থ মধ্যে দ্বাদশটী শাখা আছে। এই দ্বাদশ শাখার আদি পুরুষেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। ইহারা ব্রাহ্মণের অন্ন ছাড়া কাহারও অন্নগ্রহণ করেন না। বাঙ্গলার কায়স্থরাও ব্রাহ্মণের অন্ন ছাড়া অন্য কাহারও অন্নগ্রহণ করেন না। ইহাদের দ্বাদশটী শাখা যথা—ঐঠানা, অম্বষ্ঠ, বাল্মীক, ভট্টনগর, গৌড়, কলাশ্রেষ্ঠ, মাথুর, নিগম, সখসেনা, শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ ও করণ।

নিগম শ্রেণীর লোক বিহারে বড় একটা দেখা যায় না। ইহারা বিবাহ দিতে কুল বাছিয়া থাকেন। বিহারি কায়স্থরা অতি শৈশবে কন্যা বিবাহ দেন। অনার্ত্তবা (Before menstruation.) কন্যার বিবাহ দেওয়াই বেশী পছন্দ করেন এবং বিবাহ দিয়া যতকাল পর্য্যন্ত first menstruation না হয় ততকাল পিতৃগৃহেই বাস করে। ইহারা কোষ্টীর ফলাফল দেখিয়া বিবাহ দেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে হাস্যরসের এক ব্যাপার আছে, পুরোহিত ও নাপিতের পূজা করিতে পারিলে—কানা, খোঁড়া ও রুগ্না মেয়ের বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে

বিবাহের স্থির করিবে নাপিত ও পুরোহিত। পুরোহিত যৌতুকের টাকা হইতে শতকরা এক টাকা হিসাবে আদায় করিয়া লইবে। নাপিত শতকরা চারি আনা পাইবে। তাহারা যে প্রকার কন্যা দেখিয়া দিবে সেই কন্যাই গ্রহণ করিতে হইবে। বরের আশীর্ব্বাদের দিন ভোজনের অত্যন্ত ধূমধাম হইয়া থাকে। কিন্তু কন্যাপক্ষের লোক বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না এমন কি নাপিত পুরোহিতও না। ইহাদের মধ্যে লগ্নপত্রের প্রথা আছে। বিবাহের দিন ইহারা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করেন, আয়ুর্বৃদ্ধ্যান্ন ভোজন করেন। বিবাহের পূর্ব্বে মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করেন। মা একটু জলপান করান, তৎপরে বিবাহে যাত্রা করেন। বর উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা কতকগুলি অর্থ দিয়া পূজা করেন। ইহার নাম নজর অর্থাৎ "দ্বার" পূজা। বর-যাত্রীরা সভায় আনীত হন। তৎপরে উপযুক্ত সময়ে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিহারী কায়স্থ মধ্যে ঠিক আমাদের দেশের মতই আচার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করেন, এক বৎসরে সপিণ্ডকরণ করেন। বিহারিদের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কবীরপন্থি, নানকশাহী আছে। শাক্তের সংখ্যাই বেশী। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ইহাঁরা চিত্রগুপ্তের পূজা করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও প্রবর প্রচলিত আছে, তেমনি বিহার অঞ্চলের কায়স্থদেরও গোত্র ও প্রবর প্রচলিত আছে। কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্ণ। সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখাইলাম। বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে ইহাঁরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে যাঁহারা আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়া ও বিপ্রভক্ত হইয়া তান্ত্রিক ও তন্ত্রদক্ষ তাঁহাদিগকে কোন স্মৃতিশাস্ত্রের বলে

শূদ্রধর্ম্মী বলা যায়? তাঁহাদিগকে শূদ্রাচারী বলিলেও ক্ষত্রিয়ের জাতিনাশের আশঙ্কা নাই। যেমন দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী বলিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয় না।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের এই সকল গোত্র ও প্রবর প্রচলিত আছে।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
বসু	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
ঘোষ	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
গুহ	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরিচী, কৌশিক।
দত্ত	মোদগাল্য, শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাসর, কাশ্যপ, আলম্যান্ কাশ্যপ, সোপায়ন, ঘৃত কৌশিক, ঘৃত কুশিক।	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ। শাণ্ডিল্য অশিত, দেবল। ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। কৃষ্ণাত্রেয়। আত্রেয়, আবাস।
(দত্ত)		পরাসর, শক্তি, বশিষ্ঠ। কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব। আলম্যান, শাকায়ণ,

উপাধি	গোত্র	প্রবর
		শাকটায়ণ, বশিষ্ঠ,
		অত্রি, সাঙ্কৃতি।
		সৌপায়ণ, চ্যবন,
		ভার্গব, জামদগ্ন্য,
		আপ্নুবৎ।
		কুশিক, কৌশিক,
		ঘৃত কুশিক, ঘৃত
		কৌশিক বন্ধুল।
উপাধি	গোত্র	প্রবর
(নাগ)	সৌকালীন	
নাথ)	কাশ্যপ	
(সেন)	আলম্যান	
	কাশ্যপ, ধন্বন্তরী,	ধন্বন্তরী, অপ্সার, নৈধ্রুব,
		আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	বাসকী,	অক্ষোব্য, অনন্ত,
		বাসকী।
সিংহ	ভরদ্বাজ,	
	শাণ্ডিল্য,	
	ঘৃত কৌশিক,	
	গৌতম, বাৎস্ত,	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব,
	সাবর্ণ।	জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
দাশ	আত্রেয় কাশ্যপ,	শাতাতপ শঙ্ক।
	আলম্যান, সৌগন্ধ্য,	
	গৌতম, ঘৃত কৌশিক	

		রাজার জাতি
কর	জামদগ্ন্য, কাশ্যপ, আলম্যান, গৌতম, সৌদ্গল্য।	ওর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।
দাম	শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ।	
পালিত	ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য।	
চন্দ্র	ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য।	
পাল	কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ।	
নন্দী	কাশ্যপ, আলম্যান।	
দেব	পরাসর, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, আলম্যান, বশিষ্ঠ, গৌতম, মৌদ্গল্য।	শক্তি, বশিষ্ঠ, পরাশর।
কুণ্ড	কাশ্যপ, গৌতম।	
সোম	লৌহিত, কাশ্যপ।	
রাহা	শাণ্ডিল্য।	
ভদ্র	চন্দ্রঋষি ভরদ্বাজ, আলম্যান।	চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল।
ধর	কাশ্যপ।	
রক্ষিত	বাৎস্য, মৌদ্গল্য, অঙ্কুর, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ।	
বিষ্ণু	ব্যাঘ্রপাদ, ভরদ্বাজ,	সাংকৃতি।

	শাণ্ডিল্য, গৌতম।	
আঢ্য	মৌদ্গল্য, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য।	
নন্দন	কাশ্যপ, গৌতম।	
হোর	মৌদ্গল্য।	
রাণা	দালভ্য, কাশ্যপ, হংসল।	হংসল, বামন, দেবল।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
ভঞ্জ	আলম্যান।	
বল	আলম্যান।	
চাকি	গৌতম।	
রাহুত	আলম্যান।	
আদিত্য	ঐ	
গুপ্ত	ঐ	
রুদ্র	কাশ্যপ।	

বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য ও বাৎস্য গোত্র ঘোষ যাঁহারা আছেন, তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা পান নাই। কহীশ কহীশ গুহেরো বাহাত্তুরা কায়স্থ।

আমরা স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে ২৭ ও ২৮ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশীয় প্রভু কায়স্থদিগের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাই। মহর্ষি ভৃগু এই বংশের আদিপুরুষ অশ্বপতিকে অভিশাপ প্রদান করেন যথা—

তদ্বংশজাশ্চ রাজানো নিঃশৌর্য্যো রাজ্যহীনতঃ।
অদ্যপ্রভৃতি তেষাং বৈ লিপিকা জীবনং ভবেৎ॥

তোমার বংশীয়েরা অদ্য হইতে শৌর্য্যবিহীন ও রাজ্যহীন হইয়া লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিবে। প্রবাদ আছে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতি অশ্বপতি তীর্থভ্রমনার্থে পৈঠননগরে উপস্থিত হইয়া দানাদি কার্য্যে ব্যস্ত

থাকেন, এই সময় মহর্ষি ভৃগু তথায় উপস্থিত হয়েন এবং মুনিবরকে অভ্যর্থনা না করায় অভিশাপ প্রদান করেন। এই কারণে অশ্বপতি বংশীয়েরা পৈঠনপত্তনে "পত্তনপ্রভু" বলিয়া খ্যাত আছেন। ইহাদের দুইটী শাখা মহারাষ্ট্র প্রদেশ ও মধ্যভারতে বাস করিতেছেন। ইহারা দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করেন ও যথাসময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা কামপতি ব্রাহ্মণ সকলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের লেখ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, ইহারা কোঙ্কন ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে বাস করেন, দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করেন, যথা সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, ইহাদের চারিটী বিভাগ আছে যথা—দমন প্রভু, ইহারা কোঙ্কনে বাস করেন, পত্তন প্রভু বোম্বাই পুণা ও ঠানা প্রদেশে বাস করেন, ধ্রুব প্রভু কায়স্থ ইহারা উত্তানপাদ রাজপুত্র ধ্রুবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কায়স্থ সিন্ধু গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে ইহাদের বাস তাঁহারা বলেন চিত্রগুপ্ত-দেবক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা চিত্রগুপ্তকে পূজা করেন।

৮০৯ খৃষ্টাব্দে হৈহয়বংশীয় জাজল্যদেবের প্রশস্তিফলকে লিখিত—আছে বাস্তববংশীয় রত্নসিংহ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতছিলেন। রত্নসিংহের পুত্র একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, চেদীরাজের সভা পণ্ডিত ছিলেন। মধ্যপ্রদেশে হরিব্রহ্মদেবের শিলালিপিতে শ্রীবাস্তববংশীয় কায়স্থ-প্রবর "রামদাস সরস্বতী" "পণ্ডিতাধীশ্বর" ছিলেন, গোরক্ষপুর হইতে আবিষ্কৃত দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ জয়াদিত্যের তাম্রফলকে লিখিত আছে নাগদত্ত কায়স্থ, তিনি তাম্রফলকের রচয়িতা ও মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন, সিংহলদ্বীপে পুলস্তিপুর নামক স্থানে সিংহলাধিপ পরাক্রমবাহুর ধ্বংসাবশিষ্ট দরবারগৃহের স্তম্ভে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা ১০৭২ শকে উৎকীর্ণ হয়, অসাধারণ পণ্ডিত প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কায়স্থের বর্ণনির্ণয় গ্রন্থে ৬৫ পৃষ্ঠায় দরবারগৃহের চিত্রটী দিয়াছেন, ইহাতে দেখা যায় রাজার সিংহসনের পর কায়স্থ লেখকের আসন, তৎপর মন্ত্রীর আসন, তৎপর সন্ধিবিগ্রহিকের আসন, তৎপর সেনাপতির (Commander-in-Chief) আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সমস্তই কায়স্থগণ বিরাজ করিতেছেন। খাজুরাহ হইতে আবিষ্কৃত ধঙ্গদেবের শিলালিপিতে আমরা দেখিতেপাই পণ্ডিতদিগের বন্দনীয় শ্রীগৌড় কায়স্থ, জয়পাল, চন্দ্রকর, কুমুদসদৃশ অক্ষরাবলী লিখিয়া গিয়াছেন, এই কায়স্থ জয়পাল জয়ধর্ম্মদেব নৃপতির করগ্রহীতা (Collector) ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি শুল্কগ্রাহী কি করগ্রাহী কার্য্যে শূদ্রের কোনকালে অধিকার ছিল না, দ্বিজই চিরকাল এই কার্য্য করিতেন। কোশলাধিপতি "মহাভব গুপ্তের" তাম্রশাসন হইতে আমরা দেখাইতেছি মহা সান্ধিবিগ্রহকে (অর্থাৎ Warpeace minister) কায়স্থপ্রবর মল্লদত্ত নিযুক্ত ছিলেন। ১২২৮ সংবতে চান্দেল্লরাজ পারমর্দ্দিদেবের অনুশাসনে লিখিত আছে পৃথ্বীধর কায়স্থ "অখিল বিস্তাবিদ্"। গোয়ালিয়র হইতে আবিষ্কৃত ১১৬১ সংবতে রাজ-সম্মানিত একটী কায়স্থবংশের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে, মাথুরবংশীয় একজন কায়স্থ তাঁহার নাম "মনোরম" ছিল, তিনি সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন—ইনি শ্রীভূবনপাল রাজার রাজত্ব সম্বন্ধীয় আয় ব্যয় ও নিয়োগ বিষয়ে নিবন্ধাদি লিখিতেন, ইহার গণিততত্ত্ব ও সময়লিপি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, অজয়গড় দুর্গের অন্তর্গত একখণ্ড প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে উহা খৃঃ অব্দ ১২ কি ১৩ শতাব্দীতে নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ, অজয়গড়ের রাজা ভোজবর্ম্মার সময়ে উহা লিখিত হইয়াছে উহাতে ৬টী শ্লোক আছে, তৎকালে মধ্যভারতের কায়স্থগণ ধনজনসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী বিরাট জাতি ছিলেন তথায় ৩৬টী পুর ছিল, তাহার মধ্যে "তকারিকা"

নামে পুরী শ্রেষ্ঠ তথায় কায়স্থগণ বেদ নির্ঘোষে সমস্ত পুরী নিনাদিত করিতেন, ঐ কায়স্থবংশে জাজুক নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি শ্রীযুক্ত গণ্ডনৃপতি কর্তৃক রাজ্যের সর্ব্বাধিকারী পদ প্রাপ্ত হন। ঐ বংশে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তিতিপরিমর্দ্দিদেবের সচিব ছিলেন, তৎপর কঞ্চুকিতা (Chamberlain) পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা যৌনধর যুদ্ধব্যবসায়ীছিলেন, তিনি জয়পুর দুর্গের দুর্গাধিপতি ছিলেন, সুভট্ট নামক কায়স্থ মহারাজ ভোজবর্ম্মার কোষাধিকার ও মন্ত্রীছিলেন, আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি সচিব কি মন্ত্রী কখনই শূদ্র হইতে পারিত না। এই সকল কার্য্য চিরকাল কায়স্থগণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ করিয়া আসিতেছেন। তৎপর আমরা বলি ধর্ম্ম-জগতে, বিজ্ঞান-জগতে, রাজনৈতিক-জগতে, সাহিত্য-জগতে কায়স্থ যে কিপ্রকার শক্তিশালী জাতি তাহা সকলেই অবগত আছেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান শাসন-কালে বঙ্গদেশে দ্বাদশ ভৌমিকের শাসনাধীন ছিল, তাহার মধ্যে ছয়জন স্বাধীন রাজা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন, এই ছয়জন রাজার মধ্যে পাঁচজন বঙ্গজ কায়স্থ, একজন বরেন্দ্র কায়স্থ যথা—চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্পনারায়ণ যশোরে প্রতাপাদিত্য, ভূষণায় মুকুন্দরাম, বিক্রমপুরে চাঁদরায়, কেদার রায়, ভুলুয়ায় লক্ষ্মণমাণিক্য এই পাঁচজন বঙ্গজ কায়স্থ, বিশেষতঃ বঙ্গজ কায়স্থরা চিরকালই স্বাধীনতা প্রিয়, শূদ্রের মধ্যে কখনও স্বাধীনতা বলিয়া কিছু ছিল কি না আমরা তাহা কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না, দিনাজ-পুরের গণেশরায় বারেন্দ্রবংশীয় রাজাছিলেন, এই সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে মহারাজ প্রতাপ যিনি বঙ্গের শেষ বীর, যিনি একবিংশতিবার ধূর্ত্ত মোগলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেককালে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা হইতে সমস্ত নৃপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং বেদ্‌বিদ্‌ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ প্রতাপকে অভিষেকবারি

প্রদান করিয়াছিলেন, কাহার সাধ্য ছিল যে মহারাজ প্রতাপকে শূদ্র আখ্যায় বিভূষিত করেন? মহারাজ প্রতাপের ন্যায় আর একজন বীর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কীর্তিকাহিনী সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁহার নাম অবগত আছেন! তিনি আমাদের মহারাজ সীতারাম রায়। শিক্ষিত সমাজকে জিজ্ঞাসা করি এই কায়স্থ জাতির মধ্যে কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি, শৌর্য্য বীর্য্যে অদ্বিতীয়, আজও ভারতের সভ্যজাতির মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন কি না? তাহা হইলে এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতি অধম অনার্য্য শূদ্র, না বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত? বৌদ্ধ-ধর্ম্মে জাতি বিচার ছিল না। শিখা সূত্র রাখিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, বেদাধ্যয়নের নিমিত্তই কেবল উপনয়নের আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এই কারণে প্রথমেই বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে কোন ব্রাহ্মণ আসিতে প্রস্তুত হন নাই তাহার প্রমাণও আমরা পাইয়াছি যথা—

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গত্বা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥

(মিশ্রকারিকা)

তীর্থযাত্রা ভিন্ন যিনি অন্য কোন কারণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সেই সৌরাষ্ট্র ও মগধে গমন করিবেন, তাঁহাকে পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।

ঘোর কলিতে সুরবিদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম কান্যকুব্জ ব্যতীত সমস্তদেশ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। ভবভূতি কৃত নাটক ও কাব্যাদিতে উক্ত সময়ের অনেক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণকে সাবিত্রীভ্রষ্ট দেখিয়া

সংশূদ্রাপবাদ দিয়া গিয়াছেন। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কায়স্থরা শিখা সূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, শিখার ন্যায় যজ্ঞোপবীত একদিনে কায়স্থগণ ত্যাগ করেন নাই, ক্রমে ক্রমে উহা কায়স্থসমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। শিখা সূত্র দ্বিজত্বের বাহ্য চিহ্নমাত্র, শিক্ষিত সমাজ দেখিতেছেন অধুনা মস্তকের শিখা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ হইতে কিরূপ দ্রুতবেগে তিরোহিত হইতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ সকলেই মস্তকে শিখা ধারণ করিতেন কারণ বৈদিক কার্য্যে মস্তকের শিখাবন্ধন একটী প্রধান অঙ্গ, কিন্তু আজ ফিরিঙ্গীশিক্ষায় সমাজে শিখা রক্ষা করা একটী ঘোরতর অসভ্যতার পরিচায়ক। এক্ষণে অনেকেই বিদ্রূপ করিয়া শিখাকে মস্তক হইতে তিরোহিত করাইতেছেন, এমন কি শিখা থাকিলে শিক্ষিত সমাজে অনেকে উপহাস করিয়া থাকেন, এক্ষণে শিখা কেবল মাত্র কতকগুলি টোলের অধ্যাপক ভিন্ন প্রায়ই কাহারও মস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। মনু বলিয়া গেলেন—

> শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
> বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
> পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ।
> পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ॥

(মনু ১০ম অধ্যায় ৪৩।৪৪)

অর্থাৎ শনৈঃ শনৈঃ এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শনবশতঃ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল ক্ষত্রিয়ের নাম মনু মহারাজ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গেলেন যথা—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন কিরাত, দরদ ও খশ এই ইমাঃ শব্দের দ্বারা

বুঝিলাম যে এই সকল জাতির বৃষলত্ব হইয়াছিল, কিন্তু কোন শ্লোকের বলে বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইয়া গেল ? কারণ ভারতের সর্ব্বত্র ক্ষত্রিয়রাজ এখনও বিদ্যমান আছেন, বিশেষতঃ বৃষলত্ব ও ব্রাত্যত্ব একার্থ বাচক নহে, তার পরই মনু মহারাজ বলিলেন যথা—

ঝল্লোমল্লোশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যা ন্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ॥

অর্থাৎ ঝল্ল, মল্ল, করণ, নট, খশ, দ্রবিড়, লিচ্ছিবি এই সাতটী জাতি ব্রাত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে বৃষলত্ব ও ব্রাত্যত্ব দুইটী বিভিন্ন কথা, মনুর আমলে যাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু মহাভারতের সময় ঐ পৌণ্ড ও শকজাতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু লিচ্ছিবিগণ, মল্লগণ, খশগণ, ঝল্লগণ অর্থাৎ ঝালাগণ আজও সমাজে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া পূজিত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা কি করিয়া শূদ্র বলিতে পারি ? লোকের জাতিও অবস্থা চিরকাল কালধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, অদ্য যে কায়স্থ জাতি সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র সমাজে ঘৃণিত ও নানা প্রকারে উৎপীড়িত, কা'ল সেই বিরাট জাতি সাবিত্রী গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইবেন না তাহা কে বলিতে পারে ? কারণ বঙ্গীয় চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ ব্রাত্য হইলেও বৃষলত্ব প্রাপ্ত হন নাই, কতকগুলি স্বার্থপর লোকের নিকট হীন ও শূদ্র হইলেও কালে এই দেবনদী বিধৌত বঙ্গদেশের সমাজে কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া কলঙ্কিত (হইবেন না,) হইলে শঙ্করাচার্য্যের বাক্য মিথ্যা হইবে, সুতরাং তাঁহাদের কৃত শ্রাদ্ধাদি ও ক্রিয়াকর্ম্ম কোন কালেই পণ্ড হইতেও পারে না —ইহা ধ্রুবসত্য।

যখন বারেন্দ্র ভূমিতে ক্ষত্রপ কায়স্থ পালরাজগণ রাঢ়ে শূররাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই বঙ্গে যাদব বংশের অথবা বর্ম্মা

বংশের অভ্যুদয়। আমরা প্রথমে বেজনীসার তাম্রফলকের বলে বলি যথা—খলু বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্দাবারাৎ মহারাজাধিরাজঃ বর্ম্মপাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজভক্ত...শ্রীপৌণ্ড্র ভুক্ত্যান্তপাতি এইরূপ লিখিত আছে—দেখিতে পাই। ইহার বলে আমরা মনে করি উহা বর্ম্মাবংশসম্ভূত হরিবর্ম্মা ও ভোজবর্ম্মা যাদববংশ-সম্ভূত। উক্ত তাম্রলেখে লিখিত আছে বর্ম্মা উপাধিধারী "হরির বান্ধব" বা পিতৃবংশ বর্ম্মন্ এই গুরুগম্ভীর নাম ধারণ পূর্ব্বক শ্লাঘ্য ভুজযুগলের দ্বারা মৃগেন্দ্রগণের গুহার মত সিংহপুর গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা—বর্ম্মণোইতিগভীরতামদধতঃ শ্লাঘৌভুজোবিভ্রতো, ভেজুঃ সিংহ পুরং গু-হা মিব মৃগেন্দ্রনাং হরের্ব্বান্ধবাঃ।

Epigraphia Indica Vol I. p. 14.

বর্ত্তমানে হিমালয় প্রদেশে দেরাডুন জেলায় "মড়া নামে" গ্রাম আছে সেই গ্রামে লকৃথা মণ্ডল নামে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। তার মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। Dr. Furhe's list of Anti quarian remains in Northwest Proviuce Vol. I. সেই শিলালিপিতে আমরা দেখিতে পাই কলিযুগের আরম্ভ হইতেই যাদব-বংশীয় বর্ম্মা রাজগণ রাজত্ব করিতে ছিলেন, সেই বর্ম্ম বংশীয় ১২ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। শেষ বর্ম্মরাজ ভাস্করের কন্যা জালন্ধর রাজকুমার চন্দ্রগুপ্তের পত্নী ঈশ্বরাদেবী উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

(EpiGraphia Indica Vol I. pp, II.)

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চুয়াং সিংহপুরে আগমন করিয়াছিলেন তিনি লিখিয়া গিয়াছেন সিংহপুরে রাজ্যে কাশ্মীরের কর্কট

নাগবংশীয় কায়স্থরাজবংশগণ শাসন করিতেছিলেন (Wather's Yuan ChuanG Vol. I.)

উক্তরাজবংসের বংশলতা দিই—
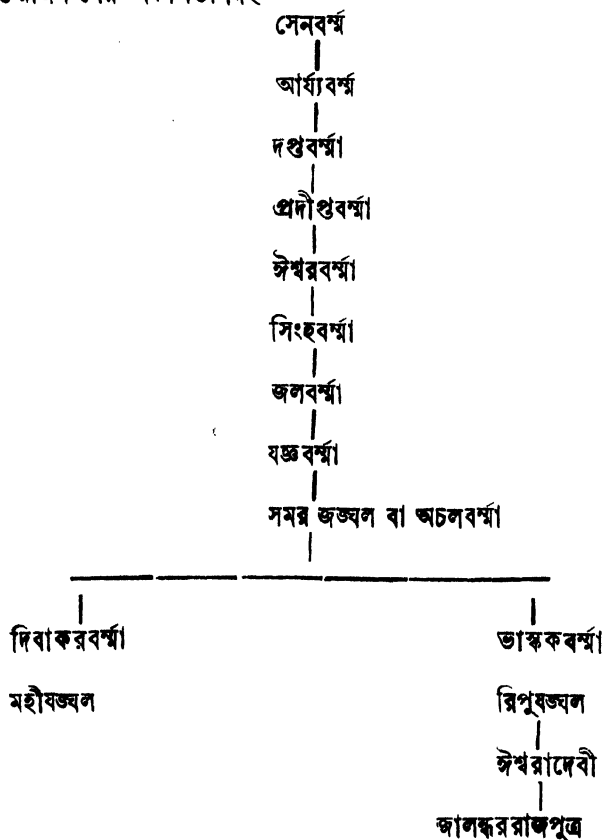
উক্ত ভোজ বর্ম্মার তাম্র শাসনে লিখিত আছে :—

যাদব সেনার যুদ্ধযাত্রা কালে বজ্রবর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই তাম্র লেখ খানি প্রথমে দিই—

অভবদথকদাচিদ্‌যাদবীনাং চমূনাং সমরবিজয়যাত্রামঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।

শমন ইব রিপুনাং সোমবদ্বান্ধবানাং কবিরপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাং॥

জাতবর্ম্মা ততো জাতো গাঙ্গেয় ইব শান্তনোঃ।
দয়াব্রতংরণক্রীড়া ত্যাগো যস্য মহোৎসবঃ॥
গৃহ্ণন্ বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং।
পৌণ্ড্রেষু প্রথয়ন্ শ্রিয়ং পারভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ং।
নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্যশ্রিয়ং।
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়াচ্ছ্রিয়ং বিততবান্ য়াং সার্ব্বভৌম শ্রিয়ম্
—(বেলাব তাম্রলেখ ৬।৮ শ্লোক)

তিনি শত্রুদিগের পক্ষে যমতুল্য, বন্ধুদিগের পক্ষে চন্দ্রতুল্য, কবিগের মধ্যে কবি পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন, শান্তনু হইতে গাঙ্গেয় তাঁহার ন্যায়, তাহা হইতেই জাতবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করিলেন, দয়াই তাঁহার জীবনে একমাত্র ব্রত ছিল, যুদ্ধ যাঁহার একমাত্র ক্রীড়া বলা যাইত, স্বার্থত্যাগেই যাঁহার মহাউৎসব ছিল তিনিবৈণ্য কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া পৌণ্ড্রের রাজশ্রীকে দমন করিয়া কামরূপশ্রীকে পরাজীতি করিয়া কৈবর্ত্ত দিব্যক ভুজশ্রীকে গ্লানি করিয়া গোবর্দ্ধনের শ্রীকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত করিয়া শ্রীকে শ্রোতিসাৎ করিয়া সার্ব্বভৌম শ্রীকে বিস্তার করিলেন। অর্থাৎ নিজে সার্ব্বভৌম রাজা হইলেন। কৌশাম্বী পতি গোবর্দ্ধন রামপালের অধীনে সামন্তনৃপতি ছিলেন। তৎপর জাতবর্ম্মার পরে হরিবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। এই জাতবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মাকে সায়ম্ভুব মনুসদৃশ "আদি রাজ" বলিয়া গিয়াছেন।

"সোপি পাপ যদুং ততঃ ক্ষিতিভুজাং বংশোয়মুজ্জস্ততে।
বীর শ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বহুশঃ প্রত্যক্ষমেবৈ ক্যত ॥
সোপীহ গোপীশত কোলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
আদ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রাদুর্বভুবোদ্ধৃতভুমিভারঃ ॥
পুংসামাবরণত্রয়ীং নচ তয়াহীনা ন নগ্না ইতি
এযাাংচাম্ভূতসঙ্গরেষুচ রসাদ্রোমোদগামৈর্বর্ম্মিনঃ।

সেই বীর শ্রীহরি যে বংশে বহুবার প্রত্যক্ষরূপে দেখা দিয়াছেন ইহলোকে শত গোপীগণের সহিত কেলী করিয়াছেন ও মহাভারতে আদি পুরুষ কৃষ্ণ অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন সেই পুরুষেরত্রয়ী বেদ হীনাও নহে নগ্নাও নহে। অর্থাৎ বেদ তাহার একমাত্র অবলম্বন তিনি বৈদিকাচারবহির্ভূত নহেন কিংবা নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণদিগের ন্যায় অবৈদিকাচারও নহেন। তিনি সমর ক্রীড়ায় আনন্দ হেতুক রোমোদগম দ্বারা "বর্ম্মিন" এই কারণেই তিনি বর্ম্মা উপাধিধারী, কোটালীপাড়ার অন্তর্গত বৈদিক সমাজ হইতে হরিবর্ম্মাদেবের ভবভূমবার্ত্তা নামক গ্রন্থে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রথমে দিই।

স্বস্তি সমস্ত-নরপতিকুলললাম প্রোদ্দণ্ডভুজদণ্ডসমণ্ডিত-বিকরালকরবালভয়প্রকম্পিত দক্ষিণাপথাগতা শেষরিপুবান্যজৈনবৌদ্ধাদি-বিধর্ম্মীশর্ম্মসমর্দ্দন খর্ব্বীকৃতসর্ব্বোবর্বীপতি গব গৌরবো। নাগেন্দ্র-পত্তনাদ্যনেকদেশবিজয় লঙ্কোদ্দামজয় শ্রীরেকাম্রকানন প্রতিষ্ঠা-পিতহরিহরবিরিঞ্চি বৈদেহীরাঘবলক্ষণ হনুমদাদাষ্টোত্তরশত ভুত-বৈজয়ন্তী বিভাসিতামন্দগন্ধপ্রসূ প্রসূনপটলসৌন্দর্য্যাদিন্যক্কৃতনন্দন-কানন বৈভব পরযামোদময়োদ্যান সমলঙ্কৃতসুরপথসংস্পর্শি সুন্দর মন্দির মন্দাকিনী বিমলকীলালকমলকংহ্লারেন্দীবর সোনায়বৃন্দ-

সংশোভিত সুবিশাল সরোবরসংহতিঃ···দেশনিবাস নিখিল শাস্ত্রাস্ত্রনিপুণ-পরিজ্ঞানলব্ধানন্য-বৈচক্ষণ্যবালভট্ট ভট্টাচার্য্যগর্গ-বাচস্পতিপ্রমুখ- বিশ্ববিখ্যাতসপ্তসচিব সানুচর্য্য নির্ব্বর্ত্তিত সম্যক্-স্বপররাষ্ট্রসর্ব্বব্যাপারো বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপাদারবিন্দ সন্দ-র্শনার্থ-সমুত্থতস্বজননীস্বচ্ছন্দ পরিচারকৃতে প্রবর্ত্তিতপ্রশস্ত বর্ত্ম্য-সদনুমত প্রতিনিয়তসন্নীতি পরিসেবনসম্প্রাপ্তপরমশর্ম্মা বঙ্গাঙ্গ কলিঙ্গাদ্যশেষজনপদবহুমতাদ্ভুতকর্ম্মা ধর্ম্ম্যানুগতাখিলকর্ম্মা দিগন্ত-সন্ততাকীর্ত্তিসন্ততিরত্যন্তদয়াদ্র´চেতা ভূদেবভু-দানার্জ্জিতাশেষধর্ম্মা জয়তাচ্চিরং রাজাধিরাজো দেবশ্রীহরিবর্ম্মা”। (ভবভূমি বার্ত্তা)

যিনি রাজর্ষিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রাপ্ত ভুজযুগলদ্বারা সংস্র সহস্র উপস্থিত শত্রুগণকে কম্পিত করিতেন, যিনি অহিন্দু জৈনবৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মীদিগের চিরকালের মত সুখ শান্তি দূর করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার প্রভাবে ও অতুলবিক্রমে সমস্ত রাজন্যবর্গের অহঙ্কার চূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল, যিনি পৃথিবীর নানাদেশ জয়করিয়া এমন কি নাগেন্দ্র পত্তন প্রভৃতি করতলস্থ করিয়া পৃথিবীতে যশ-রাশিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন, যিনি একাম্রকাননে হরহরি, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষণ, হনুমান প্রভৃতি ১০৮ টী দেব বিগ্রহ ও চারিদিকে নানাপ্রকার অত্যাশ্চার্য্য পতাকার দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া নানা প্রকার ফল ফুলের দ্বারা অপুর্ব্ব নন্দনকানন অতি উচ্চ মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছ সরোবর সকল যাহাতে কমলকহ্লার ইন্দীবর প্রভৃতির দ্বারা উদ্ভাসিত ও বিস্তৃত সরোবর সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি নানা প্রকার শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় অতি সুপটু ছিলেন, যিনি অসাধারণ পণ্ডিত

বলিয়া খ্যাত ছিলেন, যিনি গর্গ, বালভট্ট, বাচস্পতি ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত সাতজন সচিবের সাহায্যে নিজরাজ্যে ও পররাষ্ট্র সচিবের কার্য্য করাইতেন, যিনি নিজ জননীর পদযুগল-দর্শনাভিলাষে স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের নিমিত্ত বারানসী পর্য্যন্ত একটী সরল সুবিখ্যাত পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যিনি সদাসর্ব্বদা সাধুজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, যাঁহার অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রদেশে অদ্ভুত রাজকীর্ত্তি সকল নিনাদিত হইয়াছিল, যিনি ক্রিয়াকর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের জন্যই করিতেন এবং দিগদিগন্তর কীর্ত্তি কলাপ-সৌরভে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, যিনি পরম দয়াবান, যিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন ও অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় ও দয়ায় আমাদিগের অর্থাৎ গৌতম-গোত্র এই কোটালীপাড়া গ্রামে আসিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন সেই রাজেন্দ্রকুলশিরোমণি মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেবের জয় হউক। যিনি ধর্ম্মবিজয়ী বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন, যিনি ধর্ম্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি বেদের শত্রু জৈন বৌদ্ধদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, যিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই হরিবর্ম্মা দেবের মন্ত্রী ও সন্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য ভবদেব ভট্ট, যিনি সুপ্রসিদ্ধ বালবল্(ভিভুজঙ্গভবদেবভট্ট। ভবদেবের প্রশস্তিতে লিখিত আছে বঙ্গরাজের রাজলক্ষ্মী বিশ্রাম সচিব শুচি মহাপাত্র ও মহামন্ত্রী ও মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। যথা—

যো বঙ্গরাজরাজ্য শ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যঃ সন্ধিবিগ্রহিঃ॥

স দেবকীগর্ভভবংভুবঃ স্থিতো সমর্থমুচ্চৈঃ পদলব্ধ পৌরুষম্।
সরস্বতীজানিমজীজনৎ সুতং জৎগস্থ গোবর্দ্ধনমচ্যুতোপমম্॥

বীরস্থলীষু চ সভাসু চ তীর্থিকানাং দোর্ল্লীলয়া চ কলয়া চ বচস্বিতায়াঃ।
যোবর্দ্ধয়ন্ বসুমতীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ দ্বেধাব্যধত্তনিজনামপদং সদর্থং॥

বন্দ্যাং বন্দ্যঘটীয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রয়তাং সুতাং।
স্বাঙ্গোকামঙ্গনারত্নং পত্নীং সঃ পরিনীতবান্॥
তস্যাং স্বপ্নবিধানবোধিতনিজোৎপাদঃ স দেবো
হরির্জাতঃশ্রীভবদেবমূর্ত্তীরযুতঃ ক্ষামণ্ডলী কশ্যপাৎ॥

* * * * *

যন্মন্ত্র শক্তিসচিবঃ সুচিরং চকার রাজ্যং স ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেবঃ
তন্নন্দনে বলতি যস্য দণ্ডনীতির্ব্বর্ত্মানুগাবলকল্প- লতেব লক্ষ্মীঃ॥

- - - -

বৌদ্ধাম্ভো নিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ পাষণ্ডঃ বৈতণ্ডিকঃ
প্রজ্ঞাখণ্ডন পণ্ডিতোয়মবনৌ সর্ব্বজ্ঞলীলায়তে।
(অনন্ত বাসুদেব প্রশস্তি) (২০)

তিনি এই ভূমণ্ডলে আসিয়া উচ্চ পদ লাভ ও পুরুষকার প্রাপ্ত দেবকীগর্ভোদ্ভূত সরস্বতীপতি গোবর্দ্ধন নামে এক অচ্যুতোপম সন্তান উৎপাদন করিলেন। যিনি বীরক্ষেত্রে, সভাতে, তীর্থে, হস্তযুদ্ধে, কলা ও বাগ্মিতা প্রকাশ করিয়া এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া নিজ নাম সার্থক করিয়াছিলেন। তিনি পরম পূজনীয়া বন্দ্যঘটী কুলোদ্ভবা স্বাঙ্গকানাম্নী এক অতুলনীয়া নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হরি ভবদেব মূর্ত্তিতে এই পৃথিবীতে কশ্যপরূপ ধারণ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন হইতে ধরামণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। যাঁহার মন্ত্রশক্তি সচিব হরিবর্ম্মদেব বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্রও দণ্ডনীতির বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মীকল্পলতার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধ জলনিধির অগস্ত্যস্বরূপ বৈতণ্ডিকদিগের ন্যায় পাষণ্ডদিগকে ধ্বংস করিয়া এই পৃথিবীতে লীলা করিয়াছিলেন। তিনি ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে ১০৮টী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ গ্রন্থে তিনি সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কীলহোর্ণ তাঁহার প্রশস্তির লিপিকাল লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি "হস্তিনীভট্ট গ্রাম" দশমশতাব্দীতে পালরাজ মহীপালের নিকট প্রাপ্ত হন। Bhatta Bhabdeva of Bengal By Monmohan Chakravarty Journal of the Asiatic Society of Bengal. (N. S.) (Vol. VII Page 347.)

ভবদেব সিদ্ধল গ্রামীয় বলিয়া পরিচিত, ওরফে শেতলগাঁ রাঢ়বাসী। ভবদেবের কুলপ্রশস্তিতে লিখিত আছে, যে হরিবর্ম্মদেবের শেষ অবস্থায় তৎপুত্র যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন এবং ভবদেবের পরামর্শমত রাজকার্য্য পরিচালিত করিতে থাকেন। হরিবর্ম্মদেবের পর তাঁহার অপর ভ্রাতা শ্যামলবর্ম্মা বঙ্গাধিপ হইয়াছিলেন, শ্যামলবর্ম্মা জাতবর্ম্মার ঔরসে চেদীপতি সম্রাট্ কর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যথা,—

বীরশ্রিয়ামজনি শ্যামলবর্ম্মদেবঃ
শ্রীমাঞ্জগৎ প্রথমমঙ্গলনামধেয়ঃ

(Epigraphia Indica II Page 186.)

এই শ্যামলবর্ম্মার পরিচয়ে আমরা বেশ জানিতে পারিতেছি, তিনি ভারতবিখ্যাত প্রবল পরাক্রান্ত কায়স্থনৃপতি, ইনি চেদীপতি কর্ণদেবের করালকবল হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। শ্যামলবর্ম্মার পাটরাণী অসামান্যা সুন্দরী মালব্যদেবী "জগৎ বিজয় মল্লের" কন্যা।

রাজার জাতি

তথোদয়ীসুনুরভুৎ প্রভুতপ্রতাপবীরেস্বপি সঙ্গরেষু।
যশ্চন্দ্রহাসপ্রতিবিম্বিতং স্বমেকংমুখং সম্মুখমীক্ষতেস্ম ॥
তস্যামালব্যাদেব্যাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী,
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ ॥
পূর্ণোপ্যশেষভূপালপুত্রীনামবরোধনে।
তস্যাসীদগ্রমহিষী সৈবসামলবর্ম্মণঃ ॥

ভোজের বেলাব-তাম্রলেখ

১০-১২ (শ্লোক)

তস্মিন্ বাসাবন্ধুতামুপগতে রাজ্যে চ—কুল্যাকুলে
মগ্নস্বামিনিতস্যবন্ধুরুদয়াদিত্যোঽভবদ্ভূপতিঃ।
যেনোদ্ধৃত্যমহার্ণবোপমিলৎকর্ণাটকর্ণপ্রভুমুর্ব্বী-
পালকদর্থিতাং ভুবমিমাংশ্রীমদ্বরাহায়িতং ॥

লক্ষ্যদেব ও নরবর্ম্মার নাগপুর প্রশস্তি

(Ephigraphia Indica Vol. II Page 186.)

এই জগমল অথবা আদিত্যের কত কত অতীত কুলগৌরব কাহিনী চারণদিগের মুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। উদয়াদিত্যের প্রথম-পুত্র লক্ষ্যদেব দ্বিতীয় নরবর্ম্মা তৃতীয় জগদ্দেব এই উদয়াদিত্য ভোজের তাম্রশাসনে উদয়ী বলিয়া খ্যাত।

(C. E. Luard's Paramara of Dhar and Malwa Page 281.)

এই উদয়াদিত্যের পুত্রগণ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভোজের তাম্রশাসনে তাঁহাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী

লিখিত আছে। অধ্যাপক কীলহোর্ণের মতে তাঁহারা ১০৮০ হইতে ১১০৪ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(Ephigraphia Indica Vol. II Page 186.)

বঙ্গাধিপ শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পাশ্চাত্য বৈদিকগণকে কর্ণাবতীসমাজ হইতে আনয়ন করিয়া শাকুনসত্র যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন ও বৈদিক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কর্ণাবতীসমাজ হইতে বেদবিদ যশোধর মিশ্রকে ১০০১ শকে বিক্রমপুরে আনয়ন করেন।

ততঃ শ্যামলবর্ম্মাতু গত্বা কর্ণাবতীং সুধীঃ
ন কর্ত্তুং সম্মতং যজ্ঞে শশাক পৃথিবীপতিঃ
কাশীরাজস্ততোঃ গত্বা সংস্তূয়চ যশোধরম্
চকার সম্মতং তস্মিন্ যজ্ঞে শ্যামলবর্ম্মণঃ।

(পাশ্চাত্য বৈদিককুল পঞ্জিকা)

শ্যামলবর্ম্মা যদি শূদ্র হইতেন তাহা হইলে বেদবিদ্ যশোধর মিশ্র (বৈদিক ব্রাহ্মণ) নিশ্চয়ই পতিত হইয়াছেন ও তাঁহার বংশধরেরা আজ পতিত। পাশ্চাত্য কুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে, গৌড়ে মহারাজ শ্যামল বর্ম্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই মহীপতি বহু নৃপতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং নিজে, ১১৭২, খ্রীঃ নিজ বাহুবলে শত্রুকে নিহত করিয়া গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র ঢাকুর রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আসিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রলেখের শ্লোকরচয়িতা কবিপুরুষোত্তম দত্ত রাজকবির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্যামলবর্ম্মার মৃত্যুতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন "হা ধিক্ কি কষ্ট অদ্য পৃথিবী বীরশূন্য হইল। আবার রাক্ষসগণের উৎপাত উপস্থিত হইল।"

শ্যামলবর্ম্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য বিক্রমপুরে একটী গ্রাম "রামপাল" বলিয়া পরিচিত আছে। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে দেখিতে পাই যে সাবর্ণগোত্র যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীরামদেবকে তাম্রশাসন দ্বারা গ্রাম দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর পরগণায় নিজ নামে ভোজেশ্বর দেবমূর্ত্তী প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থানে ভোজেশ্বর নামে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের একটী প্রকাণ্ড সমাজ বর্ত্তমান আছে।

আজ কালের আবর্ত্তে এই বিরাট কায়স্থ জাতি শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু এ জাতি কোন কালে শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যেকালে সুদূর বারেন্দ্র ভূমিতে "কৈবর্ত্তপতি দিব্যক" অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছিলেন সেই সময়ে রাঢ়ভূমিতে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী তটে বিজয়পুরে সেনবংশে ক্ষত্রপ কায়স্থ-কূলচূড়ামণি সামন্তসেন অদ্বিতীয় বীর কায়স্থদিগের শিরোমুকুট ধীরে ধীরে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়া কীর্ত্তিমান স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কায়স্থ অমরকবি উমাপতি ধর মহাশয় তাঁহার প্রতাপের অজস্র পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সামন্তসেন হইতে হেমন্তসেন শূরবংশীয় নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া সিংহপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন, তৎপুত্রই বিজয়সেন। এই বিজয়সেনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে:— আপনি "নান্যোবীর বিজয়ী"। বিজয়সেন বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিয়া তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বহু কায়স্থকুলগ্রন্থে ইহাঁকে আদিশূর তুল্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিজয়সেন অন্তিমকালে যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সেই তেজঃপুঞ্জ এবং বিশাল কান্তি দর্শনে

প্রজাবর্গ তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব তুল্য মনে করিয়া ভক্তিমিশ্রিত ভয়সহকারে পূজা করিতেন। তাঁহার অন্ত একটী নাম ছিল "বৃষভ-শঙ্কর"। কেশব-সেনের তাম্রশাসনে তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের অবতার বলিয়া পরিচিত আছেন—(Journal of the Asiatic Society of Bengal N. S. 1905 Page 50)

বিজয়সেনের রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলার নশীপুর হইতে দেড় মাইল উত্তর পূর্ব্বে বিজয়পুর নামক প্রসিদ্ধ স্থানের অনতিদূরে ভাগীরথী তটে "সিংহা" অথবা সিংহেশ্বর নামক গ্রামে অদ্যাপি রমণাদীঘি বর্ত্তমান। এত বড় প্রকাণ্ড দীঘি, আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যবনেরা আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিলে পর, সেই "রমণা দীঘি" "শেখের দীঘি" বলিয়া পরিচিত হয়। এইসময়ে দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ব্যতীত বহু কায়স্থ সন্তান আসিয়া রাজা বিজয়সেনের নিকট হইতে কোণা, বট, দ্রোণ, বর্দ্ধমান, মধু, কর্ণ, কক্ষ ও রায়না এই আট খানি গ্রাম প্রাপ্ত হন, দ্বিজবাচস্পতির "বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে" এই প্রকার লিখিত আছে—

অষ্টকোণোবটঃ দ্রোণো বৰ্দ্ধমানঃ মধুস্তথা।
কর্ণকক্ষৌ চ রায়না কায়স্থানাং স্থানাষ্টকাঃ॥

আচার্য্যচূড়ামণির "প্রাচীন কারিকায়" লিখিত আছে— দশরথ গুহ কোটদেশের রাজকুমার। তিনি গুহ বংশীয় কলিঙ্গাধিপ গুহশিব বা শিবগুহ। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, এই গুহশিব বংশ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ওদন্তপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ মত পূর্ব্বতন রাজাদিগের স্থায় "বুদ্ধদন্ত পূজা হইতে ক্ষান্ত হন। এই বুদ্ধদন্ত বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণের পর তাঁহার প্রাণাধিক কায়স্থশিষ্য "ক্ষেম" কর্ত্তৃক উৎকলে আনীত হয়। তিনি

আপন রাজধানীতে মহা উৎসব ও সমারোহের সহিত "বুদ্ধদন্ত" প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রহ্মদত্তের বংশধরের মধ্যে গুহশিব একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তৎকালে উক্ত রাজ্য হারাইয়া গুহশিব প্রাণত্যাগ করিলে পর দন্তকুমার ছদ্মবেশে সেই পবিত্র দন্ত লইয়া তাম্রলিপ্ত নগরে প্রস্থান করেন। তথা হইতে জাহাজে উঠিয়া সিংহলে গমন করেন। তদবধি বুদ্ধদেব সিংহলে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। যখন বুদ্ধদন্ত লইয়া সিংহলে দন্তকুমার পৌছিলেন, তৎকালে "শ্রীমেঘবাহন" সিংহলে রাজা ছিলেন তাঁহার রাজত্বকাল ৩২০—৩৩০ খ্রীঃ অব্দ। গুহশিবের বংশধর দশরথগুহ গুহবংশের উজ্জ্বল চন্দ্রস্বরূপ কোটদেশের অধিপতি, বেদনিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ-ভক্ত, তাই "প্রাচীন কুলকারিকায়" আমরা এইরূপ পরিচয় পাই—

দশরথ গুহএষ জ্ঞানবান্ শুদ্ধবেশো
গুহ কুলরজনীশঃ কোটদেশক্ষিতীশঃ।
দ্বিজবরকুলসেবী বেদনিষ্ঠোপজীবী
শ্রুত গুহকুলভাষস্তত্র সর্ব্বস্যহাসঃ॥

দশরথ বসুর সম্বন্ধে 'প্রাচীনকুলকারিকায়' আচার্য্যচূড়ামণি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

বসু পূর্ব্বে সমাখ্যাত অনন্তানন্দসংজ্ঞকঃ।
তৎপুত্রো বিজয়ী নাম তস্য পুত্রো মহার্ণবঃ॥
গুণাকর স্তৎপুত্র স্তৎপুত্রো জয়ধনস্তথা।
যশোধনো মহাবীর্য্যঃ গৌতমস্তস্যাবৈ সুতঃ॥

তৎসুত রাবণঃ।

সূর্য্যবংশে সমুৎপন্না মোহিনী নাম্নী কন্যকা।
রাবণেন পরিণীতা সূর্য্যসোমগুণৌ সমৌ

স্যুতৌ শম্ভুদশরথৌ পরমোদশরথাত্মজঃ।
লক্ষ্মণপুষণৌ স্যুতৌ গুণান্বিতৌ মহাজনৌ॥
(আচার্য্যচূড়ামণিরকারিকা)

এই দশরথ বসু চেদিরাজ ছিলেন; বসুবংশের প্রথম ব্যক্তি অনন্তানন্দ, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব, তৎপুত্র গুণাকর, তারপর জয়ধন, তারপর যশোধন, তারপর গৌতম, তারপর রাবণ ইনি সূর্য্যবংশীয়া মোহিনী নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র দশরথ ও শম্ভু এই দশরথ পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গে আগমন করেন ও রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন এবং ইনি শ্রীবাস্তবকায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দশরথের পুত্র পরম, পরমের পুত্র লক্ষ্মণ ও পুষণ, রাবণের অন্য এক নাম ছিল বীরনাথ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঢাকুরী হইতে আমরা জানিতে পারি।

বীরনাথ সুতবসু।

দশরথ নাম, দক্ষিণ রাঢ়ে ধাম,
গৌতম গোত্রেতে ইষু।

তারপর ভরদ্বাজ গোত্রীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় দত্তবংশের ঢাকুরী হইতে আমরা জানিতে পারি, পুরুষোত্তম দত্ত একজন বেদনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। রাজা বল্লালসেন সম্বন্ধে আমরা হরিমিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি যে বিজয়সেনের দেহত্যাগের পর অন্য কেহ তাঁহার রাজ-সিংহাসন দাবী করেন, এইজন্যই বিচক্ষণ বিজয়সেন মহারাজ বল্লালের জন্মের পরেই তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ বল্লাল একজন শৈব মহাবীর, রাজনীতি-পরায়ণ, দেবদ্বিজভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, ছিলেন। বঙ্গদেশে বল্লালের ন্যায় বিখ্যাত নৃপতি দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। তিনি "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" নামক গ্রন্থ লিখিয়া

এবং স্মৃতি পুরাণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যাবত্তা দেখাইয়া নিজরাজ্যমধ্যে প্রজাগণের সামাজিক নৈতিক উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার কুলপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বিজয়সেনের বৃদ্ধবয়সে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করায় অনেক কুলাচার্য্য তাঁহাকে "ক্ষেত্রজ" পুত্র বলিয়া কলঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিনা তারপর "গৌড়রাজমালায়" ৫৮ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই— রাজসাহী পুঠিয়া নিবাসী ৺মহেশচন্দ্র শিরোমণির কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—" এহি পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজাস্বর্গারোহণ-তদন্তে কিছু-কালান্তর তত্দৌহিত্র কুলেতে উদ্ভব হইলেন বল্লালসেন"— উক্ত শিরোমনি মহাশয়ের কুলগ্রন্থ হইতে আদিশূর বল্লালসেনের সম্বন্ধ এইভাবে সূচিত হইয়াছে।

রাজ্ঞঃ সপ্তম সন্তানস্য দৌহিত্রোভূদ্বল্লালাখ্যঃ"

সপ্তম সন্তানের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মাঝগ্রাম নিবাসী কাশীশেখর সিদ্ধান্ত ও মুকুটমণি মহাশয় "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতিতে" যে কুলগ্রন্থ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই ইত্তবকালে আদিশূর রাজা পঞ্চ গোত্রেতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাঅন করেন—(পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র) আনয়ন কারিয়া আদিশূর রাজা শর্গারোহণঃ সপ্তম পুরুষান্তরে দহিত্রকুলে জন্মিলেন বল্লালসেন। এইসকল ক্রিয়া করিয়া আদিশুর রাজা শর্গারোহণ ব্রাহ্মণ দিগকে সপ্তমপুরুষ জায় রাজা সপ্তমপুরুষ

জায় রাজা জুগ্য পাত্র পায় না যে অবিবেক করিয়া রাজা করেন কিছু কাল অন্তর দোহিত্র সন্তানে জন্মিলেন বল্লালসেন।

মহারাজ বল্লাল স্বীয় রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগ্ড়ী, ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক ভাগে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময় বগ্ড়ী উপবঙ্গ নামে খ্যাত ছিল, যশোহর এবং বিক্রমপুর উপবঙ্গের অন্তর্গত ছিল। উত্তররাঢ়ীয় সুদর্শন মিত্রের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বটেশ্বর মিত্রকে মগধের শাসনকর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। যথা—

বল্লালঃপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূদ্ মগধেশ্বরঃ।

বল্লাল সুপ্রসিদ্ধ গৌড়নগর নির্ম্মাণ করেন এবং নিজ প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের নামানুযায়ী গৌড় রাজধানীর নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন।

(Col. Garett's Ain-i-Akbar-i Page 148)

ধলেশ্বরী ও পদ্মা বিক্রমপুরের দক্ষিণে ছিল, বগ্ড়ী ও উপবঙ্গ কতকটা সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল, নানাস্থান বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, কোথাও কোথাও জনবাসও ছিল, এই সকল জনস্থান অন্ধদ্বীপ, সূর্য্যদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, জয়দ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, নবদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। নবগ্রাম, যাদবপুর, আঁধারকোটা, অন্ধদ্বীপ, ইচ্ছামতী ও মধুমতী ভৈরব নদের উত্তরবর্ত্তী। চাকদহ,— চক্রদ্বীপ, গোবরডাঙ্গা—কুশদহ বা কুশদ্বীপ। মধুমতীর পূর্ব্বাংশে বরিশাল জেলা চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজাধিরাজ এই বল্লালসেন সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদিনে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তিনি "কায়স্থ-ক্ষত্রিয়" ছিলেন। এই বল্লালসেনের সময়ে কায়স্থ-সমাজে কি প্রকার অবস্থা

ছিল এবং তিনি কি নিয়মে কুলবন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে। প্রথমে তিনি বঙ্গজকায়স্থসমাজে কুল-বন্ধন করেন। বঙ্গজকায়স্থগণ অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়, তাঁহারা অধীনতায় নন্দনকাননভোগ বাসনা করিতেও প্রস্তুত নহেন, তেমনি স্বাধীনতায় নরকভোগ করিতেও প্রস্তুত, তাই তাঁহাদের মধ্যে কত কত পরাক্রান্ত স্বাধীন নৃপতিগণের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা আনন্দে আপ্লুত হই। মুসলমানদিগের অত্যাচারে বঙ্গজ কায়স্থগণ প্রপীড়িত হইয়া গঙ্গা যমুনার দুই তীরে নানাপ্রকার সুসজ্জিত গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল জলাভূমিতে অতি দীনহীনভাবে কাল অতিবাহন করিতেন ; তাই খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুর স্বাধীনতার বিজয় নিশান দিগ্‌দিগন্তে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিন্তু আজও সেই স্বাধীনতার বীজ বঙ্গজ কায়স্থসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। কে বলিতে পারে সেই বীজ কালে অঙ্কুরিত হইয়া ফলপুষ্পে সুশোভিত বিশালপাদপে পরিণত হইবে না।

মহারাজ বল্লালসেন চালুক্য রাজকন্যা রামদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহারই গর্ভে লক্ষ্মণসেনের জন্ম। যথা—

> ধরাধরান্তঃপুর মৌলিরত্ন চালুক্যভূপাল কুলেন্দুরেখা
> তস্য প্রিয়াভূৎবহুমানভূমি লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপিরামদেবী
> বসুদেব দেবকসুতা দেহান্তরাস্যামিব
> শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন মুর্ত্তিরজনিক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ।

(লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলেখ) ৯।১০

বল্লালসেন শেষ বয়সে মহা তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তৎকারণে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কতকগুলি নীচ মিথ্যাপবাদ দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বল্লাল নিজে যে প্রকার অসাধারণ ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন

এবং ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করিতেন ও বেদ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে ও সনাতন ধর্ম্মের দিকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহাতে তিনি ঐ প্রকার লোক ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বলিতে কি বল্লালসেন হইতে সমগ্র গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া আসিতেছেন। আজও যে বঙ্গে ব্রাহ্মণগণ সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সর্ব্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইতেছেন তাহা সেই বল্লালসেনেরই কীর্ত্তি। বল্লালসেন বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে আদৌ পছন্দ করিতেন না। মহারাজ বল্লালকে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ একমাত্র ধর্ম্মরক্ষক প্রতিপালক বলিয়া মনে করিতেন। জগতে বল্লাল নিগৃহীত অনেক শূদ্র জাতির সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই কৃপায় রাঢ় দেশের কৈবর্ত্ত জাতি জলাচরণীয় হয়, যে সমস্ত শূদ্রেরা বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বল্লালের ও ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য স্বীকার করে, তাহারাই আজ সমাজে "নবশাখ" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত।

এই অধ্যায়ে বল্লালসেনের কায়স্থত্ব সম্বন্ধে আমাদের শেষ বলিবার কথা এই যে সুদর্শন মিত্রবংশোদ্ভব বটেশ্বর মিত্রের কন্যা রামদেবী। বল্লালসেন তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিত্রবংশে তদাধারা বটমিত্রশ্চ ভাগ্যবান্।
কন্যৈকা লক্ষ্মণা তস্য কুমারীরত্নমন্দিরে॥
দূতং প্রেষ্যসমানীয় বল্লালো গৌড়ভূপতিঃ।
সা কন্যা পরিণীতবান্ যথাশাস্ত্রং নিজেচ্ছয়া॥
বল্লালঃ পূজিতো ভূত্বা বটোহভূৎ মগধেশ্বরঃ
তাত ভ্রাতৃ পরিত্যাগী বিরাগী সর্ব্ববন্ধুষু
মগধাৎ পুনরায়াতো বটধারা ধনাশ্বযুৎ
রাঢ়ায়াং গীয়তে সর্ব্বে কুলস্থানে পুনঃস্থিতাঃ॥

সেকালে অসবর্ণ বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না। অথচ কায়স্থ মিত্রবংশের কন্যার সহিত বল্লালের কিপ্রকারে বিবাহ হইল? আমরা বল্লালের কায়স্থত্ব সম্বন্ধে আর এই একটী প্রমাণ দিলাম।

মহারাজ বল্লালসেন গৌড়ের সেনবংশীয় রাজাদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। গৌড়ে যে সকল নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত সেনবংশীয় মহারাজ বল্লাল যেরূপ সর্ব্বজনবিদিত তেমন আর কোন রাজা ছিলেন না। বল্লালসেনের "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থে লিখিত আছে—

ভুজবসুদশ ১০৮২ মিত্রে শাকে শ্রীমদ্বল্লালসেন রাজাদৌ।
ষষ্ঠৈকবর্ষে মুনির্বিনিহিতৌ বিশাখায়াম্॥
(Journal of the Asiatic Society.)

ভুজবসুদশমিতে ১০৮২ শকে অর্থাৎ ১২৬০ হইতে ৬১ খ্রীঃ অব্দে শ্রীমান বল্লালসেনের রাজ্যাদিতে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ৬১ বৎসর অবস্থিত ছিল। বল্লালচরিত প্রণেতা আনন্দভট্ট লিখিয়াছেন, মহারাজ বল্লালসেন রাঢ়, বরেন্দ্র, বগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলায় পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

তাঁহার সময়েও বৌদ্ধাধিপত্য বিলুপ্ত হয় নাই, সুবর্ণবণিকদের মধ্যে বল্লভানন্দ সমাজপতি ছিলেন। বল্লালসেন যুদ্ধ করিবার জন্য সুবর্ণবনিকদের নিকট বহু মুদ্রা কর্জ্জ চাহিয়াছিলেন, বল্লাল বড় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু সুবর্ণবণিক বল্লভানন্দ মহারাজ বল্লালকে টাকা কর্জ্জ দিতে অস্বীকৃত হন, তৎকারণে সুবর্ণবণিকদের উপর মহারাজ বল্লাল অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েন। মহারাজ বল্লাল গৌড়

রাজধানীতে এক বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, সেই যজ্ঞে বিক্রমপুর হইতে অন্যান্য করদ নৃপতিবর্গ নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হন। সেই যজ্ঞে ধ্রুবসেন, ভীমসেন, সুখসেন উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভীমসেনের উপর আহারাদির ভার ন্যস্ত ছিল, ভোজের স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই তিন বর্ণের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। শূদ্রের পরেই অতি নীচ শূদ্রদের মধ্যে ভীমসেন সুবর্ণবণিকদের আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে সুবর্ণবনিকগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তখন মহারাজ বল্লাল অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিয়াছেন এবং যে ব্রাহ্মণ তাহাদের যজন যাজন অধ্যাপনা পরিগ্রহ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই পতিত হইবেন। তৎপর মহারাজ বল্লাল সর্ব্বত্র ঢক্কাদ্বারা ঘোষণা করাইয়া সুবর্ণবণিকদিগকে উপবীত পরিত্যাগ করিবার আদেশ দেন। তৎকারণেই সুবর্ণবণিকগণ তাঁহাদের পাতিত্যের ও উপবীত পরিত্যাগ করাইবার হেতু বলিয়া বল্লালকে গালিগালাজ করেন। যে মহারাজ বল্লাল কৈবর্ত্ত জাতির জল আচরণীয় করিয়া দিলেন, এবং মালাকার, কুম্ভকার ও কর্ম্মকার এই তিন জাতিকে সচ্ছুদ্র গণ্য করাইয়া দিলেন সেই বল্লাল মগধ মিথিলার সম্রাট হইয়া সামান্য অর্থের জন্য সুবর্ণবণিকদিগকে যজ্ঞসূত্র হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন, এবং তৎকারণে রাজভয়ে সুবর্ণবণিকগণ গৌড় ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন ইহা আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই, তস্য পাতিত্ব কারণং যথা—

কশ্চিদ্বণিগ্‌বিশেষশ্চসংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ
স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ।

(ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রথমখণ্ডে দশম অধ্যায়)*

সুবর্ণবণিকগণ বহুকাল হইতে পতিত আছে, আধুনিক বল্লালচরিতে এইরূপ অনেকে লিখিতেছেন কিন্তু ১৩১৪ শকে গোবর্দ্ধনরচিত বণিক-কুলকারিকায় এরূপ দেখিতে পাই না, গোবর্দ্ধনের কারিকায় সুবর্ণ-বণিকদের বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু তাহাতে মহারাজ বল্লালের সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গের কোন কথা নাই। এইকারণে আমরা সুবর্ণবনিক সমাজের উপবীত ত্যাগ প্রসঙ্গ, কল্পিত মনে করি।

বল্লালচরিতকার আনন্দভট্ট লিখিয়াছেন যে, বৈদিক ব্রাহ্মণেরা সুবর্ণবনিকদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, এই কারনেই মহারাজ বল্লাল বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে কৌলিন্য দেন নাই। সমাজের হিতার্থে মহারাজ বল্লাল নবদ্বীপে, গৌড়ে, বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ছিলেন, এখনও সেই সকল স্থানে বল্লালের অনেক কীর্ত্তি আছে। বল্লাল যদি বৈদ্য জাতীয় হইতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বৈদ্য জাতিকে কৌলিন্য দিতেন কিন্তু বৈদ্য জাতির মধ্যে বল্লালী কৌলিন্য নাই।

আইনা আকবরার মতে মহারাজ বল্লাল পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। আর আনন্দভট্টের মতে ৩৫ বৎসর ২ মাস কাল রাজত্ব করেন। ১০২৮ শকে বল্ললের মৃত্যু হয়। মহারাজ বল্লালের সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের যে কি প্রকার অবস্থা ছিল এবং কি নিয়মে কুলবন্ধন করিয়াছিলেন তাহা মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে যথা—

স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ রামপালং মনোহরম্।
তথাকুলাচার ধর্ম্মং বংশানুচরিতং তথা ॥
পৃথক্ পৃথক্ স্বরাজ্যানি কৃতানি পঞ্চভাগশঃ।
রাঢ় বঙ্গৌ তথবগ্রুঃ বরেন্দ্র মিথিলৌ তথা ॥

ইতি তেষাং পঞ্চ সঙ্গাঃ দেশাচারানুসারতঃ।
শিষ্টাচার পরিভ্রষ্টা বারেন্দ্রো বঙ্গ রাঢ়কাঃ ॥
আর্য্যানার্য্যে তথা দৃষ্টো নৈবভেদাস্তি কশ্চনঃ।
তথা কুলভেদং নাস্তি সর্ব্বে তুল্যাইবা ভবন্ ॥
চকারভূপো যত্নেন কুলশাস্ত্রং নিরূপণম্।
আনয়ামাস কায়স্থান্ তত্তদেশাচ্চ ভূপতিঃ ॥
তেষাং পৃথগ্বিধাবর্গা দেশভেদাত্রিধাকৃতাঃ।
কুলীনো মৌলিকোহচল ইতি সঙ্গা প্রসিদ্ধকঃ ॥
তথা কুলাচার ভেদাস্তেচ ভাবান্তরং গতাঃ।
ব্রাত্যায়াং কায়স্থা জাতাঃ করণাশ্চপ্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
কায়স্থাৎ শূদ্রভার্য্যায়াঃ জাতো ডেঙ্গরসঙ্গকঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ কুলীনো দেবতা স্বয়ম্ ॥
মৌলিকা যে বরাজ্ঞেয়া ঘটকাস্তুতি পাঠকাঃ।
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ ॥
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।
ঘোষ বসু গুহ মিত্রাঃ দত্তশ্চ আদি কুলিনাঃ ॥
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশ সমুদ্ভবাঃ।
মকরন্দ দশরথৌ কালিদাসো বিরাটকঃ ॥
এতেষাঞ্চ সুতা সর্ব্বে অভবন্ কুলীনাবরাঃ।
দত্তবংশ সমুদ্ভূতো নারায়ণো মহাকৃতীঃ ॥
চকার স নৃপতিস্তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্বীনম্।
মৌদ্গল্য গোত্রজো দত্তো মধ্যলস্তু প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

সপ্তগোত্রা মহাপাত্রাঃ কুলকর্ম্মাদ্‌বভূবহ।
নাগঃ সৌপয়ণো গোত্রঃ পরাশরোনাথস্তথা ।।
কুলধর্ম্ম বিধানেন মধ্যলৌ তৌ বভূবতুঃ।
কাশ্যপো গোত্রজানন্দীরাহাস্তু নাথ দাসকৌ ।।
বাসুকী গোত্রজঃ সেনঃ সিংহো বাৎস্য গোত্রস্তথা।
দেব আলম্যানো গোত্রঃ সৌকালীনো নাগস্তথা।
মহাপাত্রাঃ সমাখ্যাতা ন চাহন্যেষাং কদাচনঃ ।।
বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজকর্ম্মী দয়াশীলো কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণঃ ।।
লেখক স্থালাপিকরঃ কায়স্থোহক্ষরজীবকঃ।
নৃপাধিকৃত সভ্যাশ্চতয়েব রাজবল্লভাঃ
একোনবিংশতির্গোড়াঃ নাগ নাথোহথ দাসকঃ।
সপ্তগুণৈস্তু সংযুক্তা রাজন্যাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ ॥
মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষণ কুলোদ্ধতান্।
সচিবান্ সপ্তচাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্ ॥
সপ্তৈতৎ গুণকৈর্যুক্তাঃ কায়স্থাশ্চ মহাবলাঃ।
খ্যাতাশ্চ মৌলিকা তস্মাৎ সর্ব্বধর্ম্মাবিদাম্বরাঃ ॥
এতেষাঞ্চ সুতা যে যে বঙ্গদেশ নিবাসিনঃ।
কুলার্চ্চনাত্তু মধ্যল্যো মহাপাত্রাস্তথাভবন্ ॥
দেবপূজা বিপ্রভক্তি পিত্রাজ্ঞা বিধিপালকঃ
দয়াবত্তং ক্ষমাবত্তং ষড়বিধং শূদ্রলক্ষণম্
ষড়গুণৈরভিসংযুক্তা বঙ্গজা ভেজরাঃ কিলঃ

কুলধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতা ভৃত্যাস্ত্যেব প্রকীর্ত্তিতাঃ
কায়স্থস্থ শুশ্রুষতো দাস ডেঙ্গর সঙ্গকাঃ
তেঽপি শূদ্রা সখাখ্যাতঃ সেবাবৃত্তি সমন্বিতাঃ।
কুলীনশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রঽচলোঽপি চ
চতস্রঃ শ্রেণয়ঃ এষাং যথাপূর্ব্বক গৌরবম্
কুলীন কুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া
গুণমেতং সমাশ্রিত্য মধ্যল্য কুলমুত্তমম্।
কুলীন কুল মধ্যস্থ্যঃ কুলসেবী কুলার্চ্চকঃ
মধ্যল্য ভাবসম্পন্না মহাপাত্রশ্চ মধ্যমঃ
অচলাশ্চবরা যস্মাৎ কুলকর্ম্ম বিবর্জ্জিতাঃ
চতশ্র শ্রেয়য়োমুশ্চ বঙ্গজেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ
নবধা গুণসংপ্রাপ্তা সর্ব্বে আর্য্য বিসঙ্গকাঃ
কিঞ্চিৎ গুণবিহীনা যে মধ্যল্য মধ্যমা স্মৃতাঃ
এতেভ্যং গুণহীনা যে মহাপাত্রা প্রকীর্ত্তিতাঃ
বঙ্গাদি মিত্র পর্য্যন্তং সর্ব্বে আর্য্য বিসঙ্গকাঃ
দত্তাদি নাগ পর্য্যন্তং মধ্যল্য পরিকীর্ত্তিতাঃ
দাসাদি নন্দনশ্চৈব মহাপাত্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥

(মিশ্রকারিকা)

মহারাজ বল্লাল বিক্রমপুরের রামপালে নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়া কুলধর্ম্ম ও বংশানুচরিত স্থির করিলেন। দেশাচারানুসারে নিজ রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিলেন, রাঢ় বঙ্গ, মিথিলা, বরেন্দ্র, বগড়ীতে কায়স্থগণ উপবীতি ও অনুপবীতি কায়স্থগণের সহিত অনার্য্য-

গণের কোন প্রভেদ নাই, তজ্জন্য মহারাজ বল্লাল কায়স্থগণের কুলধর্ম্ম যত্নসহকারে স্থির করিলেন। কুলাচারভেদে কায়স্থগণকে কুলীন, মৌলিক ও অচলা নাম দিলেন। ব্রাত্যানারী অর্থাৎ সাবিত্রীভ্রষ্ট বংশের স্ত্রীগণের গর্ভে কায়স্থগণের ঔরসে যে সকল সন্তান হইয়াছিল, তাহারা করণ ও কায়স্থগণের ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিল তাহারা ডেঙ্গরা উপাধি পাইল। নবগুণসম্পন্ন কুলীনগণ শ্রেষ্ঠ ও ঘটকদিগের স্তবের পাত্র হইলেন। আচার, (উপনয়নাদি সংস্কার) বিনয় বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠাবৃত্তি, তপঃ ও দান এই নবগুণ কুলীনের হইল। ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র, দত্ত ইহাঁরা আদি কুলীন ও নবগুণসম্পন্ন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত। মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু কালিদাস মিত্র, ও বিরাট গুহ—ইহঁাদের বংশধরগণ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া খ্যাত হইলেন। দত্তবংশজ মহাকৃতি নারায়ণ দত্ত বিনয়হীনতা প্রযুক্ত রাজা কর্ত্তৃক কুলহীন হইলেন। মদগল্য গোত্রীয় দত্ত মধ্যল্য হইলেন, কুলকর্ম্মের জন্য অন্যান্য সপ্তগোত্রীয় দত্তবংশীয়রা মহাপাত্র বলিয়া খ্যাত হইলেন। সৌপায়ণ গৌত্রীয় নাগ ও পরাশর গোত্রীয় নাথ উভয়ে বল্লালের বিধনানুসারে মধ্যল্য হইলেন। কাশ্যপগোত্রীর নন্দী রাহা নাথ ও দাস, বাসুকী গোত্রীয় সেন, বাৎস্য গোত্রজ সিংহ আলম্যান গোত্রীয় দেব সৌকালীন গোত্রীয় নাগ—ইহাঁরা মহাপাত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন আর অন্য কেহ মহাপাত্র নাই। বিদ্যাবান্ শুচি, ধীর, দাতা, পরোপকারী রাজকর্ম্মী, দয়াবান্ এই সপ্তগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মৌলিক কায়স্থ হইলেন তাঁহারা লেখক, লিপিকারক, অক্ষরজীবি, নৃপতিগণের সভ্য ও রাজবল্লভ হইলেন, গৌড়দেশস্থ উনবিংশ ঘর কায়স্থ এবং নাগ নাথ দাস ইহাঁরা রাজন্য ও সংকুলজাত হইলেন। জমির তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিদ, শূর রাজমন্ত্রী এই সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে মৌলিক বলে—ইহাঁদের বংশধরগণ

যাহারা বঙ্গদেশবাসী তাঁহারা কুলীনের সহিত আদান প্রদান করিয়া মধ্যল্য ও মহাপাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। দেবপুজা, বিপ্রভক্তি পিত্রাজ্ঞা, বিধিপালন, দয়া ও ক্ষমা এই ষড়গুণ শূদ্রের লক্ষণ।

অন্য সকল শূদ্রগণ বঙ্গদেশে ডেঙ্গর কায়স্থ নামে অভিহিত হয়। তাহারা কুলধর্ম্মবিবর্জ্জিত ও ভৃত্য। তাহারা এই বিরাট আর্য্য কায়স্থ জাতির দাস ও ডেঙ্গর উপাধি বিশিষ্ট এই ডেঙ্গরই শূদ্র— ইহাদের বৃত্তি একমাত্র পদসেবা। কুলিন মধ্যল্য মহাপাত্র ও অচলা কায়স্থগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরব অনুসারে বিভক্ত হইলেন, যাঁহারা কুলীনের কুলরক্ষার্থ বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া দিতেন তাঁহারা মধ্যল্য নামে খ্যাত—ইহাঁরাও শ্রেষ্ঠ কুলসম্ভূত। কুলার্চ্চক, কুলীনের মধ্যস্থ যাঁহারা মধ্যল্য ভাবসম্পন্ন তাঁহারা মহাপাত্র নামে পরিচিত হইলেন— ইহারাও শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত। অচলা কায়স্থগণ ও কুলধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। এই প্রকারে বঙ্গজ কায়স্থগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যাঁহারা আচারাদি নবগুণসম্পন্ন তাঁহারাই আর্য্য, কিঞ্চিৎ গুণহীনগণ মধ্যল্য, তদপেক্ষা যাঁহারা হীন তাঁহারা মহাপাত্র, দত্ত নাগ নাথ মধ্যল্য। দাসাদিগণ মহাপাত্র। এই মিশ্রকারিকায় বচন দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে কায়স্থ ও শূদ্র দুইটী পৃথক জাতি। মহারাজ বল্লাল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্য বিধায়ক ছিলেন যদি কায়স্থগণ শূদ্রই হইবেন তবে তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করিলেন কেন? শূদ্রের আবার আচার বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা বৃত্তি ও তপস্যা কি? শূদ্র তপস্যা করিয়াছিল বলিয়া ভগবান্ রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুককে উজ্জল তরবারি নিক্ষেপে মস্তক ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। শূদ্রের তপস্যার অধিকার নাই ও এই কারণে কায়স্থ শূদ্র নহে, বিশুদ্ধ চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচার-সম্পন্ন যথা মনু—

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃস্মার্ত্ত এবচ।

আচারেণতু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগভবেৎ॥

(১ম অ ১০৮)

সুতরাং বল্লাল কায়স্থগণকে যখন কৌলীন্য দিলেন এবং সেই কৌলীন্যের আদি লক্ষণ আচার—এই আচার বৈদিকাচার দ্বিজত্ব ভিন্ন আমরা আর কিছুই বলিতে পারি না।

অষ্টম অধ্যায়

কুলীন শব্দের প্রকৃত অর্থ, উচ্চ কুলোদ্ভব, বেদ স্মৃতি আর্য্যশাস্ত্রে কুলীনশব্দের অর্থ সৎকুলোৎপন্ন লিখিয়া গিয়াছেন, ছান্দোগ্যো-পনিষদে দেখিতে পাই—শ্বেতকেতো! বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈসোম্যেহস্মৎ কুলীনোহননুচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতিতি। (ছান্দো ১।১)

বৎস শ্বেতকেতো তুমি গুরুর নিকট বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস কর। কুলীন হইলেও অধ্যয়ন না করিলে ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেনা, আমরা মনুসংহিতায় কুলীনশব্দ অনেক স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই ভাষ্যকার মেধাতিথি কুলীন শব্দের এইরূপ অর্থকরিয়াছেন— সৎকুলেজাতা বিদ্যাদি গুণযোগিনঃ কুলীনাঃ। মনুভাষ্যে মেধাতিথি ৮।৩।৩)

যিনি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ এইরূপ বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কুলীন।

মহাকুলীনঃ খ্যাতি-ধন- বিদ্যা-শৌর্য্যাদিগুণেজাতঃ। (মনু মেধাতিথি ৩।৫)

যিনি বিদ্যা ধন যশ ও শৌর্য্যাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি মহাকুলীন, রামায়ণে আমরা কুলীন শব্দ পাই, রামায়ণ টীকাকার রামানুজ লিখিয়াছেন—

চারিত্রং বেদানুমতাচারঃ তৎসম্পন্নঃ সন্ কুলীনত্বাদিখ্যাতিং খ্যাপয়তি অসম্পন্নশ্চাকুলীনত্বাদীতিভাবঃ।

চারিত্র অর্থে বেদবিহিত আচার, যে সেই আচার শিক্ষা করে তিনিই কুলীন বলিয়া খ্যাত হয়েন। যাহারা বেদবিগর্হিত কার্য্য করেন তাঁহারা অকুলীন তাঁহাদের কুল নাই। মহাভারতে ও পুরাণে অনেকস্থানে ক্ষত্রিয়দিগকে কুলীন বলিয়া গিয়াছেন (ভারতোদ্যোগপর্ব্বে অনুশাসনপর্ব্বে ও সহ্যাদ্রিখণ্ডে। (২৭।২৪)

যাজ্ঞবল্ক স্মৃতিতেও কুলিন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত টীকায় এইরূপ আছে,—

কুলীনাঃ মহাকুলপ্রসূতাঃ। (২।৬৮)

মাতৃতঃ পিতৃতশ্চাভিজনবান্ কুলীনঃ।

(মিতাক্ষরা ১।৩০৮)

যিনি পিতামাতা হইতে কৌলীন্য লাভ করিয়াছেন তাহাকেই কুলীন কহে। এই কারণে আমরা কুলাচার্য্যকারিকায় দেখিতে পাই যে—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম্।

নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণম্॥

এই নয় প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গে বারেন্দ্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কুলীন পদবাচ্য। মহারাজ বল্লালতৎকারণে আভিজাত্যপূর্ণ বলিয়া ইহাদিগকে কৌলীন্য দিয়াছিলেন, যদি কায়স্থেরা নীচকুলোদ্ভব

শূদ্র হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কৌলীন্য দিতে পারিতেন কি? ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র, দত্ত এই পাঁচজনই আদি কুলীন গৌড়ীয় বংশাবলিতে আমরা এই প্রকার দেখিতে পাই—

ঘোষ বসু গুহ মিত্রাঃ দত্তশ্চ আদি কুলীনাঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশ সমুদ্ভবাঃ॥

নারায়ণ দত্ত পুরুষোত্তম দত্তের পৌত্র নিষ্কুল হইয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ বল্লাল তাঁহার উপরে কুলীনের কুলরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত বিনয়হীনতা প্রযুক্ত নিষ্কুল হইয়া মধ্যল্য পদ পাইয়াছিলেন,

দত্তবংশ সমুদ্ভুতো নারায়ণো মহাকৃতিঃ। ১॥
চকার স নৃপতিস্তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধানম্‌॥ ২॥
(গৌড়বংশাবলী)

সেনরাজগণ যে কায়স্থ ছিলেন তাহার সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী প্রমাণ দিই। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে দাক্ষিণাত্যের কায়স্থগণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং সেন রাজগণ নিজেরা তাম্রশাসনে স্ব স্ব ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যজুর্ব্বেদে ব্রহ্মক্ষত্র শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন যথা—

ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যন্তু।

প্রসিদ্ধ আইন আকবরী প্রণেতা Col, H. S, Garrett's Ain Akbri vol II Page 146. তাঁহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বৈদ্য জাতি বলিয়া বল্লালকে ধারণা করেন তাঁহাদের সে ধারণা ভুল বলিয়া মনে করি, কারণ গোপাল ভট্ট যে বল্লালচরিত রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে বৈদ্যরাজ বল্লাল "বাবাদম"

নামে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না কিন্তু কায়স্থ বল্লালের পুত্র পৌত্র সকলই ছিল

Cuninghams Archalogical Sur Reports's vol. XV. Page 135. Jurnal Asiatic society of Bengal, vol. VII Part 1. Page 18-19.

সমগ্রাং বশগাংকুর্য্যাৎ পৃথিবীন্নতিসংশয় ।
বহবোঽবিনয়াদভ্রষ্টঃরাজানঃ সপরিচ্ছদা ॥
বনস্থাশ্চৈব বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে।

কুলীনের দ্বিতীয় গুণ বিনয়, পৃথিবীর সমস্তই বিনয়ের বাধ্য—কত রাজা অবিনয়ে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, এই কারণে কায়স্থ চিরকাল বিনয়ী এবং ইহাই কুলীনের দ্বিতীয় গুণ ।

অঙ্গানিবেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়ঃ বিস্তরঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণাঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশঃ ।
আয়ূর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈতি তে ত্রয়ঃ
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈবতাঃ ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ বেদ ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ ন্যায়শাস্ত্র ধর্ম্মপুরাণ শাস্ত্র, আয়ূর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, সঙ্গীতশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র এই কয়েকটিকে বিদ্যা কহে। ইহার একটির অভাব হইলে কৌলিন্য দেওয়া যাইতে পারে না। কায়স্থ-গণ, বেদ ও দর্শনশাস্ত্র তাহা পাঠ না করিয়া কি প্রকারে কৌলিন্যের অধিকারী হইলেন ? শূদ্রের ত বেদ ও দর্শনশাস্ত্রে অধিকার নাই !

কীর্ত্তি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা, যদি তাঁহারা শূদ্র হইলেন তাহা হইলে কি প্রকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, শূদ্র কি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ পরাক্রম দেখাইতেন? না কায়স্থ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন? এই কারণেই কুলীনের যে চতুর্থ গুণ প্রতিষ্ঠা তাহা তাঁহাদের ছিল।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনান্॥

পঞ্চম গুণ তীর্থদর্শন এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতি সোণার ভারতবর্ষের সমুদায় তীর্থক্ষেত্রে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন ও পিতৃকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

ষষ্ঠ গুণ নিষ্ঠা—নিষ্ঠা অর্থে কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ আবৃত্তি বেদপাঠ—বেদপাঠ ভিন্ন দ্বিজত্ব হইতে পারে না, বেদে শূদ্রের অধিকার নাই, এই কারণে তাঁহারা উক্ত গুণেও বিভূষিত ছিলেন আর দান, শূদ্রের অগ্রাহ্য, তপস্যাতেও শূদ্রের আদৌ অধিকার নাই। ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চা কীর্ত্তির্ম্মরনাদতিরিচ্যতে॥

সুতরাং কায়স্থ যে সমস্ত গুণে কৌলিন্য পাইয়াছিলেন তাহারা শূদ্র হইলে পাইতেন না। মহারাজ বল্লাল কায়স্থ জাতিকে এই কৌলিন্য দিয়া ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে কায়স্থ কোনকালে শূদ্র আখ্যায় কলঙ্কিত হন নাই।

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ অতি প্রকাণ্ড সমাজ ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। প্রথম দনুজমর্দ্দন দেব কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপ সমাজ বরিশাল জেলায় স্থিত। দ্বিতীয় চাঁদ রায় ওকেদার রায় কর্ত্তৃক বিক্রমপুর সমাজ। তৃতীয় মুকুন্দ রায় কর্ত্তৃক ভূষণার সমাজ। ইহাফতোয়াবাদ সমাজ বলে। চতুর্থ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক যশোর সমাজ। পঞ্চম লক্ষণমাণিক্য দেব কর্ত্তৃক মেঘনানদীতীরস্থ কায়স্থ সমাজ। এই সমস্ত সমাজপতিগণ সকলেই স্বাধীন নৃপতি ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানী বিক্রমপুরে রামপালে ছিল। বিক্রমপুর সমাজ সেই সময়ে অতীব গৌরবান্বিত ছিল। মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেব কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী সংস্থাপিত হইলে পর বাকলা সমাজ হয় ও তৎকালে নানাকারণে সেই সমাজ শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল।

চন্দ্রদ্বীপঃ শিরস্থানং যশোর নয়নদ্বয়ম্
ইদিলপুরঃ বিক্রমপুরঃ উভৌবাহু প্রচক্ষ্যতে
বক্ষঃ ফতোয়াবাদস্থ বাজুশ্চরণ যুগ্মকম্
অন্যস্থানং পুরীষঞ্চ কথ্যন্তে মিশ্রকারকৈঃ॥

চন্দ্রদ্বীপ শিরস্থান যশোর সমাজ নয়নদ্বয় ইদিলপুর ও বিক্রমপুর বাহু, ফতোয়াবাদ বক্ষ ছিল এবং পদদ্বয় বাজু সমাজ। অন্যান্য স্থান অত্যন্ত হীন এক্ষণে বল্লালসেনের বঙ্গজসমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বঙ্গজ মোট ৯৯ ঘর। যথা—ঘোষ, বসু গুহ মিত্র কুলীন। দত্ত নাগ, নাথ, ইহারা মধ্যল্য। সেন, সিংহ, দেব, রাহা কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন, এই ১৯ ঘর মহাপাত্র! মোট ২৭ ঘর। এবং বক্রী গৌড়ীয় কায়স্থ ৭২ ঘর, মোট ৯৯ ঘর

মকরন্দ ঘোষ হইতে তৃতীয়পুরুষ পর্য্যন্ত চতুর্ভুজ ও দশরথ ঘোষ হইতে তৃতীয় পুরুষ লক্ষণ ও পুষণ বসু, বিরাট হইতে চতুর্থ পুরুষ দশরথ গুহ এবং কালিদাস মিত্রের তৃতীয় পুরুষ তারাপতি মিত্র মহারাজ বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলিন্য পাইলেন। মিত্রবংশ কিছুকাল অন্তর পৌষ্যপুত্র গ্রহণে তাঁহার কুল গিয়াছে। পুরুষোত্তম দত্তের বংশধর নারায়ণ দত্ত, দেবদত্ত নাগের বংশধর দশরথ নাগ, চন্দ্রভানু বংশের মহানন্দ নাথ এবং চন্দ্রচূড় দাসের বংশধর চন্দ্রশেখর মধ্যল্য বলিয়া সম্মানিত হইলেন। নিত্যানন্দ রাজার ৮৭ বংশধরের মধ্যে কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, অঙ্কুর, দাস, সোম, রক্ষিত, চন্দ্র, বিষ্ণু, রাহা, কুণ্ড, নন্দন ও আঢ্য এই পনর জন উপনিবেশিগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ৭২ ঘর অচলা হইয়াছিলেন। মিশ্রকারিকায় দেখিতে পাই যে অচলাদের কুলধর্ম্ম না থাকায়—তাহারা হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথা—

অচলাশ্চাবরা যস্মাৎ কুলকর্ম্ম বিবর্জ্জিতাঃ।

এই অচলাগণ শ্রেষ্ঠকর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব পদ পাইয়াছেন।

কুলকর্ম্ম কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমন্বিতম্।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপর্য্যয়ে প্রশস্তকাঃ
নাতিদূরে সমীপেচ ঋণগ্রস্থে চ দুর্জ্জনে।
ব্যাধিযুক্তে চ মূর্খে চ ষট্‌সু কন্যা ন দীয়তে॥
সপর্য্যায়াং সমাসাদ্য দানংগ্রহণ মুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্॥
কুলীনস্য সুতান্ লব্ধা কুলীনায় সুতান্ দদৌ।
পর্য্যায় ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেচ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধম্ ॥
বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
বলাৎকারে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরেব কুলক্ষয়ম্ ॥
ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশজা ভবেন্নর।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ ॥
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকর্ম্মাণি তত্রকুলে ক্রমাগতঃ।
কুলজশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ
দানাদি গ্রহণাদ্দোষং বর্জ্জয়েৎ বিধিপূর্ব্বকম্।
গঙ্গাস্রোতঃ কুলস্তস্য কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ ॥
কুলীনস্য সুতাভাবাৎ পুত্র পর্য্যায় নির্ব্বৃতেঃ।
প্রশাস্ত্যন্যুপ কর্ম্মাণি ক্ষমাপাণি তথৈবচ ॥
কুলজেন সহ কর্ম্মঃ কুর্য্যাচ্চেৎ কুলীনো যদা।
তদাপ্লুয়াচ্চোপ ভাবং তদক্রয়াদুপকর্ম্ম চ ॥
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেন চাপকম্।
প্রপ্নুয়াচ্চ কুলীনোয়ং তত্তৎকর্ম্মানু সারতঃ ॥
সম্বন্ধম্চলৈঃ সার্দ্ধং কুর্য্যাশ্চ যদি কুলীনাঃ।
কুলংনষ্টং তথাতেষাং দুষিতঞ্চ কুলং ভবেৎ ॥
কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
এতেষাং গুণমিশ্রিত্য মধ্যল্য কুলমুত্তমম্ ॥

(মিশ্রকারিকা)

বঙ্গজ কুলীনের কুলকার্য্য কন্যাগত। সমান পর্য্যায় আদান প্রদান উত্তম। অতি দূরে কিংবা অতি নিকটে ঋণগ্রস্থে, দুর্জ্জনে, ব্যাধিগ্রস্থে ও মূর্খে কন্যাদান করিবে না। সমান পর্য্যায় দান গ্রহণ অতি উত্তম কার্য্য। কন্যা যদি নাও জন্মে তাহা হইলে কুশময়ী কন্যা কুলীনকে দান করিতে হইবে। কন্যা জন্মিলে কুলীনকে অবশ্যই দান করিবে। এই কুলীনের কন্যা দান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ যিনি করিবেন তিনি কুল-প্রদীপ। কুল-প্রদীপ চারি প্রকার যথা— আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও প্রতিজ্ঞা। নিজ পর্য্যায় কন্যা আদান প্রদানে কিংবা বলাৎকারে কিংবা ডেঙ্গরকে কন্যাদান করিলে কুল থাকিবে না। সমাজ স্থান ত্যাগ করিয়া কুলীনেরা ভ্রষ্টস্থানে গেলে তাহার কুল থাকিবে না। তৎপর যদি তিনি কুলকার্য্য করেন তবে কুলজ হইতে পারিবেন। যে কুলকার্য্যে কোন দোষ নাই, তাহাকে গঙ্গাস্রোত কুল কহে। নিজ পর্য্যায়ে পুত্র কন্যা না পাইলে উপ ক্ষম ও অপ এই তিন প্রকার কার্য্য করিতে পারিবে। অর্থাৎ কুলজের সহিত কার্য্য করিলে উপভাব হইবে, মধ্যল্যের সহিত কাজ করিলে ক্ষম ভাব, এবং মহাপাত্রের সহিত কার্য্য করিলে অপ ভাব হইবে, এবং অচলাদের সহিত কার্য্য করিলে কুলীন একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবেন।

এইক্ষণে দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের কুলবিধি বলি। আদিশূরের যজ্ঞে সমাগত কায়স্থদিগের মধ্যে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু ও কালিদাস মিত্র গৌড়ীয়:উপনিবেশি কায়স্থ ৮০ঘর —এই লইয়া দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজ সৃষ্ট হইয়াছিল! মহারাজ বল্লালসেন যখন কুলবন্ধন সৃষ্টি করেন তখন মকরন্দ ঘোষের ষষ্ঠপুরুষ নিশাপতি ও প্রভাকর ঘোষ ছিলেন। নিশা-পতির সমাজ বালি, প্রভাকরের সমাজ কাকুনা। দশরথ বসুর পঞ্চম-শুক্তি ও মুক্তি বসু বাগাণ্ডা ও মাইনগর সমাজ সৃষ্টি করেন। কালিদাস মিত্রের অষ্টমপুরুষ ধুই ও গুই টৈকাসমাজ করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয়দের

মধ্যে যে সকল সেন, দাস, কর, পালিত, সিংহ, দেব, দত্ত, গুহ আছে এই আট ঘর সিদ্ধমৌলিক হইলেন, মহারাজ বল্লাল ইহাদিগকে যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন সে সমস্ত গ্রাম তাহাদের সমাজ বলিয়া পরিচিত হইল।

দক্ষিণ-রাঢ়ীদের মধ্যে ৯টি কুল দেখিতে পাওয়া যায়। মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া মধ্যাংশ, তেওজ্ঞ, কনিষ্ঠদ্বিতীয়পুত্র, মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র। দক্ষিণ-রাঢ়ীয়দিগের পুত্রগত কুল। তাঁহারা কুলরক্ষার্থে কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কুলীনের কন্যা দান করিলে—মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে ইহাকে তাঁহারা আদ্যরস করেন। এইরূপ আদ্যরসকারী মৌলিকগণ সমাজে বিশেষ ভাবে সম্মান লাভ করেন। মৌলিকেরা কুলনীকে কন্যাদান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ করেন। এইক্ষণে মৌলিকে মৌলিকে আদান বন্ধ হইয়াছে।

তৎপর উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের, কুলদীপিকা গ্রন্থে লেখা আছে—

চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পুজ্যতে
চিত্রপুত্রাশ্চাষ্টকাঃ পৃথ্যাংসর্ব্বসম্পত্তি সংযুতাঃ॥
গৌড়াখ্যা মাথুরশ্চৈব সকসেনা ভট্টনাগরঃ
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে
পুত্রাকানামষ্ঠকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ কর্ণপ্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীকর্ণ ইতিসংজ্ঞঃ সাবিখ্যাতো ভুবি সর্ব্বতঃ।
তস্যবংশে সমুদ্ভূতাঃ পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ
বাৎস্যগোত্রেহনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালীনচ
পুরষোত্তমো মৌদ্গল্য বিশ্বামিত্র সুদর্শনঃ
কশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা।

উক্ত পাঁচজন মধ্যে—সোমঘোষ অযোধ্যা হইতে অন্য সকলে গৌড়দেশ হইতে আসিলেন।

সাত ঘর কায়স্থ মধ্যে সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ, বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ কুলীন। অবশিষ্ট সাড়েপাঁচ ঘর মৌলিক! উপনিবেশি দাস, মিত্র, দত্ত সন্মৌলিক। অবশিষ্ট আড়াই ঘর মৌলিক। সোমেশ্বর ঘোষ, অনাদিবর সিংহ, পুরুষোত্তম দাস, সুদর্শন মিত্র, দেবদত্ত এই পাঁচঘর, গৌড়ীয় ঘোষ এক ঘর ও গৌড়ীয় দাস এক ঘর ও গৌড়ীয় সিংহ একের চতুর্থাংশ ও গৌড়ীয় কর একের চতুর্থাংশ এই মোট সাড়ে সাত ঘর। এই সকল কুলীনের সহিত মৌলিকের কন্যার বিবাহ হইলে, কুল নষ্ট হইয়া যায়—

শাণ্ডিল্যে সুতনাশায় ধননাশায় কাশ্যপে
ভরদ্বাজে সর্ব্বনাশায় করে শিলে নিপাতিতঃ।

(কায়স্থকুলকারিকা)

শাণ্ডিল্যগোত্র—ঘোষের কন্যা বিবাহ করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয়, কাশ্যপগোত্র দাসের কন্যা বিবাহ করিলে, কুলীনের সন্মান রক্ষা হয়, ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ কন্যার সহিত বিবাহ করিলে কুল নষ্ট হইবে, আবার ইহাঁদের উত্তম কার্য্য তিন পুরুষ পর্য্যন্ত করিলে দোষ সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে মহাত্মা ব্যাসসিংহ বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন, কোন সময়ে বল্লাল ইহাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া—তাঁহার মস্তক করাত দিয়া কাটিয়া ফেলেন। কিন্তু মহাত্মা ব্যাসসিংহ নির্ভীক ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উক্ত ভীষণ দণ্ড সহ্য করিয়া এই পৃথিবীতে অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কারণ—তিনি বল্লালের গৃহে জলপান করেন নাই—বল্লাল নীচকুলোদ্ভব রমণীর সহিত সহবাস করিয়াছিলেন।

মহাত্মা ব্যাসসিংহের সেই আত্ম ত্যাগ আজ কায়স্থসমাজে লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হইতেছে। তৎপর আমরা বারেন্দ্র কায়স্থ দিগের কথা বলি।

রাজমন্ত্রী ভৃগু বল্লালসেনের অসামাজিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত কারাইবার চেষ্টা পান, কিন্তু বল্লাল মহাক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুনন্দীকে বন্দী করেন। ভৃগুরাজ কারাগারে বন্দী হইলেন। তৎপর প্রহরীর সাহায্যে পলায়ন করিয়া শোলকুপাবাসী জটাধর ও কর্কটনাগ দুই পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই শোলকুপা যশোর জেলার অন্তর্গত। তৎপর ভৃগুনন্দী নাগদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন যথা—

জটাধর কর্কটনাগ দুইকে লইয়া
কহিল রাজার কথা সব বিবরিয়া।
নাগ কহে শুনিয়াছি বল্লালচরিত
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত।
অতএব নিবেদন করি সন্নিধানে
করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী থাক শুদ্ধ মনে।
দাস, নন্দী, চাকী নাগ এইত ভাবিয়া
করিল বারেন্দ্রশ্রেণী হর্ষযুক্ত হইয়া।
সিংহ, দেব, দত্ত ঘর আনিয়া যতনে
রাখিল আপন মান স্থান নিরূপণে।
পটীরবন্ধন সব কহিতে লাগিল
সর্ব্বসমাধানে এইভাবে নিরুপিল।
তিন ঘর সিদ্ধ ভাব নন্দী চাকী দাস

নাগ, সিংহ দেবদত্ত সাধ্যেতে প্রকাশ।
পটীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন
কুলবাঁধা অকর্ত্তব্য শুনহ কারণ।
কন্যা কিংবা পুত্রে যদি কুলবাঁধা হয়
উভয়েতে হ.ব দোষ জানিয়ো নিশ্চয়।

* * * *

কন্যার হইলে পাপ মহাপাপ হয়
ঘোর নরকানলে সে পাপে ডুবায়।
সে পাপ নিবৃত্তি নাহি করে বিজ্ঞ জনে
হন হন নরকানলে যমদূত টানে
বল্লাল মর্য্যাদা লইলে অবশ্য ঘটায়
কুলের মহাকারণে মহাপাপগ্রস্ত হয়।
ব্রতাদি নিয়মে ধর্ম্ম হয় যত
কুলাচার জন্য তায় নিশ্চয় পাতক।
অতএব কুলবাঁধা অকর্ত্তব্য হইল
সিদ্ধ সাধ্য দুই প্রসিদ্ধ গণিল।
দান গ্রহণে শ্রেষ্ঠ এই তাতপর্য্য
কুলাকুল দুই হ'তে লভে শৌর্য্য বীর্য্য।
সিদ্ধ ঘরে প্রধান ক্রটী যদি হয়
সাধ্য ঘরে সিদ্ধ যত বিগ্রহের প্রায়।
সাত ঘর একত্রে লইয়া পোটীবন্ধ কৈলা

তৎপশ্চাৎ আধঘর শর্ম্মা আইলা।
শর্ম্মার বৃত্তান্ত শুন কহিব স্বরূপে
তাহাকে রাখিলা নন্দি নিজ ভৃত্যরূপে।
নরসুন্দর নাম তার শর্ম্মা পদ্ধতি
নীচ কর্ম্ম করে সদা তাহে ক্ষুদ্রমতি।
আত্মখেদ করে, শর্ম্মা মহাশয়
আমাতুল্য লোক যত বল্লাল সভায়।
তার সবার মর্য্যাদা হইল বহুতর
আমি যে রহিনু মাত্র হইয়া নাচার।
আমি না থাকিব অদ্য হইতে
যদি দেও কুল থাকিব এথাতে।
এই কথা শুনি হাসি, কহে নন্দী চাকি
আজি অর্দ্ধ ভাব, আর অর্দ্ধ ফাঁকি।
এই কথা শুনি পরে নাগ জটাধর
উস্মাতে খেদাল তারে দেশ দেশান্তর।
সে হ'তে শর্ম্মা গেল অন্যদেশে
বারেন্দ্র প্রধান মধ্যে কভু নাহি মেশে।
এই মতে পোটীবদ্ধ বারেন্দ্র হইলা
বল্লাল মর্য্যাদা কেহ কিছু না লইলা।
উত্তম কায়স্থ বংশ উত্তমাচার
সমাজ বাঁধিল তার লয়ে সপ্তঘর।

জল দুগ্ধে একত্রেতে একধারে রৈলে
হংস যথা দুগ্ধ খায় জল নাহি গেলে।

এই পয়ার পাঠে আমরা জানিতে পারিলাম যে, রাজমন্ত্রী ভৃগুনন্দী, জটাধর ও কর্কটনাগের সাহায্যে দাস, নন্দী, চাকী, নাগ, সিহ, দেব, দত্ত, এই সাতঘর লইয়া সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু নরসুন্দর শর্ম্মা নামে অনেক বাহাত্তোরা কায়স্থ ভৃগুনন্দীর পরিচর্য্যা করিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তিকে ভৃগুনন্দী ও মুরারী চাকী অর্দ্ধকুল দিতে স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু জটাধর নাগ তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। বাহাত্তোরা কায়স্থগণের মধ্যে শর্ম্মা উপাধিকারী তখনও ছিল এখনও আছে।

বারেন্দ্র কায়স্থের আচার ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট এবং পবিত্র। উপনয়ন সংস্কার ও গায়ত্রী ছাড়া আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের অনুরূপ। পুত্র সন্তান ভুমিষ্ট হইবামাত্র সূতিকাগারে তরবারি রক্ষা ও অন্নপ্রাশনের সময় চরুপাক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়াচারে ও বিবাহে কুশণ্ডিকা প্রভৃতি আর্য্য-ক্রিয়ার পরিচায়ক। বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতির মধ্যে এই বারেন্দ্র-শ্রেণীর প্রথা কিছু ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও অন্য সমস্তই প্রায় এক প্রকার বলা যায়। বারেন্দ্র কায়স্থগণের বিবাহ পর্য্যায় হিসাব আদৌ প্রয়োজন হয় না। বারেন্দ্রকায়স্থগণ নিজেই ঘটকের কার্য্য করেন। দেবীদাস খাঁ সমাজের একজায় করেন, তৎপর আর সমাজের একজায় হয় নাই। চাকীবংশের ক্ষমতশালী ব্যক্তি- গণের নাম পুর্ব্বেই করা হইয়াছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি রাজা রাজবল্লভের পৌত্র ছিলেন। বারেন্দ্রকায়স্থগণের মধ্যে অনেকেই আরবী, পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষদক্ষ ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় বারেন্দ্র কায়স্থগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বর্দ্ধনকুঠী, কাঁকিনা, ডেঙ্গাপাড়া, তারাশ, টেপা, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, ঘুঘুডাঙ্গা, পোতাজিয়া, মচমল, গাঁড়াদহ ও নিমতিতা প্রভৃতি স্থানে বহু বারেন্দ্র কায়স্থ জমিদারের বাস। এই তারাস পাবনা জেলায় অবস্থিত, তারাস সমাজের ৺ রাজর্ষী বনমালী রায়চৌধুরীর প্রসিদ্ধ দুই পুত্র বর্ত্তমান আছেন, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাভূষণ রায় চৌধুরী তাঁহারা সুশিক্ষিত হৃদয়বান এবং বেদবিধি-পালনকারী। তারাস সমাজ আজকাল সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও অনেক সুশিক্ষিতের বাসস্থান। বর্ত্তমানে বারেন্দ্র কায়স্থরা বহুলপরিমাণে ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত সর্ব্ব বিষয়ে গৌরবের অধিকারী। ১৫০০ খৃঃ অব্দে আনন্দভট্ট বল্লাল চরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে বঙ্গদেশে কায়স্থ শ্রেষ্ঠজাতি কিন্তু এই সকল প্রাচীন প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও গেট সাহেব কতকগুলি, মিথ্যাপবাদ এই বিরাট আর্য্য কায়স্থ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন।

The Sudras of East Bengal, if well-to-do, can generaly manage to obtain Kayastha brides and eventually to gain recognition as good Kayasthas Baruis and even Mughes are also believed sometimes to become merged in Kayastha castes, soalso well-to-do "Karnies of Rungpur In Buchanans Hamiltons time, the Kalitas of Rungpur sometimes accepted Mech girls as their wives and in his opinion the Barendra Kayasthes were originally Kalitas

"পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্রজাতি যখন অবস্থাপন্ন হয় তখন কায়স্থকন্যা বিবাহ করিয়া কায়স্থসমাজে উত্তম কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হয়। [illegible]

কেহ বিশ্বাস করেন যে বারুজীবী জাতি এমন কি মগেরা পর্যন্ত এই বিরাট্ আর্য্য কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। রঙ্গপুরের অবস্থাপন্ন কর্ণীগণও কায়স্থসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। বুকানন হ্যামিলটনের সময় রঙ্গপুরের কলিতাগণ সময়ে সময়ে মেচ কন্যা বিবাহ করিত, এবং তাহারমতে বারেন্দ্র কায়স্থগণ কলিতাজাতি ছিলেন" এই ফিরিঙ্গি-জাতির মধ্যে এমন সমস্ত দুষ্টবুদ্ধি ফিরিঙ্গি আছে যে তাঁহারা কোন এক জাতির সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার সময় কালকূট বিষ প্রয়োগ না করিয়া তাঁহারা তৃপ্তি বোধ করেন না। কোথায় বারেন্দ্র কায়স্থরা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব যুগ যুগান্তর হইতে বারেন্দ্রভূমিকে পবিত্র করিয়া আসিতেছেন সেই ইতিহাস বিখ্যাত পবিত্র বারেন্দ্রবংশ ফিরিঙ্গীর কৃপায় কৃষিজীবী হীন শূদ্র কলিতা। সুতরাং আমাদের লেখনী তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্ত করিতেসম্পূর্ণ অক্ষম।

ত্রৈষ্ত্রীস খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

মহারাজ বল্লালের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক দেব দ্বিজে পরম ভক্তিমান ছিলেন তিনি সমস্ত আর্য্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সভাপণ্ডিত "হলায়ুধ" দ্বারা মৎস্যসূক্ত নামক এক মহাতন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন ও মন্ত্রী "পশুপতি" দ্বারা "সংস্কারপদ্ধতি" ও "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হলায়ুধের নিজ ভ্রাতা ঈশান পণ্ডিত দ্বারা ব্রাহ্মণ সমাজের জন্য একখানি "আহ্নিকপদ্ধতি" প্রস্তুত করিয়া গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ সমাজে তাঁহারই নিয়মানুযায়ী অনেক কার্য্য হইতেছে। মহারাজ লক্ষ্মণসেন বৌদ্ধদিগের উপর "জিজিয়া কর" স্থাপন করিয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার রাজধানী নবদ্বীপ ছিল এবং তথায় তিনি বাস করিতেন, তাঁহার রাজসভায় পাঁচজন সভাসদ্ ছিলেন, তাঁহারাই রাজসভার শোভাবর্দ্ধন করিতেন সেই পাঁচজনেই অমর কবি, আজ বঙ্গবাসী তাঁহাদের কবিত্বের জন্য কত যে ঋণী, তাহা আমরা ভাষায় কি বলিব।

প্রভু জয়দেব গোস্বামী, কায়স্থকবি উমাপতিধর, কবি ধোয়ী, কবি শরণ, কবি গোবর্দ্ধন আচার্য্য—

গেবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষমনস্যচ ॥
বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যোঃ দুরূহে দ্রুতেঃ।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়বচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন
স্পার্দ্ধীকোহপিন বিশ্রুতঃশ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষমাপতিঃ ॥

কথার উপমা দিতে কায়স্থ কবি উমাপতিধর, প্রাঞ্জল রচনা করিতে প্রভু জয়দেব গোস্বামী, কঠোর কবিতা রচনা করিতে শরণ আচার্য্য আদিরসে গোবর্দ্ধন, কবি ধোয়ী শ্রুতিধর।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন তাহার পিতা মহারাজ বল্লালের ন্যায় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে আদৌ শ্রদ্ধা করিতেন না। কাজে কাজেই সেই সমস্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণসমাজে সমাজ বাহ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর সর্ব্বত্র সেনবংশের পতন অহোরাত্র কামনা করিতে লাগিলেন! এই সময়ে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই জ্যোতিঃশাস্ত্রের কার্য্য করিতেন, তাঁহারা ভিতরে ভিতরে যবন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজির সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, আর এদিকে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার করিতেছিলেন, ও সর্ব্বত্রই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে শীঘ্রই বঙ্গে যবন রাজত্ব হইবে, যবন মহম্মদ বক্তিয়ার তখন কেবলমাত্র মগধ অধিকার করিয়াছিলেন ও নালন্দার বৌদ্ধমঠগুলি চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিতেছিলেন, এই সংবাদে গৌড় বঙ্গবাসী পিতৃ পিতামহের অতি আদরের স্নেহের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যে যে দেশে পারিলেন তিনি সেই দেশে গিয়া প্রাণ বাচাইলেন! তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তদানীন্তন সেই সকল বৈদিক ব্রাহ্মণেরা লক্ষ্মণসেনের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন সত্য সত্যই যবন আসিয়া উপস্থিত হইল। মহম্মদ বক্তিয়ার কেবলমাত্র আঠারজন তুর্কীসৈন্য লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল, মহারাজ লক্ষ্মণসেন কেবলমাত্র মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছিলেন, তিনি প্রাণভয়ে খিড়কির দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। মহম্মদ বক্তিয়ার দলবল সহ দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল, ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ এই প্রকার লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—

When they became assured of these pecularities, most of the Brahmins and inhabitants of that place left, and retired into the province of Sankanat. the cities and towns of Bang and towards kamrud, but to begin to abandon his Couutry was not agreeable to Rae Lakshmaniah, The following year after that Mahammad-i-Bakht-yar caused a force to be pressed on from Bihar and suddenly appeared before the City of Nadia, in such wise that no more than eighteen horsemen could keep up with him and other troops followed after him, on reaching the gate of the City, Mahammad i-Bakht-yar did not molest any one ; and proceeded onwards steadly and sedately, in such manner that the people of the place imagined that may hap his party were merchants and brought horses for sale, and did not imagine that he

was Mahammad-i-Bakht-yar, untill he reached the entrance to the palace of Rae Lakhmaniah, when he drew his sword and Commenced an onslought on the unbelevers.

Tabaakat-i-Nasiri p. 557.

When the whole of mahammad-i-Bakhtyars army arrived and and the and round about had been taken possession of, he there took up his quarters and Rae Lakhmsniah got away towards Sankanath and Bang and there the period of his reign shortly after wards came to a termination, His decendants up to this time are rulers in the Country of Bang.,, P. 558.

সেই সময়ে বৈদিক ব্রাহ্মণের চক্রান্তে বঙ্গদেশ যবনের অধিকৃত হইল। সেই বীভৎস মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হইতেছে না—জানি না কবে হইবে তাই আজ সকলে অদৃষ্টের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছেন—তাই আজ কেহ পূর্ব্বপুরুষের গুণগরিমা স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। আজ পৃথিবীর সমগ্র জাতির নিকট বঙ্গবাসী কাপুরুষ ক্লীব আখ্যায় কলঙ্কিত হইয়া পচা দুর্গন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, আলস্যে সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়াছে—কালক্রমে এইক্ষণে যে জাতির হস্তে নিজ কর্ম্মদোষে এই জাতি পতিত হইয়াছে তাহার হস্ত হইতে কাহারও যে নিস্তার আছে তা কে বিশ্বাস করিবে? এইক্ষণে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের এক অবস্থা। ইহা কি সুখের দিন, কি দুঃখের

দিন তাহা সুধীজন বিবেচনা করিবেন। লক্ষ্মণসেনের প্রিয় পুত্র কেশবসেন বরেন্দ্রভূমিতে যবনকে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিধ্বস্ত বিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু আবার সেই বীভৎস দেশদ্রোহিতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদিক ব্রাহ্মণের পূর্ণ উদ্যমে ও সহায়তায় কেশবসেন সফলকাম হইতে পারিলেননা—তিনি পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করিলেন! যথা—

"তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ
মতিং চাপ্যকরোদ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্রুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদাপুনঃ
বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূণ্মহাশয়ঃ
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কঽভূদনন্তরম॥

(হরিমিশ্র)

নদীয়া যবনের অধীন হইয়া গেল। বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেন গিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তথায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজের সমীকরণ করিয়াছিলেন।

শঙ্করো বনমালী চ পুরশ্চ রামঘোষকঃ
গুহ রুদ্রশ্চ শাণ্ড্রিশ্চ কার্ণ্য পীতাম্বরাখ্যসৌ
শূলপাণিকমিত্রশ্চ নবৈতে সমতাং গতাঃ॥

সোমবসুজ শঙ্কর, অহর্পতি বসুজ বনমালী ও পুরন্দর, শুভঘোষজ রাম, হাড়গুহজ রুদ্র, পীতাম্বর গুহজ শাণ্ড্রি শুভঘোষজ কার্ণ্য, অনন্ত ঘোষজ পীতাম্বর, ও জয় মিত্রজ শূলপাণি এই নয়জন সমীকুলীন বলিয়া খ্যাত হইলেন। তারপর হরিমিশ্রের কুল কারিকা মতে আমরা লক্ষ্মণসেনের

কোনই পরিচয় পাই না কিন্তু একখানি অতি পুরাতন, গলিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—রাঢ়ী ও মেলবন্ধনমালায় এই প্রকার লিখিত আছে দেখিতে পাই যথা—

যখন লক্ষ্মণসেন নীলাচলে চলে
হিন্দুরাজ্য শেষ হইল যবনের ভয়ে।

রাঢ়ী ও ব্রাহ্মণদিগের এই মেলমালায় এই পয়ার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে লক্ষ্মণসেন নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কিঞ্চিৎ বিবরণও পাওয়া যাইত। যাহা হউক লক্ষ্মণসেনের পর দনোজমাধব বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তৎপর লক্ষ্মণনারায়ণ, মধুসেন, ও দনুজরায়—এই দনুজরায় হইতেই সেনরাজবংশের অস্তিত্ব লোপ পায়। এই সেনবংশীয়েরা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন, সহ্যাদ্রিখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে এই প্রকার লিখিত আছে। আর বৈদ্য বল্লাল বৈশ্বানরগোত্রীয় ছিলেন, বৈদ্যসমাজে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বৈদ্য আদৌ নাই কিন্তু কায়স্থসমাজে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় অতি সম্ভ্রান্তবংশ অদ্যাপি দেখিতে পাই। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সেন কায়স্থগণ গৌড়াধিপ সেনবংশের অধস্তন সন্তান, এই সেনবংশীয় কায়স্থগণ রাষ্ট্রবিপ্লবের পর নানাদিক্‌দেশে প্রাণভয়ে পলাইয়াছিলেন এবং তৎপর কেহবা ইদিলপুরে কেহবা পশ্চিমবঙ্গে অদ্যপিও বাস করিতেছেন—এই প্রকার প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের সেনবাবুরা বঙ্গজ কায়স্থসন্তান, সেই বংশে স্বনামধন্য পুরাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাসসেন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা এই শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সেনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

সেনবংশীয় রাজাদের যে সকল কায়স্থ সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য মনে করিয়া এইস্থানে দিলাম এই কারণে কায়স্থদিগকে শূলপাণি দীপকলিকায় অত্যন্ত মায়াবী ও প্রভাবশালী বলিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ বল্লালসেন ও মহারাজ লক্ষ্মণসেনের

সান্ধিবিগ্রহিক (Peace minister) হরিঘোষ, নারায়ণ দত্ত ও ভানু দত্ত, দত্তকুলোদ্ভব গৌর মহাভট্টক, বসুবংশোদ্ভব কৌপিবিষ্ণু। এড়ুমিশ্রকারিকায় লিখিত আছে—রাজা কেশবসেন নিজ স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া গৌড়রাজ্য ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা জেলায় এক রাজার নিকট গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাস করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে আমরা ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত ব্যাখা করিব। প্রথমতঃ আর্য্যদিগের জাতিভেদ প্রথায় দেখাইয়াছি যে—কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতঃ (Distribution of work)। কাজে কাজেই ক্ষত্রিয়ের বীজপুরুষগণের কর্ম্মের ইতিহাস দেখিলেই তাঁহাদিগের জাতীয় ইতিহাসের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়, তেমনি কায়স্থজাতির বীজপুরুষগণের ক্রিয়া কর্ম্ম দেখিলেই তাহাদিগেরও জাতীয় ইতিহাসের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়, যেমন বেদ ও ধর্ম্মের চর্চ্চা ও অনুষ্ঠান দ্বারা ও বেদের ব্রহ্মনামানুসারে ব্রাহ্মণ নামের পরিচয় পাওয়া যায়, বেদে আর্য্যদিগের পুরোহিত ও রাজা এই দুইয়ের কার্য্য বিশেষভাবে দেখা উচিৎ পুরোহিত যজ্ঞকার্য্য ও স্তোত্র দ্বারা যজমান রাজার

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের হিত করিয়া আসিয়াছেন, তেমনি সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের কায়স্থগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়াছেন এবং কায়স্থ বাহুবল ও অর্থের দ্বারা জৈন, বৌদ্ধ ও যবনদিগকে বিদ্ধস্তও বিপন্ন করিয়া শত্রুর উপর বিজয়সাধন করতঃ ব্রাহ্মণাধিকার অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখিয়াছিলেন, ইহাতে কায়স্থজাতি যে চিরকাল ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারি, বৈদিক যুগে ঋষিগণ একাধারে পুরোহিত ও রাজাছিলেন তাহাও দেখিতে পাই যথা—বিশ্বামিত্র মনু মহারাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও লিখিয়া গিয়াছেন—

The King and Purohit originally holders of joint office.

(Fraser Golden Bawgh. P. 224)

Stood apart and separated in their functions both a type of their caste division into which nobles and priests of there hold power over the labouring Community

(Literary History of India by R W, Frazer LLB)

রাজা ও পুরোহিত এই দুই আদিতে একত্র ছিল, পরে পৃথকভুত হইয়াছিল, ইহাঁরা দুইই সম্ভ্রান্ত শ্রেণী এবং ইহারা অন্যান্য জাতির আদর্শ হইলেন, ইহাঁরা শ্রমজীবিদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, এই শ্রমজীবী অর্থে বৈশ্য ও শূদ্র, এই জন্যই ক্ষত্রিয়জাতিকে রাজার জাতি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, এবং এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতির মধ্যে কত কত রাজা ছিলেন তাহাও দেখানহইয়াছে সুতরাং এই আর্য্য কায়স্থ-জাতি যে রাজার জাতি তাহাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। বেদের

পুরুষ সুক্তে রাজন্য শব্দের উল্লেখ আছে দেখিতে পাই—তদ্দারা আমাদের বক্তব্য বিষয়কে যথেষ্ট সমর্থন করিতেছে—এই রাজন্য শব্দটা "রাজন্" শব্দের উত্তর য্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে—অর্থাৎ রাজার ছেলে বলিতে পারা যায়, আর এই কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকারী—তবে কি কারণে ক্ষত্রিয় বলিতে দ্বিধা বোধ করিব? ক্ষত্রিয় ও রাজন্য একার্থবাচক শব্দ অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাই রাজা হইতে রাজন্য ও ক্ষত্রিয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে যথাঃ—

প্রিয়ংমাকৃণু দেবেষুমাকৃণু প্রিয়ং রাজাষুমাকৃণু
প্রিয়ং সর্ব্বস্যপশ্যত উতশূদ্র উত আর্য্যে।

অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১৯অঃ ৬২। ৩।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রিয়কর, রাজাদিগের প্রিয়কর শূদ্রই হউক ও আর্য্যই হউক সকলের প্রিয়কর। এই গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণের মান মর্য্যাদা কে রক্ষা করিয়াছেন? আমাদের মনে হয় এখনও তাঁহারা তাহাই করিতেছেন. অভিধানে দেখিতে পাই—

ক্ষদতি রক্ষতি জনান্ ক্ষত্রঃ ক্ষদসংবৃত্তৌ সৌত্রঃ ততঃ
স্ত্রাসু সিতিত্রঃ অতএব ক্ষত্রিয়ঃ স্বার্থে ইয়ঃ

Professor Macdonald তাঁহার সংস্কৃত অভিধানের ইংরাজিতে —Sanskrit English Dictionaryতে লিখিয়াছেন ক্ষত্র. শব্দে রাজা A dominion rulingofficer Balfour সাহেব লিখিয়াছেন—

The ward is an adjective from the ancient noun ক্ষত্র which as meaning rules dominion occurs in the three langhages of the Veda the Avasta and the Persian

inscriptions originally it simply denoted possessed of authority and in so sometimes applied in the Veda even to the gods

(Cyclopaedia of India by Edward Baffonr)

এই ক্ষত্রিয় কথাটা ক্ষত্র শব্দের আর একটা কথা, বেদ, আবেস্তা শিলালিপি পারস্য এই তিনেতেই রাজত্ব অর্থ পাওয়া যায়। তাই অমর কবি কালিদাস এই জাতির মধ্যে উগ্রভাব অপেক্ষা মহিমময় ভাবই দেখিয়া তাঁহার অমর লেখনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্র
ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।

তাই আজ আমরা গৌড়বঙ্গে এই বিরাট আর্য্য কায়স্থজাতিকে সর্ব্বত্রমহিমময় দেখিতে পাইতেছি। তঁহাদের উজ্জল প্রতিভা এখনও নষ্ট হয় নাই, মণি মণিই আছে তাহা কাঁচরূপে পরিণত হয় নাই, তাঁহারা যে উচ্চবর্ণ তাহা কে অস্বীকার করিবে? ব্রাহ্মণের পর যে কায়স্থের স্থান তাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে। কতক গুলি স্বার্থ পর নীচ লোকের কাছে নীচ বলিয়া আখ্যাত হইলে ও কিছুই যায় আসে না; সেই সকল কায়স্থদ্বেষী কূপমণ্ডুকদিগকে একবার সমাজের দিকে তাকাইতে বলি; এই বিরাট্ আর্য্য কায়স্থজাতি সমাজের মধ্যে ভারতের যে স্থানে গমন করুন না কেন তাঁহারা মানব সমাজের কত বড় স্পৃহনীয় ও বরণীয় গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইবেন।

বিচার বিভাগে।—সারদা, চন্দ্রমাধব, দ্বারকানাথ রমেশ কিরণ দে, পি, সি, দে প্রভৃতি।

বিজ্ঞান বিভাগে ।—জগদীশ, সার প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি।

সাহিত্যে।—মাইকেল মধুস্থদন, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে।—স্থরেশ সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার নীলরতন, জগবন্ধু বিধান রায়, কেদার দাস প্রভৃতি।

নাট্যে।—অমৃতলাল, গিরীশ, অতুল, অমরেন্দ্র, মুকুন্দদাস প্রভৃতি।

রাজনীতিক্ষেত্রে ।—মতিলাল, অশ্বিনীকুমার, শিশিরকুমার, লালমোহন, আনন্দমোহন প্রভৃতি।

সৈনিক বিভাগে।—টোডরমল্ল, মোহনলাল, কর্ণেল স্থরেশ, জাঁদরেল কালু প্রভৃতি।

গণিতে।—প্রসন্নকুমার, এস, সি, বসু, কে, পি, বসু, কেদারনাথ, শুভঙ্কর প্রভৃতি।

ব্যবহারজীবিগণ মধ্যে—ডাক্তার রাসবিহারী, এস, পি, সিংহ, (ইনিই ভারতে প্রথম গবর্ণর পদ প্রাপ্ত হয়েন) বিনোদ, তারক পালিত মনমোহন, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

অসহযোগ আন্দোলনে।—সুভাষচন্দ্র বসু ইনি আই, সি, এস, পদ ত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন (ত্যাগের চরম উৎকর্ষ) হেমন্ত সরকার—ইনি এম এতে ১৮ শত টাকার ষ্টেটস্কলারসিপ্ ত্যাগকরিয়া স্বার্থত্যাগের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন।

বীরত্বে।—মুকুন্দ রায়, কেদার রায়।

আর কত নাম করিব, ইহাঁরা বহুকাল পর্যন্ত যবনদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা উড্ডিয়মান করতঃ বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের গৌরব ও পুণ্যময় স্মৃতি বঙ্গবাসীর

হৃদয়ে চিরকাল জাগ্রত আছে ও থাকিবে, ইহাঁরাই যদি ক্ষত্রিয় না হইবেন তবে ক্ষত্রিয় কে? অরবিন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র; রাসবিহারী, তারকপালিত তাঁহাদের জীবনের উপাৰ্জ্জিত সমস্ত অর্থ এই হতভাগ্য দেশবাসীর জন্য দান করিয়া আজ কত মহিমময় হইয়াছেন। তাই ভগবান গীতায় তারস্বরে অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন—
"দানং ঈশ্বরভাবঞ্চ ক্ষাত্রকর্ম্ম স্বভাবজং।"

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে দেবশর্ম্মা ও দেববর্ম্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপাধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম যদি ও দেব শব্দের অর্থ সুধিজন সকলেই অবগত আছেন তথাপি কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি শর্ম্মা শব্দের অর্থ অভিধানে দেখিতে পাই সুখার্থক যথা—
শর্ম্ম শাত সুখানিচ। কবি কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন যথা—

সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যাহি পরত্রেহচ শর্ম্মণে॥

আর বর্ম্ম শব্দটা 'বৃ' ধাতুর অর্থ আবরণ ইহা হইতে তাহার অর্থ আবরণও রক্ষা বলা যায়, বীরেরা শরীর রক্ষার্থে বর্ম্ম ধারণ করিতেন সেই কারণেই বর্ম্মা হইয়াছে, ইহাকেবল মাত্র ক্ষত্রিয় জাতির জন্য, এই কারণেআমরা বলিতে চাই যে, এই বিরাট আর্য্য কায়স্থ জাতি গৌড় বঙ্গে কাশ্মীরে ও ভারতের অন্যান স্থানে চিরকালই ঠিক ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন আমরা সুধিজন দিগকে নিঃসন্দেহে তাহা বলিতে পারি এবং এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমান করিয়াছি,

এই আর্য্য কায়স্থ জাতির মধ্যে বর্ম্মা বংশ বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারা যে বর্ম্ম পরিধান করিতেন তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা।

ব্রাহ্মণকে 'ভুদেব' ও ক্ষত্রিয়কে 'নরদেব' বলা যায় কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় বংশের রাজা বা জমিদারকে দেবাখ্যায় বিভূষিত দেখিতে পাই যথা

"রাজা ভট্টারকো দেবঃ।"

ব্রাহ্মণ দেব কার্য্য করিতেন এইজন্য দেব আখ্যায় বিভূষিত ছিলেন ও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের কার্য্য করিতেন কোথাও বা বিভিন্ন প্রদেশে রাজ দূত হইয়া যাইতেন ও সান্ধি বিগ্রহাদি কার্য্য করিতেন, এই সকল কার্য্য কায়স্থই করিতেন তাহার ও আমরা যথেষ্ট প্রমান করিয়াছি এইজন্য তাঁহারা দেব আখ্যায় চিরকাল খ্যাত ছিলেন।

মহারাজ মনু বলিয়াছেন—

অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভিনির্ম্মিতো নৃপঃ
স্তস্মাদতি ভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজষাঃ।
বালোহপি নাবমন্তব্য পার্থিব ইতি ভূমিপঃ
মহতি দেবতা হ্যেষাং নররূপেন তির্ষ্ঠতিঃ।

এই কারণে আমরা বলি ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে যতই কেন গর্হিত কার্য্য করুননা তথাপি তাঁহারা যখন দেব শর্ম্মার অধিকারী, তখন কায়স্থ দেব আখ্যায় পূর্ব্বের ন্যায় কেন বিভূষিত হইবেননা? ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! যে জাতি শুধু বঙ্গদেশ বলি কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে রাজত্ব ভোগ করতঃ বিপ্রপূজা অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই জাতির আজ চরম অধঃপতন! আজ ব্রাহ্মণের বহু নিম্নে তাহাদিগের স্থান দেখিতে পাই, আজ সমাজে কায়স্থও যা নবশাখও তাই। যে জাতির পূজা এখনও

ব্রাহ্মণগণ সাদরে গ্রহণ করেন, সে জাতি সমাজে কেন এরূপ হীনাবস্থায় থাকিবেন? পুরাকালে দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এক স্বাভাবিক সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত ছিলেন, ব্রাহ্মণ কায়স্থে সেই সম্বন্ধ চিরকালই থাকা আবশ্যক। কায়স্থ জাতি বিপ্র পূজা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজও ব্রাহ্মণ জাতি এই ভীষণ সামাজিক বিপ্লবেও তাঁহারা বজায় আছেন, আমরা ভট্টিকাব্যে দেখিতে পাই—

মযা ত্বমাপ্সথাঃ শরণং ভয়েষু
বরং ত্বয়াপ্যাপ্স্যাহি ধর্ম্মেবৃদ্ধে
ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরপ্সারার্থং
শঙ্কাং কৃতা মাম্ প্রহিন্নু স্বসূনুমং

(প্রথম অধ্যায়)

এই কারণে আমরা বলি যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য; ব্রাহ্মণেরা যখন কায়স্থ জাতির নিকট চিরকালই দান গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা কখনও অযাজ্য নহেন, শূদ্র হইলে তাম্র শাসনের দ্বারা সেকালের ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ দান গ্রহন করিবেন কেন? এই কারনে আমরা বলি তাঁহারা শূদ্র আখ্যায় কলঙ্কিত ছিলেন না। কেবল মাত্র যে তাঁহারা ব্রাহ্মণাধিকার বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন. তাহা নহে, তাঁহারা স্বাধীন নৃপতি হইয়া চিরকাল অন্যান্য কার্য্যেও দেবভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই জাতি চিরকাল জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মনুতে দেখিতে পাই—

স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষা মনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা।

(সপ্তম অধ্যায়)

সকল ধর্ম্মের ও আশ্রমের সম্যক অভিরক্ষকরূপে রাজা সৃষ্ট হইয়াছেন। এই কারণে আমরা বলি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা এই কায়স্থ জাতি যদি না করিতেন তাহা হইলে সমাজ আজ কি ভাবে গঠিত হইত তাহা সুধিজন বিবেচনা করুন। মনুমহারাজ তাঁহাদিগের নামের অন্তে সেই প্রকার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বর্ম্ম শব্দের বিধান করিয়াছিলেন যথা—

নামধেয়ং দশম্যান্ত দ্বাদশ্যাং বাস্যকারয়েৎ। ৩০
মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্। ৩১
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞোরক্ষাসমন্বিতম্। ৩২

(২য় অধ্যায় মনু)

দশম ও দ্বাদশ দিবসে জাত বালকের নামকরণ করিবে, ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক ও ক্ষত্রিয়ের বলবাচক ব্রাহ্মনের শর্ম্মযুক্ত আর ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম উপপদ যুক্তকরিবে যে কালে এই কায়স্থ জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ছিল তখন তাঁহাদের বলযুক্ত নামও ছিল যথা।

বিক্রমাদিত্য, প্রতাপাদিত্য, পৃথ্বীধর বসু দশরথ ঘোষ, দনুজ মর্দ্দন সীতারাম রায় লক্ষণ মানিক্য বামদেব চৌধুরি আর কত নাম করিব সুধিজন কেবলমাত্র তাঁহাদের হৃদয়কে একবার জিজ্ঞাসা করুণ যে এই কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকারী কিনা? এক সময়ে এই ব্রাহ্মণ কায়স্থে মিলিয়াই বঙ্গে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই স্মরণাতীত কাল হইতে এই আর্য্য কায়স্থ জাতির মধ্যে স্বর্গীয় মহানুভাবতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে সুতরাং এই জাতি দেববর্ম্মা উপাধি ধারণ করিতে সক্ষম। এই সেদিনও যে জাতির মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার গৌরব ও পূণ্যময় কাহিনী শ্রবণ করিয়া হর্ষে বিষাদে আপ্লুত হইয়া যাই, যিনি ধর্ম্মপ্রচার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া

বেদান্ত ব্যাখ্যায় পাশ্চাত্য নরনারীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, যিনি আর্য্যদিগের ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া সহস্র সহস্র খৃষ্টিয় নরনারীকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাই আবার বলি সমাজ একবার তাকাইয়া দেখুন কায়স্থ জাতির মধ্যে শূদ্র রক্ত প্রবাহিত হইতেছে না ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে? মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন। (বিবেকানন্দের জীবনী)

এখনও যে জাতির মধ্যে মাননীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি বেদান্ত রত্ন, মুন্সী বংশতিলক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি এম, এ, বি এল, সিদ্ধান্ত রত্ন, যিনি নানা গুনালঙ্কৃত, যিনি বেদ ও দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত, যিনি সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বিদ্যাবত্তা, বিচক্ষণতা ধার্ম্মিকতা, সামাজিক বিনয়বত্তা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা ও বিপ্রপূজা-পরায়নতা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যিনি বঙ্গজ কায়স্থের ভূষণ, তিনি শূদ্র? না ক্ষত্র বংশোদ্ভব? তাহা সুধিজন বিবেচনা করিবেন।

আর আমরা ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না আমরা আশা-করি এই জাতি যে ক্ষত্রিয় তাহা এইক্ষণে সুধিজন বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে দুই একটী কায়স্থ বিদ্বেষীর কথা স্বতন্ত্র, ইহাঁরা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে কায়স্থেরা ঠিক জানিবেন যে তাঁহারা কোন্ বর্ণ তাহা স্থির হইয়া যাইবে। আর শূদ্র কথা চিরকালের মত মহাপ্রস্থান করিবে এবং কায়স্থদ্বেষীগণের বদনে সেইক্ষণেই কালিমা দেখা যাইবে। পরে আর বিদ্বেষজনক আলোচনাও আর শুনা যাইবে না, তাহার প্রমান প্রত্যক্ষ বৈদ্যজাতি সম্মুখে রহিয়াছে। এইক্ষণে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমান হওয়ার

জন্যই কতকগুলি হিংস্রক স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন "ওহে বাপু ক্ষত্রিয় হইলে হইবে কি উহা তামাদী দোষে বারিত আর উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে না, তাহাতে আমরা বলি স্বজনোন্নতি অসহিষ্ণু ব্যাক্তিগণ! বৈদ্য জাতির ব্রাত্যতা কি করিয়া খণ্ডন হইয়াছে বা হইতেছে, তাঁহারা কি প্রকারে বৈশ্যোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন; বৈদ্য সমাজের কতদিন হইল উপনয়ন সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়াছে? উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে ডাক্তার বুকানন সাহেব কি লিখিয়া গিয়াছেন একবার দেখুন—

Rajballov the grandfather of the present representative was in very affluent Circumstances and purchased from the Brahmin at a great expense (It is said ten lacs of rupees) the previlege for the medical caste wearing a thread like the secred Order.

(Buchanans Eastern India Volum II P. 650)

স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার রাজাবলি "গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন একবার দেখুন—

"বাদসাহী দেওয়ান নবাব সাহামৎ জং বাহাদুর বড় দাতা ছিলেন, তাঁহার দেওয়ান বৈদ্য রাজারাজবল্লভ তিনিও দাতা ছিলেন তিনি বৈদ্য জাতির জন্য যজ্ঞোপবীত ক্রয় করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে বৈদ্যজাতির উপনয়ন সংস্কার ছিল না—(রাজাবলি-১১০)

আমরা এইক্ষনে রাজারাজবল্লভ কি কারণে উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি।

রাজার জাতি

রাজারাজবল্লভ একদিন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের আয়োজন করিলেন তাই সেকালের তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলিলেন মহারাজ উপবীতধারী শুদ্ধাচারী আর্য্যভিন্ন শূদ্রজাতির এইযজ্ঞে আদৌ অধিকার নাই

শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথতা বৈদ্যজাতয়ঃ
কলৌ শূদ্রঃ সমাজ্ঞেয়া যথা ক্ষত্রঃ যথা বিশঃ।

কাজে কাজেই মহারাজ রাজা রাজবল্লভ মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন এবং সেই সময় হইতে মহারাজ রাজবল্লভ বৈদ্য জাতির সংস্কার জন্য প্রানপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন তৎক্ষনাৎ নবাব আলিবর্দ্দির সাহায্যে ও দেওয়ান নবাব মহমৎ জঙ্গের সাহায্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা বৈদ্য জাতির বৈশ্যত্ব প্রমান করতঃ অম্বষ্ঠ হইলেন। এই সময় হইতেই বৈদ্যজাতি বৈশ্য বলিয়া সমাজে পরিচিত আছেন। পরে গৌড়েশ্বর সেন রাজাগণকে বৈদ্যাখ্যা দিয়া তাঁহাদের অধঃস্তন বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা একখানি কুলজী গ্রন্থ, তাহাতে এই প্রকার লিখিত আছে এই অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা ১২৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ শে ফাল্গুন তারিখে বৈদ্যজাতির দ্বারা লিখিত হইয়াছে টীকাকার বৈদ্য ভরত মল্লিক তাঁহার স্বজাতিকে শূদ্র বলিয়া গিয়াছেন।

এইক্ষণে আবার শুনিতেছি, এই বৈদ্যজাতি নাকি ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন ; এই প্রসঙ্গে আমরা বেশী কিছুই বলিতে চাহি না, যে জাতি অল্পদিন পূর্ব্বে বহু সাধ্য সাধনায় ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ে শূদ্র হইতে কোন প্রকারে বৈশ্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই জাতি আজ হঠাৎ ব্রাহ্মণের আসনে উপবেশন প্রয়াসী ! কালের কি বিচিত্র গতি ! হিন্দু-সমাজের প্রণম্য সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্ট মহাশয় মনুসংহিতার

স্থষ্টি তত্ত্বের প্রথম শ্লোকের ব্যখ্যায় এই বৈদ্য জাতি সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—

বর্ণা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ সর্ব্বেচতে বর্ণাশ্চ ইতি সর্ব্ব বর্ণাঃ তেষাং অন্তর প্রভাবানাম্ সঙ্কীর্ণজাতীনাংশ্চাপি অনুলোম প্রতি লোম জাতি নাম্ অম্বষ্ঠাদীনাম্ তেষাং বিজাতীয় মৈথুন সম্ভবত্বেন খর তুরগীয় সম্পর্ক জাতাশ্বতরবৎজাত্যন্তরত্বাৎ বর্ণ শব্দেন অগ্রহনাৎ পৃথক্ প্রশ্নঃ।

এই রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সেই কারণেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজল সেন বংশীয় রাজাগণকে কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন; যাহা হউক রাজা রাজবল্লভ অম্বষ্ঠ হওয়ার পর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া বৈদ্যজাতিকে হিন্দু সমাজে বৈশ্যত্বে পরিণত করিয়া গিয়াছেন তৎপরে ১৮১৩ শকাব্দে বৈদ্যঅম্বষ্ঠ সম্মিলনী তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সংগৃহিত হয়, মিতাক্ষরা ও আপস্তম্ববচন উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, দ্বাদশবর্ষ ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিতে অশক্ত হইলে গঙ্গাস্নান দ্বারা বহু পুরুষগত ব্রাত্যতাদোষ খণ্ডন করিয়া উপনয়ন সংস্কার-গ্রহণ করিতে পারে, স্থতরাং কায়স্থগণও গঙ্গাস্নান করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিলে তাহাতে অযথা অসার আপত্তির কারণ কি? কারণ সেই ব্যবস্থানুসারেই ত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যসমাজ মাসাশৌচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একপক্ষ কাল অশৌচ পালন ও উপনয়ন সংস্কার গ্রহন করিয়া আজ সমাজে গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন।

যস্য প্রপিতামহাদের্ণানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বর্ষাণি ত্রৈবেদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমথোপনয়নমিতি। যস্য কার্য্যংশতংকৃত্যা

গঙ্গাভিষেচণং, সর্ব্বংদহতিগঙ্গাম্বুস্তুলরাশি মিবানল, স্নান মাত্রেন গঙ্গায়াঃ পাপং ব্রহ্মবধাদিকং ॥ দুরাংধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েৎ যো বদেদপি, তস্যাহং প্রদদেপাপং কোটীব্রহ্ম বধেস্তবং ॥ স্তুতিবাদ মিংমং মত্বাকুম্ভিপাকেস্থ পচ্যতে ইত্যাদি—

(অম্বষ্ট দীপিকা ২৬।৩৩)

এই ব্যবস্থা পত্রে একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষরিত আছে উল্লিখিত ব্যবস্থা পত্রানুসারে দেখিতেছি দেশীয় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহাদের নিবন্ধকারের অর্থাৎ রঘুনন্দনের মত পদদলিত করিয়া যখনঅম্লান বদনে বৈদ্যদিগের মৃতাশৌচকাল পঞ্চদশ দিবসে সম্পন্ন করিতে এবং সমাজ তাহা পরিপাক করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন সমাবস্থায় পতিত বিপ্রভক্তকায়স্থ জাতি সেই ঋষিবচনের কৃপালাভে বঞ্চিত হইবে কেন ? সমাজও একদিন বৈদ্যজাতির সম্বন্ধে যে সানুগ্রহ উদার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আজ এই বিরাট আর্য্যকায়স্থ জাতি সম্বন্ধে সেইরূপ উদারতা প্রকাশে কৃপণতা করিবেন কেন ? এই কেনর ঠিক সদুত্তর আছে কি ? কাজেই পাত্রভেদে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা হইলে তাহাকে আমরা কায়স্থ-বিদ্বেষ ব্যতীত আর কি বলিতে পারি ? বর্ত্তমান মিলনের যুগে এই বিরাট জাতিকে ঐরূপ অবৈধ আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত করা কি ব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্গত কার্য্য হইবে ? তাহা সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বুঝিয়া দেখা উচিত। যাহা হউক প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভ প্রভৃতি তৎকালীন রাজন্যবর্গ ব্রাত্য অম্বষ্ঠ জাতির জন্য নানাস্থানীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে সংগৃহিত সেই ব্যবস্থাপত্রখানা একবার দেখুন, উহা যখন বৈদ্য

জাতির পক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে তখন উহা কায়স্থ জাতির পক্ষে ব্যবহার না করিবার কারণ কি? ঐ ব্যবস্থাপত্র কায়স্থ জাতির আন্দোলনের বহুকাল পুর্ব্বে সংগৃহিত এবং তাৎকালিক খ্যাত নামা পণ্ডিত মণ্ডলির ও তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বংশধরগনের স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত সুতরাং উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু মাত্র কারণ নাই, এই কারণেই সুধি সমাজের গোচরার্থে অম্বষ্ঠ দ্বীপিকা হইতে উহা প্রকাশ করা গেল।

শ্রীমন্ মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভ নিমন্ত্রিত মহারাষ্ট্রাদি নানাদিকদেশীয় পণ্ডিতানাং ব্যবস্থা পত্রিকা—অনুপনীতাম্বষ্টানাং জাতানাম্ অনুপনীতাম্বষ্টানাং প্রপিতামহাদীনামুপনয়ানাত্মক সংস্কারাস্মরণেন ব্রাত্যত্বোপপাতক ক্ষয়ার্থিনাং ষড়বার্ষিক ব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ নবতি ধেনু দানরূপ—প্রায়শ্চিত্তং তদশক্তৌ আঢ্যানাং পঞ্চদশাদধিক চতুঃশত কার্ষাপনী মধ্যানান্তু সপ্তাধিক শতদ্বয় কার্ষাপনী দরিদ্রানান্তু নবতি কার্ষাপনী দেয়েতি; তদনন্তরম্ যজ্ঞোপবীতাদিভিঃসংস্কারঃকার্য্যইতি উপনীতাম্বষ্ঠানাং তৎ সন্ততীনাঞ্চ বৈশ্যবৎ শৌচাদ্যাচরণংতেষান্তু সম্পূর্ণাশৌচং পঞ্চদশাহ ইতিবিদুষাং পরামর্শঃ—। উদ্দালক ব্রতঞ্চরেদিতি বশিষ্টসূত্রাদ্যনুসারেণ পতিত সাবিত্রীকেন উদ্দালক ব্রতাদ্যাচরণাশক্ত আঢ্যেন চতুঃপনাধিক ষট্‌চত্বারিংশৎকার্ষ্যাপনী মধ্যেন দ্বাদশাপনাধিক সপ্তবিংশ কার্ষ্যাপনী দরিদ্রেণ চতুঃপনাধিক নবকার্য্যাপনী দেয়েতি তদনন্তরম্ তেষাং উপনয়নাদি সংস্কারঃ কার্য্যইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

এক্ষণে উপরোক্ত ব্যবস্থানুসারে বর্ত্তমান স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণ কি বলিতে চাহেন? তাঁহাদিগেরই কৃতকার্য্যের ফলে, আজ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও কেনই বা প্রযুজ্য হইবেনা? এই অধ্যায়ে উপরি উক্ত ব্যবস্থাপত্রের দুই চারিজন পণ্ডিত মহোদয়ের নাম দিব। অন্যান্য নাম পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ রূপে উল্লেখ থাকিবে।

শ্রীগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ইনি বঙ্গদেশে প্রথম স্মৃতি শাস্ত্রপ্রচারক এবং তিনি তিথিনির্ণয়াদি গ্রন্থ প্রণেতা এবং সৈদাবাদস্থিত চিরঞ্জীব পঞ্চানন ইহাব্যতীত নবাব আদিবর্দ্দীর সময়ে মহারাষ্ট্র জাতির সন্ধিকালে তদ্দেশীয় দূত গণের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ যাঁহারা বাঙ্গালায় আগমণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ট পণ্ডিত ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহারও এই পাঁতিতে স্বাক্ষর আছে। আমরা ব্রাত্যতাব সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা পত্র দিয়া পুনরায় ব্রাত্যত্ত খণ্ডণ করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

বহুপুরুষ যাবৎ উপনয়নহীন এই কায়স্থ জাতি, তাঁহাদিগের আর উপনয়ন সংস্কার হইতেই পারেনা, তাঁহারা ব্রাত্য হইয়াছেন ইহাই এক শ্রেণীর মত। আমরা দেখাইয়াছি বৌদ্ধধর্ম্ম বিপ্লবই এই বিরাট জাতির সাবিত্রী ভ্রষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে কাশীর মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী প্রমুখ তদানীন্তন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ, বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের স্মরণাতীতকাল উপনয়ন সংস্কার অপ্রচলিত থাকা সত্বেত্ত শাস্ত্রমত

ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণের বাধক কিছুই নাই বলিয়া কায়স্থ বিহারীলালকে ব্যবস্থা দেন, তৎপর স্বামী ভাস্করানন্দ শৃঙ্গেরী মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য, দেওঘরের বালানন্দ স্বামী, পুরীধামের শ্রীমৎ মধুসূদন তীর্থস্বামী, ঢাকার ত্রিপুরালিঙ্গ স্বামী ও মহারাজ ভোলানন্দগিরি এই কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিয়া বহু বঙ্গীয় কায়স্থ সন্তানকে উপনীত করিয়াছেন, ইহা বহুজন বিদিত ; তাঁহারা মিতাক্ষরা বিজ্ঞানেশ্বরের মতে সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, এবং স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বেলুড়-মঠের গঙ্গাতীরস্থ উদ্যান বাটীকায় বহু কায়স্থ সন্তানের উপনয়ন সংস্কার সেই মতে হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমরা এক্ষণে ব্রাত্য কাহাকে বলে তাহাই দেখি— অভিধানে ব্রাত্য সম্বন্ধে এইপ্রকার লিখিত আছে।——

ব্রাত্য (পুং) ব্রাতৌ ব্যালাদিঃস ইব (শাখাদিভ্যো যৎ। পা- ৫। ৩। ১০৩) ইতি যৎ। ১ব্রত সম্বন্ধীয়।

(পঞ্চবিংশ ব্রা ১৮। ৭। ১৩)

২। দশ সংস্কার রহিত। ৩। উপনয়ন সংস্কার রহিত। পর্য্যায়— সংস্কার-হীন, সাবিত্রী পতিত, বাগ্‌দুষ্ট, পুরুষোক্তিক। (জটাধর)

আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ— দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্র বন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতে র্বিশঃ।
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতা।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যা বিগর্হিতা। (মনু ২। ৩৮। ৩৯)

ব্রাহ্মণের ষোল বৎসর ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন-কাল। এই কালের মধ্যে যদি তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাত্য কহে। এবং ইঁহারা আর্য্য বিগর্হিত।

বেশ, ভাল কথা; কিন্তু আমরা এক্ষণে দেখাইতে চাই, এককালে সাবিত্রী-সংস্কার ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেরই ছিল না এবং তাঁহারা ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত হইতেন; অথর্ব্ববেদে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদে ১৫।৮।১ ও ১৫।৯।১ মন্ত্রসকলের অর্থে যাহা জানিতে পারিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। এবং সেই সমস্ত ব্রাত্য-গণ দেবপ্রতিম বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এমন কি তাঁহাদের দ্বারা রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহারা পরমপিতারই অনুকল্প।

আবার এক শ্রেণীর ঋষিবৃন্দের অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মন্বাদি ঋষি-বৃন্দের এই প্রকার অভিমত দেখিতে পাই— যে ব্রাত্যগণের বেদবিহিত কার্য্যে অধিকার নাই ও তাঁহারা ব্যবহার যোগ্য নহেন; কিন্তু অথর্ব্ব-বেদে পঞ্চদশ কাণ্ডে কেবল ব্রাত্য মহিমাতে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত ব্রাত্য-গণ পূর্ণ মহিমাময় তাঁহারা বৈদিক কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকারী ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পূজ্য এমনকি তাঁহারা স্বয়ং দেবাদিদেব। যাহা হউক এই ব্রাত্য ও ধর্ম্ম-সংহিতাকারদের ব্রাত্য সম্পূর্ণ পৃথক। অথর্ব্ববেদের এই যে ব্রাত্য বিরাটপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে দুই একটী বচন উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিলাম।—

ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
স প্রজাপতিং সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ॥
তদেকমভবৎ, তল্লাম অভবৎ, তন্নহদভবৎ তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ।
তদব্রহ্মাভবৎ তৎ তপোঽভবৎ তৎ সত্যমভবৎ তেন প্রাজায়
সোঽবর্ধৎ স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ।
স দেবানামীশাং পর্য্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ।
স একোব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্ ১৫।১।১।৮

এই প্রকারে পঞ্চদশ কাণ্ডটী ব্রাত্য মহিমায় পরিপূর্ণ তেমনি ঋক বেদেও ব্রাত্য মহিমায় পরিপূর্ণ দেখিতে পাই।

প্রাচীন কালে এক শ্রেণীর ব্রতকর্ম্মশীল পণ্ডিতগণ ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহারা অতিথি রূপে যাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন তাঁহার মহৎ পুণ্য সঞ্চয় হইত। যথা—

তদ্ যস্যৈত বিদ্বান্ ব্রাত্য এক রাত্রিমতিথি গৃহে বসতি;
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে ইত্যাদিঃ—

অর্থাৎ সেই পুরুষকে আতিথ্য দানের জন্য বহুল পরিমাণে পুণ্য অর্জ্জিত হইত। আবার এই প্রকার সামবেদীয় তাণ্ডবব্রাহ্মনে ব্রাত্য শব্দের যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই, তেমনি কৌষীতকী তাণ্ডবব্রাহ্মণে ব্রাত্যশব্দেব উল্লেখ আছে।

সেই সমস্ত ব্রাত্যগণ যুদ্ধরথের সারথীর কাজ করিতেন, তাঁহারা ধন ও বর্শা বহন করিতেন। তাঁহারা মস্তকে রক্ত বস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহাদের পরিচ্ছদগুলি বায়ুবেগে আলোড়িত হইত এবং তাঁহাদের

দলপতিগণ কপিল বর্ণ পরিচ্ছদ ও রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন তাহারা অন্ত কোন কর্ম্ম করিতেন না; রাজার শাসন-বিধি আদৌ মানিতেন না। কিন্তু তাঁহারা দেব-ভাষায় কথা বলিতেন। (শুক্ল যজু৩০।৮)

কাত্যায়ণ-শ্রৌতসূত্রে ব্রাত্য শব্দের যথেষ্ট উল্লেখ আছে, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে, যাজ্ঞবল্কসংহিতায়, মনু-সংহিতায়, বশিষ্ট-সংহিতায়, যম-সংহিতায় সর্ব্বত্রই ব্রাত্য শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক আমরা ব্রাত্যতর্ক পরিহার পূর্ব্বক কোন সংস্কার হীনতা নিবন্ধন ব্রাত্যতা-দোষ যাহা ঘটিয়া থাকে, সেই সকল ব্রাত্যতা দোষ খণ্ডনের জন্ম ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সূত্রকার আপস্তম্ব যে বিধান করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব।

অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কালংঋতু ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ।
(প্রথম খণ্ড ১।২।৪)

অথোপনয়নং। (১।১।২৫) ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শনং
১।১।২৬।

অথাধ্যাপ্যঃ ১।১।২৭ অথ যস্য পিতা পিতামহ ইতি অনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতা!—১।১।২৮ তেষাং অভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতিচ বর্জ্জয়েৎ! ১।১;২৯ তেষাং ইচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং ১।১।৩০

যথা প্রথমাতিক্রমে ঋতু রেবং সংবৎসরঃ ১।।১৩৯

অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং ১।১।৩৪ প্রতি পুরুষ সংখ্যায় সংবৎসরাণ যাবন্ত অনুপেতাস্যুঃ ১।১।১

অথ যস্য প্রপিতামহাদেঃ নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশান সংস্তুতাঃ ১।২।৫ তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতিচ বর্জ্জয়েৎ তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। অথ উপনয়নং তত উদকোপস্পর্শণং পাবমান্যাদিভিঃ ১।১।৬ অত উর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ ১।১।৭

এইক্ষণে ইহার বঙ্গানুবাদ করা যাক্। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ষোলবৎসর ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর মধ্যে উপনয়ন কাল; সেই কাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রাত্যতা দোষ ঘটিয়া থাকে, তৎকারণেই ঋতু অর্থাৎ দুই মাস ব্রহ্মচর্য্য-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যহ এক বৎসর কাল নদীতে অবগাহন স্নান করিতে হইবে তৎপর বেদাধ্যয়ণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। যাঁহাদিগের পিতা পিতামহের উপনয়ন হয় নাই সেই মানবক ও তাঁহার পিতা পিতামহ ব্রহ্মহ। (অর্থাৎ ব্রহ্মবধী)। এইস্থলে বহুবচনান্ত বুঝিতে হইবে। তাহারা তিনজনেই ব্রহ্মঘাতী তুল্য, তাহাদের নিকট যাতায়াত করা, তাঁহাদিগের সহিত ভোজনাদি ক্রিয়া ও বিবাহাদি সমস্তই বর্জন করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবেন। যেমন মানবক যথা কাল অতিক্রম করিলে তাঁহাকে ঋতুকাল (দুইমাস) ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিতে হইবে, আর তাঁহার পিতা পিতামহ অনুপনীত থাকিলে সংবৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে তৎপর উপনয়ন হইবেক, তৎপর পূর্ব্ববৎ নদীতে অবগাহন স্নান করিতে হইবে। কিন্তু পিতা পিতামহের পরেও যদি উপনয়ন না হইয়া থাকে তবে যত পুরুষ উপনয়ন সংস্কার হয় নাই তত পুরুষ গনিনা করিয়া তত বৎসর

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, যাঁহাদের প্রপিতামহ হইতে আরও উৰ্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ হয় না অর্থাৎ কত পুরুষ যাবৎ সংস্কার হীন হইয়াছেন তাহা ঠিক করিতে না পারিলে সেই স্থলে নিজে ও তাঁহার পিতা ও তাঁহার পিতামহ যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা সকলেই শ্মশান তুল্য অর্থাৎ শ্মশানকে যে প্রকার অপবিত্র দেখা যায় ইহাদিগকেও ঠিক সেই প্রকার দেখিতে হইবে ও তাঁহাদের সহিত আলাপ, আহারাদিক্রিয়া ও বিবাহ সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহারাও ইচ্ছা করেন তাহা হইলে দ্বাদশ বার্ষিক ত্রিবেদ বিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা পূর্ব্ববৎ স্নানাদিক্রিয়া করিবেন ও তাঁহারা প্রকৃতিবৎ হইবেন অর্থাৎ এরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করার পর তাহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি নিজ নিজ ভাবাপন্ন হইবেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির যে ভাব তাহাই প্রাপ্ত হইবেন, ঋষি বাক্যের ইহাই সরলার্থ, কিন্তু প্রপিতামহাদের উপনয়ন যাহা অনুস্মরণ হয়না এই কথা লইয়াই যত গোলযোগ, প্রপিতামহাদি এই আদি শব্দের দ্বারা উৰ্দ্ধতন পুরুষকে লক্ষ্য না করিয়া তন্নিম্নতন পুরুষগণকে ধরিয়া অকারণ গোলযোগ কিন্তু নিম্নতন পুরুষগণের উপনয়ন সৃষ্টি করিতেছেন, স্মরণ না হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? পুনরায় আর এক কথা, পিতৃ পিতামহ অনুপনীত থাকিলে কেবল মাত্র সংবৎসরের ব্যবস্থা আর তদদূপরি একপুরুষ অনুপনীত হইলেই একেবারে বার বৎসরের ব্যবস্থা পূর্ব্বোক্তির তুলনায় কত গুরুপ্রায়শ্চিত্ত তাহা সুধিজন বিবেচনা করিবেন। মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় অতি সূক্ষ্ম বিচারে সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন এবং মিতাক্ষরা প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর ও কোষকার তর্কবাগীশ মহাশয় আপস্তম্ব বচনের যে প্রকার তাৎপর্য্য

তাহাই যথার্থ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তিনি এই সূত্রের এই এক বচনান্ত পদ যস্ত ও পরে তে ও তেষাং এই বহুবচনান্ত পদ দেখিয়াই লিখিয়াছেন, যাঁহার প্রপিতামহদের উপনয়ন স্মরণ হয় না সে নিজে, তাহার পিতা, পিতামহ যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন তাহারা সকলেই ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহন করিতে পারিবেন! আবার অনেকে পারস্কর বচনের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে ত্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকব্রাত্যস্তোম যজ্ঞের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংস্কার গ্রহন করিতে পারেন, কিন্তু বহু পুরুষ পতিত সাবিত্রীকের কিছুই উল্লেখ করেন নাই, তাই বলিয়া আপস্তম্বের এই সূত্র কি করিয়া উড়াইয়া দিব, একজন ঋষি এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাকরিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন অন্য ঋষি সে বিষয়ে চিন্তা না করিলে বা তৎ সম্বন্ধে কোনমত প্রকাশ না করার ফলে এই ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রযোজক আপস্তম্ব বাক্য, বহু পুরুষ পতিত সাবিত্রীকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আদৌ নষ্ট হইতে পারেনা, ইহা সুস্পষ্ট, এবং এমন কোন পাপই নাই যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, কি আশ্চর্য্য এত বড় একটা বৃহৎ পাপ যাহা শ্মশান তুল্য, তাহা নষ্ট হইবেনা ইহাই কি মহান উদারপ্রকৃতি আর্য্য ঋষিদের মনোগত ভাব ছিল? যাঁহারা ধর্ম্ম স্বরূপ তাঁহাদের স্বার্থহীন বাক্য এই সকল নীচ তর্কের দ্বারা আদৌ নষ্ট হইতে পারেনা। তৎপর আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে কিন্তু এই বারবৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা কলির জীবের অসাধ্য, শাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে সুব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বোক্ত কঠোর ব্যবস্থা কেবল মাত্র ঐ শ্রেণীর পাপিদিগের প্রতি ভীষণ ভীতিপ্রদ ও ঘৃণা জন্মাইবার জন্যই উক্ত হইয়াছে যাহাতে ঐরূপ পাপ কার্য্যে কাহারও প্রবৃত্তি না হয়। এই কলির মানব উহা প্রতিপালন করিতে একেবারে অক্ষম, সুতরাং উক্ত

পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রকার যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট মনেকরি। অপর অথর্ব্ববেদে ও তাণ্ডবব্রাহ্মণে দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কালে আর্য্যগণ, গৃহস্থও যাযাবর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন যাযাবর গণ পশুপাল লইয়া ভ্রমন করিতেন তাঁহারা অসভ্য ছিলেন, তাঁহারা বহুপুরুষ পতিত সাবিত্রীক ছিলেন এবং তাঁহারা ব্রাত্য নামে কথিত হইতেন, এবং তাঁহারা ঋষিদিগকে আক্রমন করিতেন তাঁহারা যে ভূমিতে বাস করিতেন তাহার নাম ব্রাত্য ভূমি ছিল তাঁহারা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিয়া দলে দলে গৃহস্থ হইয়াছিলেন সেই তাণ্ডব ব্রাহ্মণে সপ্তদশ অধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ডে লিখিত আছে যে অথৈষ শমনীচা মেঢ্রানাং, স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেষু স্ত এতেন যজেরন্।

ইহার অর্থ এই শমেনমনোনিগ্রহেন মনোনিগ্রহং শ্চতুর্থ-বয়সিপ্রায়ঃ সম্ভবাৎ যৌবনাবসানেন নীচং অনুদ্ধতং পুংব্যাপারো-সমর্থং আসমন্তাৎ মেঢ্রমুপস্থেন্দ্রিয়ং যেষাং তে হনেন ব্রাত্যস্তোমেন যজেরন্নিত্যুক্তং বৃদ্ধানামপি সংস্কার্য্যত্বং সুবক্তব্যং।

ইহার বঙ্গানুবাদ এই, প্রাচীন বয়সে স্বভাবতই ইন্দ্রিয় ব্যাপারে মনোনিগ্রহ হইয়া থাকে, যৌবনের অবসানে পুংব্যপার অসমর্থ বৃদ্ধ ব্রাত্য দিগেরও ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞের দ্বারা সংস্কার হইবেক, হরদত্তকৃত মত খণ্ডন করিয়া কাত্যায়ণ লিখিয়াছেন তেষাং সংস্কারে বহু ব্রাত্যস্তোম নেষ্ঠা কামমধীরিয়ং ব্যবহার্য্যা ভবন্তি। সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহারা কেন ব্যবহার্য্য হইবেননা? বিশেষতঃ

ইহারা হীনাচার ব্রাত্য নহেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া বৈদিক উপনয়ন সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা দেখাইয়াছি তৎপর তাঁহারা তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদিগকে হীনাচার ব্রাত্য বলিবে কে? তাঁহারা জ্যায়াংস ব্রাত্য সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থ গণের পুনঃ উপবীত ধারণের বাধক কিছুই নাই। যদিও তাহারা বহুপুরুষ পতিত সাবিত্রীক, তথাপি তাঁহাদের ব্রাত্যস্তোমের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি আছে, পারস্কার বলেন নাই বলিয়াই আপস্তম্বের এই সরল সুন্দর ব্যবস্থা আদৌ নষ্ট বা অগ্রাহ্য হইতে পারেনা সুতরাং তাঁহারা গঙ্গা স্নান করিয়া সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন, বিশেষতঃ সত্য যুগে ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে ত্রেতাতে ধেনু দান ও দ্বাপর ও কলি যুগে ধেনুর মূল্য দিলেই যথেষ্ট হইবে তৎ সম্বন্ধে প্রমান প্রয়োগ ও যথেষ্ট আছে—

কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেবচ
কৃচ্ছ্রাদিনান্তু সর্ব্বেষাং মূল্যঞ্চ দ্বাপরে কলৌ ।।

সুপ্রসিদ্ধ স্বামী রাম মিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রকার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন তিনি একজন নিবন্ধকার, দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালনে যিনি অসমর্থ হইবেন তিনি প্রত্যাম্নায় স্বরূপ মহাব্রত ৩৬০ গো দান করিবেন, ধনী দরিদ্র অতি দরিদ্র ভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে অর্থাৎ ধনীর পক্ষে ৩৬০ টাকা অতিদরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক দিলেই চলিবে বস্তুত বিত্ত শাঠ্য না করিলেই হইল।

দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত যো নহিং করশক্তে হৈং উনহেং উসকা প্রত্যাম্নায় স্বরূপ ৩৬০ গোদান করনা হোগা গোকা

নিষ্ক্রয়মান, রজতমান, তাম্রমান, কপর্দ্দিকামান ভেদসে তিন প্রকারকা হোগা, যিস্কি জৈসি শক্তি হৈ উস্‌কা অনুসার কর্‌নে হোগা, ধনী, দীন, দরিদ্র অতি দরিদ্র ভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য অউর সঙ্কোচ কর্‌না হোগা।

দেশ কালাদি বিপর্য্যযে যাঁহাদের সাবিত্রী পতিত হয় তাঁহাদের একটী চন্দ্রায়ন করিলেই যথেষ্ট হইবে।

এই বঙ্গীয় কায়স্থগণের দেশ কালাদি বিপর্য্যয়েই সাবিত্রী ত্যাগের কারণ দেখান গিয়াছে সুতরাং তাহাদের পক্ষে চান্দ্রায়নই যথেষ্ট।

ব্রতস্যাচরণাশক্তৌ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণংব্রতং
সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ।

তৎপর গঙ্গা মাহাত্ম্যে দেখিতে পাই, ব্রহ্মবধাদি মহাপাপ গঙ্গাস্নানে নষ্ট হইতে পারে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যমহাশয়ও এই প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন।

"প্রায়শ্চিত্তং তত্র ভবেৎ যত্র গঙ্গা নবিদ্যতে।"

সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণ গঙ্গা স্নান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ পূর্ব্বক অনায়াসে উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন।

অপরার্ক সংস্কার রত্নমালা প্রভৃতিতে যথেষ্টবহুপুরুষ পতিত সাবিত্রীকের পক্ষে সংস্কারের ব্যবস্থা আছে, কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র ভাষ্যে লিখিত আছে যে, এক সঙ্গে ৩৩ জন ব্রাত্যের সংস্কার হইতে পারে (ব্রাত্য সংস্কার মীমাংসা ১২৫-১৩৩ পৃঃ) এবং তাহারা দ্বিজাতির অধিকার প্রাপ্ত হইবেন

ইহার পর আমাদের আর অধিক বলিবার আবশ্যক কিছু আছে এরূপ মনে করিনা এই সমস্ত প্রমাণের পর কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহনের নানা প্রকার বাধা উত্থাপন করিয়া যাঁহারা বিরত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থের উপসংহার কালে বলি—

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং হি বচঃ প্রমাণং
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণং ?

" শেষ "

পরিশিষ্ট।

প্রায় সার্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভ প্রভৃতি তাৎকালিক রাজন্যবর্গ মহারাষ্ট্রাদি নানাস্থনীয় পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ব্রাত্যাম্বষ্ঠ জাতির প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়নসংস্কার-গ্রহণ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা যাবতীয় ব্রাত্যজাতির প্রতি তুলরূপে প্রয়োজ্য। সেই সকল ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ব্রাত্যতাক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা নাই। সুতরাং যদি ঐ সকল ব্যবস্থা ব্রাত্য অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তবে ব্রাত্যক্ষত্রিয়বর্ণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে না পারার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। ঐ সকল ব্যবস্থা বর্ত্তমান আন্দোলনের বহুকাল পূর্ব্বে আনীত এবং তাৎকালিক খ্যাতনাম-পণ্ডিতমণ্ডলীর এবং কোন কোন ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতদিগের বর্ত্তমান বংশধরদিগের অনুমোদিত, সুতরাং উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এজন্য কায়স্থসমাজের গোচরার্থে সেগুলিও "অম্বষ্ঠদীপিকা" হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-রাজবল্লভ-নিমন্ত্রিত-মহারাষ্ট্রাদিনানাদিগ্দেশীয়পণ্ডিতানাং ব্যবস্থাপত্রিকা।

১। অনুপনীতাম্বষ্ঠজাতানাং প্রপিতামহাদীনামুপনয়নাত্মকসংস্কারাস্মরণেন ব্রাত্যত্বোপপাতকক্ষয়ার্থিনাং ষড়্বার্ষিকব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌর্নবতিধেনু দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং, তদশক্তৌ আঢ্যানাং পঞ্চদশাদধিকচতুঃশতকার্ষাপণী, মধ্যানান্তু সপ্তাধিকশতদ্বয়কার্ষাপণী দরিদ্রাণাঞ্চ নবতিকার্ষাপণী দেয়েতি;

পতিতসাবিত্রীক অনুপনীত অম্বষ্ঠজ ও অনুপনীত অম্বষ্ঠের প্রপিতামহদিগের উপনয়ন সংস্কার অস্মরণজনিত ব্রাত্যোপপাতকক্ষয়াভিলাষিগণ্য

তদনন্তরং যজ্ঞোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি। উপনীতাম্বষ্ঠানাং তৎসন্ততিনাঞ্চ বৈশ্যবদশৌচাদ্যাচরণং, তেষাঞ্চ সম্পূর্ণাশৌচং পঞ্চদসাহ ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

উদ্দালকব্রতঞ্চরেদিতি বশিষ্ঠসূত্রাদ্যনুসারেণ পতিতসাবিত্রীকেণ উদ্দালকব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ আঢ্যেন চতুঃপণাধিকষট্‌চত্বারিংশৎকার্ষাপণী, মধ্যেন দ্বাদশপণাধিকসপ্তবিংশতিকার্ষাপণী, দরিদ্রেণ চতুঃপণাধিকনব-কার্ষাপণী দেয়েতি তদনন্তরং তেষামুপনয়নাদিসংস্কারঃ কার্য্য ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥

শ্রীনীলকণ্ঠ শর্ম্মণাং	(রাজনগর)	শ্রীশ্রীরাম ন্যায়বাগীশস্য	(নবদ্বীপ)
,, কৃষ্ণদাস শর্ম্মণাং	ঐ	শ্রীকালীশঙ্কর ন্যায়বাগীশস্য	ঐ
শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণাং	ঐ	শ্রীচরণ তর্কালঙ্কারস্য	ঐ
,, গোপাল ন্যায়ালঙ্কারস্য *	(নবদ্বীপ)	,, রামহরি বিদ্যালঙ্কারস্য	ঐ
,, তিতুরাম তর্কপঞ্চাননস্য	ঐ	,, বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ
শ্রীহরদেব তর্কসিদ্ধান্তস্য	ঐ	,, সদাশিবন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ
,, শিবরাম বাচস্পতেঃ	ঐ	,, বিশ্বেশ্বর পঞ্চাননস্য	ঐ
,, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কারস্য	ঐ	,, রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ

ছয়বর্ষব্যাপী ব্রতানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে নব্বইটী ধেনু দান করিবেন। তাহাতে অশক্ত হইলে আঢ্যগণ ৪১৫ কাহন, মধ্যগণ ২০৭ কাহন ও দরিদ্রগণ ৯০ কাহন কপর্দ্দক দান করিবেন। তদনন্তর যজ্ঞোপবীতদ্বারা সংস্কার করিবেন। উপনীত অম্বষ্ঠ ও উহাদের সন্ততিগণের বৈশ্যবৎ আচরণ এবং অশৌচ ১৫ দিন, ইহাই পণ্ডিতগণের যুক্তি।

পতিতসাবিত্রীকগণ উদ্দালক-ব্রতাচরণ করিবেন, বশিষ্ঠসূত্রের

---

* ইনি বঙ্গদেশের প্রথম স্মৃতিশাস্ত্র প্রচারক, তিথিনির্ণয়াদি গ্রন্থ-প্রণেতা।

,, রামচন্দ্র বিদ্যবাগীশস্য	ঐ	,, মুরহর বিদ্যালঙ্করস্য	মাটিয়ারি
*,, শঙ্করতর্কবাগীশস্য	ঐ	,, রামকান্ত বিদ্যালঙ্কারস্য	,,
,, বিন্দুচরণ মিশ্রস্য (শ্রীক্ষেত্র)		,, শিবচরণ বাচস্পতেঃ	কোঁড়কদী
,, কালিকাপ্রসাদ মিশ্রস্য (শ্রীক্ষেত্র)		শ্রীঅযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশস্য	অম্বিকা
,, দামেদর মিশ্রস্য	ঐ	,, কৃষ্ণরাম বিদ্যালঙ্কারস্য	
,, প্রভাকর মিশ্রস্য	ঐ	,, বাসুদেব বিদ্যাবাগীশস্য	পাটুলি
,, দুর্গাদাস মিশ্রস্য	ঐ	,, প্রাণকৃষ্ণ পঞ্চাননস্য	,,
‡ শ্রীভাস্কর পণ্ডিতস্য (মহারাষ্ট্র)		,, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্তস্য	বাকলা
,, হলায়ুধ ব্রহ্মচারিণঃ (দ্রাবিড়)		,, বলরাম ভট্টাচার্য্যস্য	সাইকুল
,, মণিরাম দীক্ষিতস্য (কাশী)		,, রামশঙ্কর বাচস্পতেঃ	ঐ
,, শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষিতস্য	ঐ	,, হরগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশস্য	ঐ
,, গোবিন্দরাম দীক্ষিতস্য	ঐ	,, উদয়রাম বিদ্যাভূষণস্য	লৌহজঙ্ঘ
,, গৌর দীক্ষিতস্য	ঐ	,, রমাপতি তর্কপঞ্চাননস্য	চকগ্রাম
,, রসলাল শুক্রস্য	কনোজ	,, দুলালবিদ্যালঙ্কারস্য	দমদমা
,, জীবনতারণ ত্রিবেদিনঃ	মিথিলা	,, পঞ্চানন ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ

এই বচনানুসারে পততিসাবিত্রীকের উদ্দালকব্রত-ব্যবস্থা, তাহাতে অশক্ত হইলে আঢ্যগণের ৪৬ কাহন ৪ পণ, মধ্যবিত্তগণের ২৭৮৹ পণ ও দরিদ্রগণ ৯১৹ কপর্দ্দক উৎসর্গ করিবেন ও তদনন্তর তাঁহাদের উপনয়নসংস্কার কর্ত্তব্য, ইহাই পণ্ডিতদিগের যুক্তি।

* ইনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক, ইঁহার টোলে প্রায় সহস্র সংখ্যক ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিত।

‡ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সন্ধিকালে তদ্দেশীয় দূতগণের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাসউ পাধ্যয়স্য	মিথিলা	শ্রীজগন্নাথপঞ্চাননস্য	বর্দ্ধমান
,, গিরিজানাথ পাটকস্য	ঐ	,, শম্ভুরামবিদ্যালঙ্কারস্য	ঐ
,, রবিনাথ ন্যায়বাচস্পতেঃ	পুঠিয়া	,, মধুস্থদন বাচস্পতেঃ	ঐ
,, রামভদ্র নিদ্ধান্তস্য	বাঁশবেড়িয়া	,, রুদ্রনারায়ণ বিদ্যাবাগীশস্য	ঐ
,, রামনাথ বাচস্পতেঃ	ঐ	,, রাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ
,, আত্মারাম ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ	,, শ্রীকণ্ঠ তর্কবাগীশস্য	বীরভূম
,, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য	মাটিয়ারি	,, রামগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ
,, গঙ্গাধর তর্কালঙ্কারস্য	ঐ	,, হরিহর তর্কভূষণস্য	সেনভূম
,, আনন্দচন্দ্র ন্যায়বাগীশস্য	লেঙ্গটাখালী	,,রামরত্ন বিদ্যাবংগীশস্য	ঐ
,, ত্রিলোচন ন্যায়বাগীশস্য	ঐ	,, কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্তস্য	ঐ
,, নরসিংহ বিদ্যালঙ্কারস্য	রাজবাটী	,, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশস্য	ঐ
,, রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশস্য	ঐ	,, লক্ষ্মীনারায়প সিদ্ধান্তস্য	ঐ
,, হরনাথ শিরমণে, ভূষণা	ঐ	,, কমলাকান্ত বিদ্যাভূষণস্য	ঐ
,, চিরঞ্জীব পঞ্চাননস্য	সায়দাবাদ	,, জগন্নাথ পঞ্চাননস্য	ঐ
,, হলায়ুধ তকপঞ্চাননস্য	ঐ	,, হরিপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ
,, গোবিন্দরাম ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ	,, পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কারস্য	ঐ
,, পীতাম্বর ন্যায়াবাগীশস্য	ঐ	,, চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্তস্য	ঐ
,, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য	ত্রিবেণী	,, মাধব সিদ্ধান্তস্য	ঐ
,, রামানন্দ ন্যায়বাগীশস্য	ঐ	,, রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চাননস্য	
,, রামশঙ্কর বাচস্পতেঃ	ঐ		বিক্রমপুর, নওয়াহাটা

* ইনিই সেই বিখ্যাত শ্রুতিধর ও গঙ্গাতীরে বিবদমান দুই সাহেবের সাক্ষী-স্বরূপে মানিত হইয়া ইংরাজী ভাষা না জানিয়াও আদালতে তাঁহাদের উক্তি ও প্রত্যুক্তি অবিকল আবৃত্ত করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তস্য ঐ
,, বলরাম তর্কভূষণস্য কামালপুর
,, রঘুনাথ ন্যায়লঙ্কারস্য মানকর
গোবরা
,, রামকিশোর ন্যায়লঙ্কারস্য চরাগ্রাল
,, রাধাকান্ত ন্যায়বাগীশস্য ঐ
,, ঘনশ্যাম তর্কলঙ্কারস্য মামুদপুর
,, গোবিন্দরাম সার্ব্বভৌমস্য ঐ
,, দুর্গাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্তস্য ঐ
,, রাধাকান্ত তর্কসিদ্ধান্তস্য ঐ
,, শিবচন্দ্র তর্কপঞ্চাননস্য ঐ
,, রঘুনান বাচস্পতেঃ ঐ
,, শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কারস্য বাকলা
শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যস্য ভগিলহাট
,, রামশঙ্কর ,, ,,
,, কৃষ্ণদেব ,, ,,
,, রুক্মিণীকান্ত ,, ,,
,, রাজারাম ,, ,,
,, বাণেশ্বর ,, ,,
,, ভবানীপ্রসাদ ,, ,,
,, রামপ্রসাদ ,, ,,
রামেশ্বর ,, ,,
,, প্রাণবল্লভ ,, ,,
,, দেবীপ্রসাদ ,, ,,
,, মৃত্যুঞ্জয় ,, ,,

শ্রীরামকিশোর ন্যায়বাগীশস্য ধরগ্রাম
,, রূপরাম ভট্টাচার্য্য
সেনহাটী, ভগিলহাট
,, বিষ্ণুরাম ভট্টাচার্য্যস্য ঐ
,, কামদেব ভট্টচার্য্যস্য ঐ
,, রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য ঐ
,, রাসমোহন ভট্টাচার্য্যস্য ঐ
,, গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যস্য ঐ
,, রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্যস্য ঐ
,, রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য ঐ
,, নন্দরাম ভট্টাচার্য্যস্য ঐ
,, জয়রাম ভট্টাচার্য্যস্য ঐ
,, রামকিশোর ভট্টাচায্যস্য ঐ
গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যস্য ঐ
,, রামচন্দ্রসিদ্ধান্তপঞ্চাননস্য কারাদিয়া
,, রূপরাম ন্যায়বাগীশস্য ,,
,, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমস্য সোয়াকাট
,, রঘুনাথ সিদ্ধান্তস্য ,,
,, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমস্য ধানুকা
,, কৃষ্ণনাথ তর্কভূষণস্য খাপটীয়া
,, রাম াচস্পতেঃ ,,
,, কৃষ্ণদাস ন্যায়লঙ্কারস্য ,,
,, রবিনাথ বাচস্পতেঃ পুরাণীয়া
,, কালীপ্রসাদ দোবেদিনঃ কাঞ্চি
,, প্রভাকর চৌবেদিনঃ ,,

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম

ও

সংস্কার সম্বন্ধে ব্যবস্থাপত্র

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও সংস্কার

অস্তি চায়মর্থ আপস্তম্বকাত্যায়নাভ্যা-মভিহিতঃ শ্রুত্যক্ষরৈরপ্যনুপ্রাণিতঃ। তথাপি তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে প্রথমব্রাহ্মণে—"অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্নিতি।"

এবঞ্চ শ্রুত্যক্ষরানু প্রাণিতস্যাপস্তম্বকাত্যায়নাভ্যামুপবৃংহিতস্য মদনরত্না-দিনিবন্ধকারৈঃ সুব্যাখ্যাতস্যৈবংবিধব্রাত্যসংস্কারস্য ন কিঞ্চিত্তদ্বাধকমস্তীতি সুধিয়ঃ পরামৃশন্তি। ইতি বৈশাখকৃষ্ণচতুর্থ্যাং শনৌ বৈক্রমাব্দে ১৯৫৯।'

কাত্যায়ন এবং আপস্তম্ব কর্ত্তৃক এই অর্থ অভিহিত এব ইহা বেদাক্ষর দ্বারা অনুপ্রাণিত আছে তথাপি তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সপ্তদশাধ্যায়ের চতুর্থখণ্ডে প্রথমব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—'অনন্তর বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হীন বীর্য্যদিগের সম্বন্ধে স্তোম উল্লিখিত হইতেছে। অতএব যাহারা বৃদ্ধতম হইয়াছে, তাহারা ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়া বাস করিবে। এই ব্রাত্যস্তোম দ্বারা যজন করিবে।

এইরূপে বেদাক্ষরে অনুপ্রাণিত, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন কর্ত্তৃক অভিহিত এবং মদনরত্নাদি নিবন্ধকার কর্ত্তৃক সুব্যাখ্যাত, এইরূপ ব্রাত্যসংস্কারের কিছুই বাধক নাই। ইহাই সুধীগণের পরামর্শ।

স্বাক্ষর।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কাশী।
„ শ্রীসুধাকর দ্বিবেদী, কাশী।
” স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী, কাশী।
পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ বেদান্তী, কাশী।
” শ্রীলক্ষ্মণভট্ট ভট্ট, কাশী।
„ শ্রীগোপালভট্ট ভট্ট কাশী।
„ শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী দ্বারবঙ্গ-পাঠশালার অধ্যাপক।
” শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মা জম্বু-পাঠশালার দর্শনাধ্যাপক
” শ্রীদ্বারকাদত্ত ব্যাস কাশী।
” শ্রীবিভবরাম শর্ম্মা কাশী।
„ শ্রীগঙ্গাসহায় শর্ম্মা বুন্দী-মহারাজের সভাপণ্ডিত।
” শ্রীহরিদাস ব্যাস, বুন্দী।
” শ্রীমহেন্দ্রাচার্য্য বুন্দী।
„ শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা বুন্দী।
„ শ্রীহরিনাথ বেদান্তবাগীশ বর্দ্ধমান-রাজচতুষ্পাঠী।
” শ্রীআদ্যাচরণ ন্যায়রত্ন, ঐ।
” শ্রীধরণীধর স্মৃতিতীর্থ, ঐ।
„ শ্রীচন্দ্রনাথ ওঝা, দ্বারবঙ্গ।
” শ্রীকুবেরপতি শর্ম্মা, কাশী।
„ শ্রীভগবতাচার্য্য স্বামী, কাশী।
„ শ্রীরাজারাম শাস্ত্রী, কাশী।
„ শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী দ্রাবিড়।
„ শ্রীরঘুবর ত্রিবেদী, কাশী।
„ শ্রীপ্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন, কাশী।
„ শ্রীমহাদেব স্মৃতিতীর্থ কাশী।
” শ্রীসুরেলাল গোস্বামী কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃত পাঠশালধ্যাপক।
„ শ্রীবামাচরণ তর্কভূষণ কাশী।
” শ্রীবিজয় কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ কাশী।
” শ্রীহরিহর দত্ত শর্ম্মা কাশী।
„ শ্রীগোপালাচার্য্য স্বামী, কাশী।
„ শ্রীতেরুবেঙ্কটাচার্য্য, কাঞ্চী।
” শ্রীজয়নারায়ণ তর্করত্ন নবদ্বীপস্থ ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক।
” শ্রীনিত্যানন্দ শর্ম্মা কাশী।
„ শ্রীজনার্দ্দনাচার্য্য কাশী।
” শ্রীজ্যোতির্ব্বিদ রামেশ্বর দত্ত শর্ম্মা, কাশী।
„ শ্রীপদ্মনাভ শাস্ত্রী, কাশী।
„ শ্রীমধুসূদন শাস্ত্রী, কাশী।

,, শ্রীহারাণচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কাশী।
" শ্রীমুকুন্দবল্লভ ভট্টাচার্য্য, কাশী।
" শ্রীচন্দ্রকান্ত স্মৃতিকণ্ঠ, কাশী।
" শ্রীপীতাম্বর বিদ্যাভূষণ, কাশী।
" শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দত্ত ঝা, কাশী।
" শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, কাশী।
" শ্রীপ্রভুদত্ত শর্ম্মা, কাশী
" শ্রীকেশব শর্ম্মা, কাশী
,, শ্রীহরিব্রহ্মা আচার্য্য, কাশী।
" শ্রীবিষ্ণুদত্ত শর্ম্মা, কাশী।
" শ্রীভাগবতাচার্য্য স্বামী, কাশী।
" শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, কাশী।
" সঙ্গমাল শর্ম্মা, কাশী।
" শ্রীগণেশ দত্ত শর্ম্মা, কাশী।
মহিমাদত্ত পাঠক, কাশী।
(সাঙ্গবেদাধ্যাপক)

,, শ্রীগৌরীদত্ত শর্ম্মা,
কাশী রাজপণ্ডিত।
" শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়।
" জ্যোতির্ব্বিদ গনেশদত্ত শর্ম্মা,
কাশী।
" শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা, কাশী।
" শ্রীঅযোধ্যানাথ শর্ম্মা, কাশী
" জ্যোতির্ব্বিদ শঙ্করদত্ত শর্ম্মা,
কাশী।
,, দীননাথ শর্ম্মা, কাশী।
,, শ্রীমুরলীধর শর্ম্মা, দ্বারবঙ্গ।
" শ্রীজয়দেব মিশ্র, দ্বারবঙ্গ।
" শ্রীকান্ত ঝা, কাশী।
" শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা, কাশী।
" শ্রীমন্নুলাল কর্ম্মকাণ্ডী, কাশী।
,, শ্রীকান্তাপ্রসাদ শর্ম্মা, কাশী।

পণ্ডিত শ্রীযজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী মহাবল।
,, শ্রীবাল শাস্ত্রী রাণাডে।
,, শ্রীলক্ষ্মীনাথ দ্রাবিড়।
,, শ্রীবৈদ্যনাথ দীক্ষিত চতুর্ধর।
,, শ্রীমাধবাচার্য্য।
,, শ্রীভাউ শাস্ত্রী।
,, শ্রীবাপু শাস্ত্রী।
,, শ্রীচন্দ্র শেখর শর্ম্মা।

পণ্ডিত শ্রীদ্বারিকা দত্ত।
,, শ্রীইন্দ্র দত্ত।
,, শ্রীযোগেশ শর্ম্মা।
,, শ্রীলক্ষ্মণ জ্যোতির্ব্বিদ।
,, শ্রীকুবের পতি।
,, শ্রীবস্তিরাম দ্বিবেদী।
,, শ্রীভবানী প্রসাদ।
,, শ্রীজবাহির ত্রিপাঠী।

,, শ্রীরাধামোহন শর্ম্মা।	,, শ্রীবিশ্বরূপ।
,, শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন।	,, শ্রীরামগোবিন্দ।
,, শ্রীশ্রীহর্ষ।	,, শ্রীআনন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌম।
,, শ্রীবেচন্‌রাম।	,, শ্রীমদনন্ত শর্ম্মা।
,, শ্রীশীতলাপ্রসাদ ত্রিপাঠী।	,, শ্রীরামমনোরথ দ্বিদৌ।
,, শ্রীকালীপ্রসাদ।	,, শ্রীামদেব।
,, শ্রীস্বামি—রামমিশ্র শাস্ত্রী।	,, শ্রীশিরাম শাস্ত্রী।
,, শ্রীবেচারাম।	,, শ্রীরাজাজী জ্যোষী।
,, শ্রীবিজ্ঞহরি।	,, শ্রীগোপীনাথ ত্রিপাঠী।
,, শ্রীণৌমাধব শাস্ত্রী।	,, শ্রীদেবীদয়ালু ত্রিপাঠী।
,, শ্রীদেবকৃষ্ণ।	,, শ্রীপ্যারিলাল।
,, শ্রীরামনাথ।	,, শ্রীরামযশন শাস্ত্রী।
,, শ্রীরামধর শর্ম্মা।	

এইরূপে চিত্রগুপ্ত-সন্তানগণ কাশীস্থ সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিতের নিকট ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য। বঙ্গবাসী উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র—এই চারি শ্রেণীর কায়স্থগণই চিত্রগুপ্ত-সন্তান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, এং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আহ্বানে কলিকাতা, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লি প্রভৃতি স্থানের বঙ্গবাসী খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দ একবাক্যে উক্ত চারিশ্রেণীর চিত্রগুপ্তসন্তান কায়স্থগণকে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইল; —

"চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয় সন্তানত্বেহপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদিক্রিয়া-লোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।"

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও সংস্কার

চিত্রগুপ্ত-বংশজাত কায়স্থদিগের মূল পুরুষ ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়-সন্তান হওয়ায় অনেক কালাবধি পুরুষপরম্পরায় উপনয়নাদি ক্রিয়ালাপ হেতু ইদানীং ব্রাত্য হইতেছেন, ইহা সুধীগণের যুক্তি।

স্বাক্ষর।

মহামহোপাধ্যায়—

শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপ।

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পূর্ব্বস্থলী।

শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, ভাটপাড়া।

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায়—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী,।
কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কাগীশ, ঐ

পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, ঐ

„ শ্রীচন্দ্রশেখর চূড়ামণি„।
কলিকাতা হাতিগান।

পণ্ডিত—

শ্রীভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, কলিকাতা।

শ্রীকেদারনথ শিরোমণি, নদ্বীপ।

শ্রীনৃসিংহদাস স্মৃতিভূষণ, বাঁশবেড়ে।

শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন„ ভাটপাড়া।

পণ্ডিত—

শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, নবদ্বীপ।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, নবদ্বীপ।

শ্রীশশীভূষণ তর্করত্ন কলিকাতা।

শ্রীশিবনাথ সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপ।

যথাকালে উপনয়ন না হইলে দ্বিজাতি ব্রাত্য হইয়া থাকেন। ব্রাত্যের পুনঃ সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কোনধর্ম্ম-কর্ম্মে অধিকার নাই। বঙ্গবাসী চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ বহুপুরুষ সাবিত্রীর্জ্জিত, এই ব্রাত্যতা প্রযুক্ত এক্ষণে তাঁহারা শাস্ত্রীয় যাগ-যজ্ঞাদি সাধনে অনধিকারী। বহু শত বর্ষ তাঁহারা সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলেও পুনরায় যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহারা সমস্ত যাগ-যজ্ঞাদিতে অধিকারী হইতে পারেন কি না, কায়স্থসভা

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও সংস্কার

ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের নিকট ইহার ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন, তাহাতে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় প্রভৃতি বহু স্থানের।

স্বাক্ষর

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, পঁড়ো।
,, কাশীশ্বর তর্কবাগীশ, কলসকাটী
,, চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, কলসকাটী
,, কেদারনাথ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা
,, রাজারাম স্মৃতিকণ্ঠ, ফুরান্।
, কেদারনাথ স্মৃতিরত্ন, সাঙ্গরুল।
,, রামহৃদয় বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণনগর।
,, পণ্ডিত অমূল্যরত্ন স্মৃতিতীর্থ, ইটালি।
,, হরিদাস ভাগবতভূষণ, হাটখোলা।
,, নারায়ণচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, রামবাগান।
,, সতীশচন্দ্র কাব্যরত্ন, গুয়াবাগান।
,, শ্যামচাঁদ বিদ্যারত্ন, আহিরীটোলা
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, গরাণহাটা
,, পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, বগবাজার
" রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন, ঐ
" ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, ঐ
" ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি, কাঁসারিপাড়া
" শশিভূষণ তর্কালঙ্কার, বর্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীধর স্মৃতিতীর্থ, ফরিদপুর।
,, দুর্গাগতি শিরোমণি, নদীয়া।
,, কেদারনাথ পদরত্ন, বর্দ্ধমান।
,, নীলমাধব স্মৃতিরত্ন, বর্দ্ধমান।
,, নিরণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, তারকের।শ্ব
,, আশুতোষ ন্যায়রত্ন, জাড়া।
,, নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন, অগ্রদ্বীপ।
,, দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন, সমুদ্রগড়।
,, দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ, বিল্বপুষ্করিণী
,, মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ, গোয়াড়ী।
,, প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, বিক্রমপুর
,, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, গরাণহাটা।
,, শ্রীধর তর্কভূষণ. পাকমাজিটা।
,, রাজেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, ঐ
,, দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, নেবুবাগান।
,, সারদাচরণ কাব্যতীর্থ, ঐ
" শশিভূষণ কাব্যতীর্থ, বর্দ্ধমান।
" রামদাস শিরোমণি, হুগলি।
" অনন্তরাম শিরোমণি, বর্দ্ধমান।
,, গুরুদাস স্মৃতিরত্ন, বীরভূম।

” কালীকমল স্মৃতিতীর্থ, রামবাগান ” মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, বীরভূম।
” রামরক্ষক ন্যায়ালঙ্কার, হুগলি। ” কেদারেশ্বর স্মৃতিতীর্থ, ফরিদপুর।
„ কালিদাস শিরোমণি, হুগলি। ” তিনকড়ি শিরোমণি, হুগলি।
” কুলদাপ্রসাদ স্মৃতিরত্ন, বীরভূম। ” গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন, নদীয়া।
” পতিতচরণ ন্যায়রত্ন, বীরভূম। ” আশুতোষ কবিরত্ন, বর্দ্ধমান।
” ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন, ঐ। ” মাধবচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার, ঐ।
” মুনীন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, সৈয়দপুর, টাকী। ” কালীকুমার তর্কতীর্থ, কাঁটাপুকুর।
” কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, কালীঘাট „ শ্রীনাথ বেদান্তবাগীশ, পটলডাঙ্গা
” নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, কালীঘাট „ পঞ্চানন চূড়ামণি, পটলডাঙ্গা।
” গঙ্গাধর শর্ম্মা, কালীঘাট ” সারদাচরণ বিদ্যারত্ন, শালিখা।
„ রামকৃষ্ণ তর্করত্ন, কোঠালীপাড় ,, মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়রত্ন, পুঁড়ো।

ষষ্ঠ ব্যাবস্থা।

উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্র বিশেষভাবে সমর্থন করিবার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগসহ সংস্কৃত-কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা-নাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

“চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়-সন্তানত্বেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরাম্পরায় উপনয়নাদিক্রিয়ালোপং ইদানীং কালবশাদনেকপুরুষপারম্পর্যেণ বহুকাল-পতিত-সাবিত্রীকাণাং ক্ষত্রিয়-চিত্রগুপ্তবংশপরাম্পরাজাতানাং আপস্তম্বোক্তদ্বাদশবার্ষিকব্রতানুকল্পধেনু-দানাদিরূপপ্রায়শ্চিত্তচরনানন্তরং উপনয়নসংস্কারাদ্যধিকারিতা ভবিতুমর্হ-তিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও সংস্কার

অত্র প্রমাণং

'যস্য পিতৃপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং, তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যক' ব্রহ্মচর্য্যং' যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং, তস্য দ্বাদয়বর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং ইতি মিতাক্ষরাধৃতাপস্তম্ববচনম্। অত্রাপস্তম্ববচনোপাওং প্রপিতামহদেরিত্যত্রাদিপদং প্রপিতামহাপেক্ষয়া, অধস্তনপুরুষপরমিতি কেষাঞ্চিদ্ব্যাখ্যানং ন সমীচীনং, যতঃ উক্তাদিপদস্য অধস্তনপুরুষপরত্বে " নানুস্মর্যতে"

চিত্রগুপ্তবংশজাত কায়স্থদিগের মূলপুরুষ ক্ষত্রিয়হেতু ক্ষত্রিয়সন্তানত্ব হইলেও সুদীর্ঘ কাল হইতে পুরুষপরম্পরায় উপননয়নাদিক্রিয়া লোপহেতু অধুনা কালবশতঃ অনেক পুরুষপরম্পরায় বহুকাল হইতে অনুপনীত ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তবংশপরাম্পরাজাত কায়স্থেরা আপস্তম্বকথিত দ্বাদশবার্ষিক ধেনু। দানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তকরণান্তর উপনয়নাদি সংস্কারে অধিকারী হইবেন ইহাই পণ্ডিতদিগের মত।

এই বিষয়ের প্রমাণ

যাহার পিতৃপিতামহ অনুপনীত সে সংবৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন স্মরণ নাই, সে দ্বাদশবার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। এই মিতাক্ষরাধৃত আপস্তম্ববচন পূর্ব্বলিখিত ব্যবস্থার প্রমাণ। এই আপস্তম্ববচনপরিগৃহীত প্রপিতামহাদি পদে যে আদি পদ আছে, উহা প্রপিতামহাপেক্ষায় অধস্তন পুরুষবোধক কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা সমীচীন নহে যেহেতু উক্ত আদি পদের অধস্তন পুরুষবোধকত্ব বলিতে হইলে নানুস্মর্য্যতে এই উক্তি সঙ্গত হয় না, উক্ত আদিপদের ঊর্দ্ধতন পুরুষবোধকত্ব বলিলেই অনুস্মরণাভাবের সম্ভব হয়। অধস্তন পুরুষবোধকতা বলিলে অনুস্মরণের সম্ভবই হয়। তাহা হইলে যাহার পিতাপিতামহ অনুপনীত এই

ইত্যুক্তিন' সংগচ্ছতে। উক্তাদিপদস্ত উর্দ্ধতনপুরুষপরত্বেনৈবানুস্মরণাভা-
বসম্ভবাৎ অধস্তন-পুরুষপরত্বে অনুস্মরণসম্ভবাচ্চ। তথা সতি 'যস্ত পিতা-
পিতামহৌ অনুপনীতৌ" ইতি প্রাগুক্তেরিবাত্রাপি "যস্ত প্রপিতামহাদয়ো-
ঽনুপনীতা" ইত্যুক্তেরেব যুক্তত্বাৎ। এবং পিতৃপিতামহাত্মকপুরুষদ্বয়ানুপনী-
তত্বপক্ষে সংবৎসরব্রতরূপপ্রায়শ্চিত্তমুক্ত্বা প্রপিতামহাত্মকৈকপুরুষমাত্রাধিক্যে
দ্বাদশবার্ষিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তোল্লেখে বিষমশিষ্টদোষাপত্তেঃ। প্রপিতা-
মহোর্দ্ধতনপুরুষব্রাত্যত্বপক্ষে, প্রায়শ্চিত্তানুল্লেখে আপস্তম্বস্য ন্যূনতাপত্তেঃ,
"যস্য মাণবকস্য পিতামহাদি পিতামহাদারভ্য প্রপিতামহস্তস্য পিতা,
পিতামহ প্রপিতামহাদ্যা অনুপনীতাঃ স্বয়ঞ্চ যথাকালমনুপনীতাঃ, তে তথা
বিধমাণবকাঃ শ্মশানসংস্তুতাস্তেন শ্মশানে সর্ব্বতঃ শম্যা প্রাসাদিত্যধ্যয়ন-
নিষেধঃ এষামপি সন্নিধৌ ভবতীতি সংস্কাররত্নমালাসন্দর্ভেণ, আপোস্তম্বো-
ক্তাদিপদেন পুরুষত্রয়াধিকপুরুষগ্রহণস্য স্পষ্টতরং প্রতীয়মানত্বাচ্চ। "ত্রি-
পুরুষপতিতসাবিত্রীকাণাং অপত্যে স্যস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ। ৪২। তেষাং

পূর্ব্বোক্ত কথার ন্যায় এখানেও যাহার প্রপিতামহাদি অনুপনীত এইরূপ
বলাই যুক্তিযুক্ত হইত। এবং পিতাপিতামহ এই উভয় পুরুষের অনুপ-
নীতত্বপক্ষে সংবৎসরব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কেবল প্রপিতামহরূপ এক
পুরুষের আধিক্যে দ্বাদশবার্ষিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করিলে বিষম-
শিষ্টনামক দোষ হয়। প্রপিতামহের উর্দ্ধতন পুরুষের ব্রাত্যত্বপক্ষে
প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ না থাকায় আপস্তম্বের ন্যূনতাপত্তিদোষ হয় যে, মান-
বকের পিতামহাদি অর্থাৎ পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রপিতামহ
তাহার পিতা পিতামহ প্রপিতামহাদি অনুপনীত স্বয়ং ও যথাকালে অনু-
পনীত ঐরূপ মাণবক শ্মশানসংস্তুত, অতএব তাহার অধ্যয়ন হইবে না।
এই সংস্কাররত্নমালাসন্দর্ভের দ্বারা আপস্তম্বকথিত পদের দ্বারা পুরুষত্রয়

সস্কারেপ্সবো ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্যা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তি। ৪৩।

ইতি পারস্করবচনদ্বয়ং পুরুষত্রয়পর্য্যন্তং পতিতসাবিত্রীকাণাং ব্রাত্যস্তোমরূপ-প্রায়শ্চিত্তানন্তরমুপনয়নসংস্কারাদ্যধিকারিত্বমিত্যেতৎপ্রতিপাদনপরং। নতু পুরুষত্রয়াদূর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকাণাং প্রায়শ্চিত্তনিষেধপরং। তথা সতি সর্ব্বেষাং পাপানাং প্রায়শ্চিত্তনাশ্যত্বং নোপপদ্যতে। "ন পুনশ্চতুর্থাদীনাং তেষাঞ্চ উপনীতানামপি অধ্যাপনং ন ভবতি" ইতি তদ্ভাষ্যবচনঞ্চ পুরুষ-ত্রয়াদূর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকাণাং কৃতব্রাত্যস্তোমরূপপ্রায়শ্চিত্তানামপি অধ্যয়না-ধ্যাপনাদিনিষেধপরং, ন তু কৃতদ্বাদশবার্ষিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তানাং তেষাং অধ্যায়নাধ্যাপনাদি নিষেধপরং, দ্বাদশবার্ষিকব্রতানুষ্ঠানেন তেষা পাপ-

---

হইতে অধিক পুরুগ গ্রহণ স্পষ্টতরভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। ত্রিপুরুষ হইতে অনুপনীত ব্যক্তির সন্তানের উপনয়ন হইবে, অধ্যাপনা হইবে না। ৪২। তাহারা সংস্কারপ্রার্থী হইলে ব্রাত্যস্তোমনামক যাগ করিয়া যথেচ্ছ অধ্যয়ণ করিতে পারিবে ও ব্যবহার্য্য হইবে। ৪৩।

এই পারস্করবচনদ্বয় পুরুষত্রয় পর্য্যন্ত অনুপনীতদিগের ব্রাত্যস্তোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর উপনয়নসংস্কারাদিতে অধিকারিত্ব হইবে, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছে। পুরুষত্রয়ের উর্দ্ধকাল হইতে অনুপনীতদিগের প্রায়শ্চিত্তের নিষেধ করিয়াছেন এরূপ বলিতে পারা যায় না, তাহা বলিলে সমস্ত পাপই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নাশ্য, এই সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না। " চতুর্থাদি পুরুষের কিন্তু উপনয়ন হইবে না, চতুর্থ পুরুষ উপনীত হইলেও তাহার অধ্যাপনা হইবে না " পারস্করের ভাষকর এরূপ যে লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষত্রয়ের উর্দ্ধকাল হইতে অনুপ-নীতের ব্রাত্যোস্তোমরূপ প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিলেও তাহাদিগের অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনা হইবে না। দ্বাদশবার্ষিক ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিলেও যে

নাশেঽপি অধ্যয়নাধ্যাপনাধিকারিত্বানঙ্গিকারে পাপে অধ্যয়নাধ্যাপন-প্রতিবন্ধকশক্ত্যন্তরস্য কল্পনাপত্তেঃ। তাদৃশকল্পনায়াঃ প্রামাণিকনিবন্ধ-কারাদ্যনুক্তত্বেন প্রামাণিকত্বাভাবাচ্চ। তস্মাৎ নানুস্মর্য্যেত ইতি পদস্বরনাৎ, যত্র যাবৎ পুরুষপর্য্যন্তং অনুপনীতত্বেঽনুস্মরণাভাবসম্ভাবনা, তত্রেব দ্বাদশ-বার্ষিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তমন্যত্র তু যথাযথং তদ্ভাগহারেণ প্রায়শ্চিত্তমূহ-নীয়ম্। এতেন পারস্করাচার্য্যৈঃ পুরুষত্রয়মাত্রোল্লেখাৎ, তদতিরিক্তপুরুষ-ব্রাত্যতাস্থলে প্রায়শ্চিত্তাচরণেঽপি নোপনয়নসংস্কারাদ্যধিকারিত্বেত্যপাস্ত-মিত্যলমধিকেন। (ইতি সন ১৩১১, ৯ই পৌষ।)

তর্কভূষণোপাধিক শ্রীপ্রমথনাথ দেবশর্ম্মণাম্।

তর্কবাগীশোপাধিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ শর্ম্মণাম্।

স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মণাম্ (১৩১৯, পৌষ)

তাহাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি হইবে না, এরূপ অভিপ্রায় নহে। দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগের পাপ নাশ হইলেও অধ্যয়ন ও অধ্যা-পনায় অধিকারিত্ব স্বীকার যদি না করা যায়, তাহা হইলে পাপের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রতিবন্ধক একটি বিশেষ শক্তি কল্পনা করিতে হয়। প্রামা-ণিক নিবন্ধকারাদি কেহই পাপে ঐরূপ অধ্যয়ন অধ্যাপনার প্রতিবন্ধক-বিশেষ শক্তি কল্পনা করেন নাই বলিয়া ঐরূপ শক্তিকল্পনা অপ্রামাণিক। অতএব "নানুস্মর্য্যেতে" এই পদের অভিপ্রায় এই যে, যেখানে যত পুরুষ পর্য্যন্ত অনুপনীতত্ববিষয়ে অনুস্মরণাভাব-সম্ভাবনা আছে সেই স্থানেই দ্বাদশবার্ষিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অন্যত্র উক্ত প্রায়শ্চিত্তের যথাযথ ভাগানুসারে প্রায়শ্চিত্ত বিবেচনা করিতে হইবে। পারস্করাচার্য্য পুরুষত্রয়-মাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তদতিরিক্ত পুরুষের ব্রাত্যতাস্থলে

সপ্তম ব্যবস্থা।

দিনাজপুরাধিপতি ৺ মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের মাতৃদেবীর সপিণ্ডীকরণ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ও সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন —

(ক) সংবৎ ১৯৬৩।

চিত্রগুপ্তবংশজাতানামস্মদ্দেশীয়ানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়সন্তানত্বেপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদিক্রিয়ালোপাৎ ইদানীং কালবশাদনেকপুরুষপারম্পর্য্যেন বহুকালপতিতসাবিত্রীকাণাং ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তবংশপরাম্পরাজাতানাং আপস্তম্বোক্তদ্বাদশবার্ষিকব্রতানুকল্পধেনু-দানাদিক্রিয়া প্রায়শ্চিত্তানন্তরং উপনয়নসংস্কারাদ্যধিকারিতা ভবিতুমর্হতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শ্রীসীতানাথ ক্বাতরত্নানাং বাগ বাজার, কলিকাতা
শ্রীরুদ্রকান্ততর্কালঙ্কার কোটালিপাড়া, উলসিয়া

প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিলেও উপনয়নসংস্কারাদিতে অধিকারিতা হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মত পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা নিরস্ত হইল।

চিত্রগুপ্তবংশজাত অস্মদ্দেশীয় কায়স্থগণের মূলপুরুষের ক্ষত্রিয়ত্বহেতু ক্ষত্রিয়সন্তানত্ব হইলেও বহুকাল হইতে পুরুষপরম্পরায় উপনয়নাদি-ক্রিয়া-লোপহেতু অধুনা কালবশতঃ অনেক পুরুষপরম্পরায় বহুকাল হইতে অনু-পনীত ক্ষত্রিয়চিত্রগুপ্তবংশপরম্পরাজাত কায়স্থগণেব আপস্তম্বোক্ত দ্বাদশ-বার্ষিকব্রতানুকল্পধেনুদানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তাচরণের অনন্তর উপনয়নসংস্কা দিতে অধিকার হইবে, ইহা পণ্ডিতগণের মত।

শ্রীমধুসূদন ন্যায়রত্ন	ঐ	ঐ হাঃ কুমারটুলি
শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ	ঐ	মদনপাড়
শ্রীমণিমোহন বিদ্যারত্ন	ঐ	বাগবাজার, কলিকাতা
শ্রীকৃষ্ণদাস বিদ্যাভূষণ	শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,	কলিকাতা
শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ,	রামকান্ত বোস গলি,	কলিকাতা
শ্রীযোগেনাথ বিদ্যাভূষণ	শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,	কলিকাতা
কালীকুমার জ্যোতীরত্ন	চাঁদশী, হাঃ শ্যামপুকুর,	কলিকাতা
শ্রীশরচ্চন্দ্র শিরোমণি	ঐ	
শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন,	হাতীবাগান,	কলিকাতা
শ্রীমুকুন্দচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	বাগবাজার,	কলিকাতা।